6818
87E





সম্পাদক

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক'—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
'বাঙ্গালা সাহিত্য বিভাগের' ভারপ্রাপ্ত—প্রধান অধ্যাপক

পরিবেশক—

এম. এল. দে য়্যাণ্ড কোং
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা
১৩/১ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২.

চতুর্থ মুদ্রণ—১৩৫৬

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অনুসৃত সম্পাদন-রীতির
বিশেষত্ব এই যে,—

26.7.01
10113

- বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা-মাধুর্য্য, ভাষা ও মৌলিক ভাবধারা অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছে।
- কেবল বর্ণনাবাহুল্য, অপেক্ষাকৃত কঠিন ভাষাসমূহ এবং দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত শব্দ কোন কোন স্থানে বর্জ্জন করিয়া সহজবোধ্য ও সর্ব্বজন পাঠোপযোগী করা হইয়াছে।
- বিশেষ করিয়া বিদ্যালয়-সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠোপযোগী করা হইয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে অনুপযোগী অংশগুলি সুকৌশলে বর্জ্জন করা হইয়াছে।
- অবসর যাপনে 'লঘু সাহিত্য' পড়িয়া সাধারণ পাঠক-সমাজ বঙ্কিমচন্দ্রের সদ্‌গ্রন্থের পাঠক-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন।

কলিকাতা, ১৩/১ কলেজ স্কোয়ার থেকে—দে ব্রাদার্স-এর পক্ষে শ্রীহরিমোহন দে প্রকাশ করেছেন। আর ১৪নং জগন্নাথ দত্ত লেন, লক্ষ্মীবিলাস প্রেসে শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দত্ত ছেপেছেন।

৳/৫৬

প্রস্তাবনা

বঙ্কিমচন্দ্রের অমর উপন্যাসাবলীর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সাহিত্যরসিক পাঠকবর্গকে কিছু কৈফিয়ৎ দিবার আছে। যে সাহিত্য কালের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চিরন্তনতা লাভ করিয়াছে, তাহার অংশ পরিবর্জ্জনের দ্বারা তাহার সৌন্দর্য্যের সমগ্রতার অঙ্গচ্ছেদ এক হিসাবে অমার্জ্জনীয় অপরাধ। তথাপি এই অপরাধের এমন একটা যৌক্তিকতা আছে, যাহাতে ইহা হয়ত সুধী সমাজের অনুমোদন ও সমর্থন লাভ করিতে পারে। বঙ্কিমের আসন সত্যিকার রসজ্ঞ পাঠকের হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও তাঁহার আবেদন এখনও শিক্ষিত সমাজের নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত সংক্রামিত হয় নাই। ইহা বাঙ্গালীর বিশেষ দুর্ভাগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। যিনি প্রথম বাঙ্গালীকে আশার বাণী শুনাইয়াছেন, তাহাকে তাহার ঐতিহ্য-গৌরব সম্বন্ধে সচেতন করিয়াছেন, বাঙ্গালীর মনে আত্মমর্য্যাদা-বোধের প্রতিষ্ঠা ও তাহার মুগ্ধ কল্পনার সম্মুখে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনার ছবি উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, তাঁহার জনপ্রিয়তা এখনও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ। তাঁহার সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির উন্নত আদর্শই কতকটা তাঁহার সার্ব্বভৌম প্রসারের অন্তরায়। তাঁহার মানবচরিত্রের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, তাঁহার মন্তব্যের সুদূর-প্রসারী গভীরতা, তাঁহার ভাষার সংস্কৃত-প্রভাবিত রূপ ও অনবদ্য শিল্প-কৌশল, তাঁহার বর্ণনার উচ্ছ্বসিত বিস্তার—এই সমস্তই তাঁহাকে সাধারণ পাঠকের রুচি ও রসোপলব্ধির অনায়ত্ত ভাবলোকের অধিবাসী করিয়াছে। এই সাধারণ পাঠকবর্গ তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাস, রোমাঞ্চকর ডিটেক্‌টিভ গল্প বা সিনেমায় অভিনীত নাটক পড়িয়াই তাঁহাদের সাহিত্যরস-পিপাসার পরিতৃপ্তি করেন।

বঙ্কিমের গুরু-গম্ভীর ভাষা ও তীক্ষ্ণধী আলোচনা-পদ্ধতি ইহাদের নিকট দুর্ব্বোধ্য বলিয়াই ইহারা বঙ্কিম-সাহিত্যের রসাস্বাদনে বঞ্চিত থাকেন। কাজেই বঙ্কিমের দুর্ব্বোধ্য অংশ কতকটা কাটিয়া-ছাঁটিয়া দিলে, তাঁহার মন্তব্য-সমালোচনার গুরুভার কতকটা লঘু করিয়া দিলে, ইঁহারা বঙ্কিমের বিশুদ্ধ গল্পাংশের রসগ্রহণের অধিকারী হইবেন, এইরূপ অনুমান অযৌক্তিক নহে। আমাদের উদ্দেশ্য যাঁহারা রেলে ভ্রমণকালে "লঘু সাহিত্য" পাঠে সময় কাটাইতে চাহেন, যে সমস্ত অল্পশিক্ষিত গ্রাম্য ব্যবসায়ী সন্ধ্যার অবসর যাপনের জন্য কোন সদ্গ্রন্থের প্রত্যাশী, অপরিণত-বুদ্ধি নিম্নশ্রেণীর পাঠার্থীরা, পর্য্যাপ্ত শিক্ষার সুযোগ-বঞ্চিতা অন্তঃপুরিকা-বৃন্দ—সকলেই বঙ্কিমের পাঠক-শ্রেণীভুক্ত হইয়া তাঁহার ভাবধারায় অবগাহন করিবার সুযোগ পান। ইহাতে হয়ত মন্ত্র খণ্ডিত ও পূজোপকরণ অপ্রচুর হইবে; কিন্তু পূজার পরিধি বিস্তার লাভ করিবে।

চায়ের কাপে অমৃত পরিবেশনের মত এই প্রচেষ্টার হয়ত একটা হাস্যকর অসঙ্গতির দিক্ আছে। কিন্তু যেখানে পান-পাত্রের আয়তন আমাদের পিপাসার তীব্রতার দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেখানে আধারের ক্ষুদ্রতা লইয়া অনুযোগ বৃথা। এই ক্ষুদ্রায়তন পেয়ালায় যে মাদক-পানীয়ের পরিবর্ত্তে বিশুদ্ধ সুধারস পরিবেশিত হইবে, ইহাই আমার আত্মপক্ষ সমর্থনে কৈফিয়ৎ; এবং ভরসা করি সুধীসমাজ এই কৈফিয়ৎ সরাসরি অগ্রাহ্য করিবেন না।

আশুতোষ বিল্ডিংস্
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
আষাঢ়, সন ১৩৫৩ সাল

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূমিকা

সংক্ষিপ্ত বঙ্কিম গ্রন্থাবলীর প্রস্তাবনায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলীর সংক্ষিপ্ত করণের সার্থকতা বা মূল প্রেরণা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে এই গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'আনন্দমঠ' প্রকাশিত হইল।

আনন্দমঠের ঘটনাকাল ইংরেজ রাজত্বের প্রথম পত্তনের সময়। এই সমাজ-চিত্র অনেকটা আধুনিক যুগের; সুতরাং উপন্যাসটির মধ্যে তথ্যের অপেক্ষাকৃত ঘন-সন্নিবেশ হইয়াছে ও সাধারণ জীবনের উপর ঐতিহাসিক প্রতিবেশের প্রভাব অনেকটা স্পষ্টভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ এই উপন্যাসে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার রন্ধ্রপথ দিয়া রোমান্সের অলৌকিকত্ব আসিয়া পড়িয়াছে।

তৃতীয়তঃ, বঙ্কিম এমন একটি ঐতিহাসিক আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা সেই যুগের পক্ষে অভাবনীয়, সত্যানন্দের আদর্শবাদ, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠান-গঠন-কুশলতা বা আশ্চর্য্য কল্পনা-প্রসার সে যুগের কোনও বাঙ্গালীর ছিল কি না, বা থাকিয়া থাকিলেও দেশাত্ম-বোধবর্জ্জিত বহুধা বিভক্ত বাঙ্গালী জাতিকে নিয়মানুবর্ত্তিতা শিখাইয়া ও একই আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া এক বাস্তব প্রতিষ্ঠানের ছত্রচ্ছায়ায় সংহত করিবার অলৌকিক শক্তি কোন ব্যক্তিবিশেষের থাকা সম্ভব ছিল কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। আনন্দমঠের এই কল্পনা-বিলাস বাস্তবতাকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।

কিন্তু এই অসম্ভবতার মধ্যেও কতকগুলি প্রকৃত প্রেরণা ও বাস্তবসূত্র আছে ; তাহা এই :—

মুসলমান রাজত্বধ্বংসের যুগ একটা বিরাট শূন্যতার যুগ। এই সময়ে মুসলমান রাজকর্ম্মচারীবৃন্দ কেন্দ্রশক্তির অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া, ন্যস্ত রাজশক্তির বলে স্বার্থ-সিদ্ধি ও দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার সুরু করিয়া দিল। এই সময়ে দেশের আকাশ-বাতাস একটা অবিশ্রান্ত কোলাহল ও কাতর আর্ত্তনাদে মুখরিত হইয়া উঠিল। তদুপরি এই ধ্বংস-স্তূপের মধ্য দিয়া ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রলয়ঝটিকা বহিয়া গিয়া রাজ-নৈতিক বিশৃঙ্খলা যেটুকু বাকী রাখিয়াছিল, তাহা একেবারে নিঃশেষ হইয়া গেল। এই সর্ব্বব্যাপী ধ্বংসের সময় জীবনের যে সমস্ত আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত বিকাশ সম্ভব, তাহাদিগকে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনাদর্শের মাপকাঠিতে বিচার করিলে চলিবে না। এই বন্ধন-ছিন্ন অবস্থায়, দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসের তাড়নায় মানুষ চিরকালের সামাজিক ও পারিবারিক গণ্ডী হইতে কক্ষচ্যুত হইয়া পড়িবে এবং মানুষের মনের মধ্যে যে অভিনব ভাবের শিখা জ্বলিয়া উঠিবে এবং তাহার প্রভাবে মানুষ যে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া পুঞ্জীভূত অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে,—ভাবিতে গেলে ইহার মধ্যে বিস্মিত হইবার খুব বেশী অবসর নাই।

কিন্তু সন্তান-ধর্ম্মের জ্যোতির্ম্ময় আদর্শবাদের পশ্চাতে এই ভীষণ বাস্তব-জগতের অস্তিত্বের ইঙ্গিত থাকিলেও ইহা সর্ব্বস্বীকার্য্য যে, আনন্দমঠের আখ্যান-বস্তুর সহিত বঙ্গের প্রকৃত জীবনের কোন বাস্তব যোগ নাই—ইহাতে উপস্থাপিত একটা অসাধারণ আদর্শের জ্যোতিতে আমাদের চক্ষু ঝলসিয়া যায়। আনন্দমঠের চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ বাস্তব নহে, তাহাদের একপদ বাস্তবলোকে ও অপর পদ আদর্শলোকে স্থাপিত রহিয়াছে। বাস্তব ও রোমান্স—এই উভয়রূপ উপাদানের সংমিশ্রণে তাহারা গঠিত।

বস্তুতঃ 'আনন্দমঠ' উপন্যাস অপেক্ষা মহাকাব্যের লক্ষণান্বিত। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে কেবল উপন্যাসের বাহ্য-আকৃতির ব্যবহার করিয়াছিলেন মাত্র ; উপন্যাসের ছাঁচে তাঁহার উচ্ছ্বসিত দেশভক্তি, তাঁহার বিরাট রাজনৈতিক কল্পনা ঢালিয়াছেন মাত্র।

কিন্তু আনন্দমঠের প্রকৃত গৌরব উপন্যাস হিসাবে নহে। বাঙ্গালার পাঠক-সমাজের উপর ইহা যে বদ্ধমূল আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, তাহা এক ধর্ম্মগ্রন্থ ছাড়া অন্য কোনও প্রকার সাহিত্যের ভাগ্যে ঘটে নাই। যে দেশাত্মবোধ—আজ প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর সাধারণ মানস-সম্পত্তি, বঙ্কিমই আনন্দমঠে তাহার প্রথম অঙ্কুর রোপণ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান যুগের এমন কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নাই, যাহার প্রথম প্রেরণা এই 'আনন্দমঠ' হইতে আসে নাই ; বাঙ্গালীর বক্তৃতার ভাষা ইহার কল্পনার বর্ণে রঞ্জিত।

বঙ্কিম পৌত্তলিক বাঙ্গালীর মানস-স্বর্গে এক নূতন দেবী-প্রতিমা সৃষ্টি করিয়া স্থাপিত করিয়াছেন ; বাঙ্গালীর হৃদয়ের ভক্তিকে এক নূতন পথে চালিত করিয়াছেন। **পৃথিবীর যে কয়েকখানি যুগান্তকারী গ্রন্থ আছে, 'আনন্দমঠ' তাহাদের মধ্যে একটি প্রধান স্থান অধিকার করে। 'বন্দেমাতরম্' আধুনিক ভারতবাসীর বেদ-মন্ত্র।** এই জন্যই আনন্দমঠকে কেবলমাত্র সাহিত্য হিসাবে বিচার করিলে ইহার সম্পূর্ণ মহিমা ও প্রভাব বুঝা যাইবে না। ইহার স্থান সাধারণ সাহিত্য-লোকের অনেক উর্দ্ধে।

আশুতোষ বিল্ডিংস
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
আষাঢ়, সন ১৩৫৩ সাল

শ্রীশ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়

উপন্যাসোল্লিখিত প্রধান চরিত্র পরিচিতি—

সত্যানন্দ—	'আনন্দমঠ'এর প্রতিষ্ঠাতা, সন্তান-সম্প্রদায়ের অধিনায়ক, দেশমাতৃকার পূজারী, সন্ন্যাসী।
ভবানন্দ ধীরানন্দ জীবানন্দ —	সত্যানন্দের অনুগত মঠবাসিগণ; সন্তান-বিদ্রোহের নির্ভীক সেনাপতিত্রয়।
জ্ঞানানন্দ—	একজন তেজস্বী সন্তান।
গোবৰ্দ্ধন—	মঠের পরিচালক, ক্ষুদ্রগোছের সন্ন্যাসী।
মহেন্দ্র—	পদচিহ্ন গ্রামের ধনবান ব্যক্তি; পরবর্ত্তীকালে একনিষ্ঠ দীক্ষিত সন্তান।
কাপ্তেন টমাস্—	সন্তান-বিদ্রোহ দমনার্থ ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্এর প্রেরিত সেনাপতি।
ডানিওয়ার্থ—	শিবগ্রাম রেশম কুঠীর অধ্যক্ষ।
লেঃ ওয়াট্‌সন্ কাপ্তেন হে —	কাপ্তেন টমাসের নিম্নস্থ কর্ম্মচারীদ্বয়।
মেজর এডওয়ার্ডস্—	ব্রিটিশ সেনাপতি।
লিণ্ডলে—	এড্‌ওয়ার্ড্‌স্‌এর অনুচর।
কল্যাণী—	মহেন্দ্র সিংহের স্ত্রী।
সুকুমারী—	মহেন্দ্র সিংহের কন্যা।
নিমাই—	জীবানন্দের ভগিনী।
শান্তি (নবীনানন্দ)—	জীবানন্দের স্ত্রী, পরে (পুরুষবেশে) অন্তরঙ্গ দীক্ষিত সন্তান।

———



মা—যা হইবেন



আনন্দমঠ

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ



১১৭৬ সালে গ্রীষ্মকালে একদিন পদচিহ্ন গ্রামে রৌদ্রের উত্তাপ বড় প্রবল। গ্রামখানি গৃহময়, কিন্তু লোক দেখি না। বাজারে সারি সারি দোকান, হাটে সারি সারি চালা, পল্লীতে পল্লীতে শত শত মৃণ্ময় গৃহ, মধ্যে উচ্চনীচ অট্টালিকা। আজ সব নীরব। আজ হাটবার, হাটে হাট লাগে নাই। রাজপথে লোক দেখি না, বৃক্ষে পক্ষী দেখি না, গোচারণে গোরু দেখি না, কেবল শ্মশানে শৃগাল-কুক্কুর। এক বৃহৎ অট্টালিকা—সেই গৃহারণ্যমধ্যে শৈলশিখরবৎ শোভা পাইতেছিল। শোভাই বা কি, তাহার দ্বার

রুদ্ধ, গৃহ মনুষ্য-সমাগমশূন্য, শব্দহীন। তাহার অভ্যন্তরে অন্ধকারে এক দম্পতি বসিয়া ভাবিতেছে। তাহাদের সম্মুখে মন্বন্তর।

১১৭৪ সালে ফসল ভাল হয় নাই, সুতরাং ১১৭৫ সালে চাল কিছু মহার্ঘ হইল—লোকের ক্লেশ হইল, কিন্তু রাজা রাজস্ব কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া লইল। রাজস্ব কড়ায়-গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া দরিদ্রেরা এক সন্ধ্যা আহার করিল। ১১৭৫ সালে বর্ষাকালে বেশ বৃষ্টি হইল। লোকে ভাবিল, দেবতা বুঝি কৃপা করিলেন। আনন্দে আবার রাখাল মাঠে গান গায়িল, অকস্মাৎ আশ্বিন মাসে দেবতা বিমুখ হইলেন। আশ্বিনে কার্ত্তিকে বিন্দু-মাত্র বৃষ্টি পড়িল না, মাঠে ধান্য সকল শুকাইয়া একেবারে খড় হইয়া গেল। যাহার দুই এক কাহন ফলিয়াছিল, রাজপুরুষেরা তাহা সিপাহীর জন্য কিনিয়া রাখিলেন। লোকে আর খাইতে পাইল না। প্রথমে এক সন্ধ্যা উপবাস করিল, তার পর এক সন্ধ্যা আধ-পেটা করিয়া খাইতে লাগিল, তার পর দুই সন্ধ্যা উপবাস আরম্ভ করিল। যে কিছু চৈত্র ফসল হইল, কাহারও মুখে তাহা কুলাইল না। কিন্তু মহম্মদ রেজা খাঁ রাজস্ব আদায়ের কর্ত্তা, মনে করিল, আমি এই সময়ে সরফরাজ হইব। একেবারে শতকরা দশ টাকা রাজস্ব বাড়াইয়া দিল। বাঙ্গালায় বড় কান্নার কোলাহল পড়িয়া গেল।

লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তার পর কে ভিক্ষা দেয়?—উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তার পর রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গোরু বেচিল, লাঙ্গল-যোয়াল

বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘর-বাড়ী বেচিল, জোত-জমা বেচিল। তার পর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী কে কিনে? খরিদ্দার নাই, সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল। ইতর ও বন্যেরা, কুক্কুর, ইন্দুর, বিড়াল খাইতে লাগিল। অনেকে পলাইল, যাহারা পলাইল, তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল। যাহারা পলাইল না, তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া, রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।

রোগ সময় পাইল—জ্বর, ওলাউঠা, ক্ষয়, বসন্ত। বিশেষতঃ বসন্তের বড় প্রাদুর্ভাব হইল। গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে? কেহ কাঁহারও চিকিৎসা করে না, কেহ কাহাকে দেখে না; মরিলে কেহ ফেলে না। অতি রমণীয় বপু অট্টালিকামধ্যে আপনা আপনি পচে। যে গৃহে একবার বসন্ত প্রবেশ করে, সে গৃহবাসীরা রোগী ফেলিয়া ভয়ে পলায়।

মহেন্দ্র সিংহ পদচিহ্ন গ্রামে বড় ধনবান্—কিন্তু আজ ধনী-নির্ধনের এক দর। এই দুঃখপূর্ণ কালে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া তাঁহার আত্মীয়-স্বজন, দাস-দাসী সকলেই গিয়াছে। কেহ মরিয়াছে, কেহ পলাইয়াছে। সেই বহুপরিবারমধ্যে এখন তাঁহার ভার্য্যা ও তিনি স্বয়ং আর এক শিশুকন্যা। তাঁহাদেরই কথা বলিতেছিলাম।

তাঁহার ভার্য্যা কল্যাণী চিন্তা ত্যাগ করিয়া গোশালে গিয়া স্বয়ং গো-দোহন করিলেন। পরে দুগ্ধ তপ্ত করিয়া কন্যাকে খাওয়াইয়া গোরুকে ঘাস-জল দিতে গেলেন। ফিরিয়া আসিলে মহেন্দ্র বলিলেন, "এরূপে ক'দিন চলিবে ?"

কল্যাণী বলিলেন, "বড় অধিক দিন নয়। যত দিন চলে, তারপর তুমি মেয়েটি লইয়া নগরে* যাইও।"

মহেন্দ্র। নগরে যদি যাইতে হয় ত তোমায় বা কেন এত দুঃখ দিই ? চল না, এখনই যাই।

পরে দুইজনে অনেক তর্কবিতর্ক হইল।

কল্যাণী। মুরশিদাবাদ, কাশিমবাজার বা কলিকাতা গেলে প্রাণরক্ষা হইতে পারিবে। এ স্থান ত্যাগ করা সকল প্রকারে কর্ত্তব্য।

মহেন্দ্র বলিলেন,—"এই বাড়ী বহুকাল হইতে পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত ধনে পরিপূর্ণ, ইহা যে সব চোরে লুঠিয়া লইবে।"

কল্যাণী। লুঠিতে আসিলে আমরা কি দুই জনে রাখিতে পারিব ? চল, এখনও বন্ধ-সন্ধ করিয়া যাই। যদি প্রাণে বাঁচি, ফিরিয়া আসিয়া ভোগ করিব।

পরদিন প্রভাতে দুই জনে কিছু অর্থ সঙ্গে লইয়া, ঘরদ্বারে চাবি বন্ধ করিয়া, কন্যাটিকে কোলে লইয়া রাজধানীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে মহেন্দ্র বলিলেন, "পথ অতি দুর্গম। পায়ে পায়ে ডাকাত-লুঠেরা ফিরিতেছে, শুধু হাতে

* নগর বা রাজনগর—সাবেক বীরভূমরাজ্যের রাজধানী।

যাওয়া উচিত নয়।" এই বলিয়া মহেন্দ্র গৃহে ফিরিয়া বন্দুক, গুলী, বারুদ লইয়া গেলেন।

"আমিও হাতিয়ার লইয়া আসিব।" এই বলিয়া কল্যাণীও গৃহমধ্যে আসিয়া একটি বিষের ক্ষুদ্র কৌটা বস্ত্র মধ্যে লুকাইলেন। দুঃখের দিনে কপালে কি হয় বলিয়া কল্যাণী পূর্ব্বেই বিষ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

জ্যৈষ্ঠমাস, দারুণ রৌদ্রে পৃথিবী অগ্নিময়, বায়ুতে আগুন ছড়াইতেছে, আকাশ তপ্ত তামার চাঁদোয়ার মত, পথের ধূলি সকল অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ। কল্যাণী ঘামিতে লাগিলেন, কখনও বাবলা গাছের ছায়ায় বসিয়া, কখনও খেজুর গাছের ছায়ায় বসিয়া, শুষ্ক পুষ্করিণীর কর্দ্দমাক্ত জল পান করিয়া কত কষ্টে পথ চলিতে লাগিলেন।

সেই অগ্নিতরঙ্গ সন্তরণ করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে এক চটীতে পৌঁছিলেন। মহেন্দ্রের মনে বড় আশা ছিল, চটীতে গিয়া স্ত্রী-কন্যার মুখে শীতল জল দিতে পারিবেন; কিন্তু কৈ? চটীতে ত মনুষ্য নাই। তখন মহেন্দ্র কল্যাণীকে বলিলেন, "তুমি একটু সাহস করিয়া একা থাক; দেখি যদি গাই থাকে, শ্রীকৃষ্ণ দয়া করুন, আমি দুধ আনিব।" এই বলিয়া মহেন্দ্র নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্র চলিয়া গেলেন। কল্যাণী একা বালিকা লইয়া সেই জনশূন্য স্থানে প্রায় অন্ধকার কুটীরমধ্যে চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। চারিদিক্ চাহিয়া দেখিতে দেখিতে সম্মুখস্থ দ্বারে একটা কি ছায়ার মত দেখিলেন। অতিশয় শুষ্ক, শীর্ণ—অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ, উলঙ্গ, বিকটাকার মনুষ্যের মত কি আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরে সেই ছায়া যেন একটা হাত তুলিল—কাহাকে যেন সঙ্কেত করিয়া ডাকিল। কল্যাণীর প্রাণ শুকাইল। তখন সেইরূপ আর একটা ছায়া—শুষ্ক, কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘাকার, উলঙ্গ—প্রথম ছায়ার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তার পর একটা আসিল, তার পর আরও একটা আসিল। কত আসিল, ধীরে ধীরে নিঃশব্দে তাহারা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। সেই প্রায় অন্ধকার গৃহ নিশীথশ্মশানের মত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। কৃষ্ণবর্ণ শীর্ণ পুরুষেরা কল্যাণী এবং তাঁহার কন্যাকে ধরিয়া তুলিয়া, গৃহের বাহির করিয়া, মাঠ পার হইয়া এক জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিল।

কিছুক্ষণ পরে মহেন্দ্র দুগ্ধ লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই। ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিলেন, কোন সন্ধান পাইলেন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যে বনমধ্যে দস্যুরা কল্যাণীকে নামাইল, সে বন অতি মনোহর। পরিষ্কৃত সুকোমল পুষ্পাবৃত ভূমিখণ্ডে দস্যুরা কল্যাণী ও তাঁহার কন্যাকে নামাইল। যে কিছু অলঙ্কার কল্যাণীর সঙ্গে ছিল, তাহা পূর্ব্বেই তাহারা হস্তগত করিয়াছিল। অলঙ্কারগুলি বিভক্ত হইলে একজন দস্যু বলিল, "আমরা সোনা-রূপা লইয়া কি করিব! একখানা গহনা লইয়া কেহ আমাকে একমুঠা চাল দাও, ক্ষুদায় প্রাণ যায়—আজ কেবল গাছের পাতা খাইয়া আছি।" এক জন এই কথা বলিলে সকলেই সেইরূপ বলিয়া গোল করিতে লাগিল, "চাল দাও, চাল দাও, ক্ষুধায় প্রাণ যায়, সোনা-রূপা চাহি না।" যে, যে অলঙ্কার ভাগে পাইয়াছিল, সে, সে অলঙ্কার রাগে তাহা দলপতির গায়ে ছুড়িয়া মারিল। দলপতি দুই এক জনকে মারিল। তখন সকলে দলপতিকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল। দলপতি অনাহারে শীর্ণ এবং ক্লীষ্ট ছিল, দুই এক আঘাতেই ভূপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। তখন ক্ষুধিত, রুষ্ট, উত্তেজিত, জ্ঞানশূন্য দস্যুদলের মধ্যে এক জন বলিল, "শৃগাল কুক্কুরের মাংস খাইতেছি, ক্ষুধায় প্রাণ যায়, এস ভাই! আজ এই বেটাকে খাই।" তখন সকলে

"জয় কালী!" বলিয়া উচ্চনাদ করিয়া উঠিল। "বম্ কালী! আজ নরমাংস খাইব।" দলপতির দেহ পোড়াইবার জন্য অগ্নি প্রস্তুত হইলে, এক জন শবের পা ধরিয়া টানিয়া আগুনে ফেলিতে গেল। তখন আর একজন বলিল, 'রাখ, রও রও যদি মহামাংস খাইয়া প্রাণ রাখিতে হইবে, তবে এই বুড়ার শুক্‌না মাংস কেন খাই? আজ যাহা লুঠিয়া আনিয়াছি, তাহাই খাইব, এস ঐ কচি মেয়েটাকে পোড়াইয়া খাই।" আর এক জন বলিল, "যাহা হয় পোড়া বাপু, আর ক্ষুধা সয় না।" তখন সকলে লোলুপ হইয়া যেখানে কল্যাণী কন্যা হইয়া শুইয়াছিলেন, সেইদিকে দেখিল যে, সেস্থান শূন্য, কন্যাও নাই মাতাও নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বন অত্যন্ত অন্ধকার, কল্যাণী তাহার ভিতর পথ পান না। কণ্টক ভেদ করিয়া কল্যাণী বনমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। মেয়েটির গায়ে কাঁটা ফুটিতে লাগিল। মেয়েটি মধ্যে মধ্যে কাঁদিতে লাগিল, শুনিয়া দস্যুরা আরও চীৎকার করিতে লাগিল। কল্যাণী কন্যা লইয়া আরও বনের ভিতর লুকাইতে লাগিলেন। তখন দস্যুরা আরও চীৎকার করিয়া চারিদিক্ হইতে ছুটিয়া আসিতে লাগিল—কন্যাটি ভয় পাইয়া আরও

চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কল্যাণী তখন নিরস্ত হইয়া এক বৃহৎ বৃক্ষতলে বসিয়া কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া কেবল ডাকিতে লাগিলেন, "কোথায় তুমি! যাঁহাকে আম নিত্য পূজা করি, নিত্য নমস্কার করি, যাঁহার ভরসায় এই বনমধ্যেও প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলাম, কোথায় তুমি হে মধুসূদন!" এই সময়ে ভয়ে, ভক্তির প্রগাঢ়তায়, ক্ষুধাতৃষ্ণার অবসাদে কল্যাণী ক্রমে বাহ্যজ্ঞান শূন্য, আভ্যন্তরিক চৈতন্যময় হইয়া শুনিতে লাগিলেন, অন্তরীক্ষে স্বর্গীয় স্বরে গীত হইতেছে—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে!
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে!
হরে মুরারে মধুকৈটভারে!

ক্রমে গীত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, আরও স্পষ্ট শুনিতে লাগিলেন,—

কল্যাণী তখন নয়নোন্মীন করিলেন। দেখিলেন, সম্মুখে শুভ্রশরীর, শুভ্রকেশ, শুভ্রশ্মশ্রু, শুভ্রবসন ঋষিমূর্ত্তি। কল্যাণী মনে করিলেন, প্রণাম করিব, কিন্তু প্রণাম করিতে পারিলেন না, মাথা নোয়াইতে একেবারে চেতনাশূন্য হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সেই বনমধ্যে এক প্রকাণ্ড ভূমিখণ্ডে ভগ্নশিলাখণ্ড সকলে পরিবেষ্টিত হইয়া—একটি বড় মঠ আছে। এই মঠের একটি কুঠারী মধ্যে একটা বড় কুঁদো জ্বলিতেছিল, তাহার ভিতর কল্যাণী প্রথম চৈতন্য হইলে দেখিলেন, সম্মুখে সেই শুভ্রশরীর, শুভ্রবসন, মহাপুরুষ। তখন মহাপুরুষ বলিলেন, "মা! দেবতার ঠাঁই, শঙ্কা করিও না, একটু দুধ আছে, তুমি খাও।"

কল্যাণী প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, তার পর ক্রমে ক্রমে মনের কিছু স্থৈর্য্য হইলে, গলায় আঁচল দিয়া সেই মহাত্মাকে একটি প্রণাম করিলেন। তিনি সুমঙ্গল আশীর্ব্বাদ করিয়া গৃহান্তর হইতে একটি মৃৎপাত্র বাহির করিয়া তাহা কল্যাণীকে দিয়া বলিলেন, "মা, কন্যাকে দুগ্ধ খাওয়াও, আপনি কিছু খাও।" কল্যাণী হৃষ্টচিত্তে কন্যাকে দুগ্ধপান করাইতে আরম্ভ করিলেন। তখন সেই পুরুষ—"আমি যতক্ষণ না আসি, কোন চিন্তা করিও না।" বলিয়া মন্দির হইতে বাহিরে গেলেন। বাহির হইতে কিয়ৎকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, কল্যাণী কন্যাকে দুধ খাওয়ান সমাপন করিয়াছেন বটে, কিন্তু আপনি কিছু খান নাই। সেই পুরুষ তখন বলিলেন, "মা! তুমি দুধ খাও নাই, আমি আবার বাহিরে যাইতেছি, তুমি দুধ না খাইলে ফিরিব না।"

কল্যাণী আবার তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যোড়হাত করিলেন। বনবাসী বলিলেন, "কি বলিবে?"

তখন কল্যাণী বলিলেন, "আমার স্বামী এ পর্য্যন্ত অভুক্ত, তাঁহার সাক্ষাৎ না পাইলে কিম্বা ভোজন সংবাদ না শুনিলে, আমি কি প্রকারে খাইব ?"

ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার স্বামী কোথায় ?" কল্যাণী বলিলেন, "তাহা আমি জানি না—তিনি তুধের সন্ধানে বাহির হইলে দস্যুরা আমাকে চুরি করিয়া লইয়া আসিয়াছে।" তখন ব্রহ্মচারী একটি একটি করিয়া প্রশ্ন করিয়া কল্যাণী এবং তাঁহার স্বামীর বৃত্তান্ত সমুদয় অবগত হইলেন। আর আর পরিচয়ের পরে ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমিই মহেন্দ্রের পত্নী ?" কল্যাণী নিরুত্তর রহিলেন। তখন ব্রহ্মচারী বলিলেন, "তুমি আমার বাক্য পালন কর, আমি তোমার স্বামীর সংবাদ আনিতেছি। তুমি তুধ না খাইলে আমি যাইব না।" কল্যাণী বলিলেন, "একটু জল এখানে আছে কি ?" কল্যাণী অঞ্জলী পাতিলেন, ব্রহ্মচারী অঞ্জলী পূরিয়া জল ঢালিয়া দিলেন। কল্যাণী সেই অঞ্জলী ব্রহ্মচারীর পদমূলে লইয়া গিয়া বলিলেন, "আপনি ইহাতে পদরেণু দিন।" ব্রহ্মচারী অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা জল স্পর্শ করিলে, কল্যাণী সেই জলাঞ্জলি পান করিলেন এবং বলিলেন, "আমি অমৃত পান করিয়াছি—আর কিছু খাইব না।" ব্রহ্মচারী তখন বলিলেন, "তুমি নির্ভয়ে এই দেউলমধ্যে অবস্থিতি কর, আমি তোমার স্বামীর সন্ধানে চলিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাত্রি অনেক। চাঁদ মাথার উপর। পূর্ণচন্দ্র নহে, আলো তত প্রখর নহে। এক অতি বিস্তীর্ণ প্রান্তরের উপর সেই অন্ধকারের ছায়াবিশিষ্ট অস্পষ্ট আলো পড়িয়াছে। সে আলোতে মাঠের এপার ওপার দেখা যাইতেছে না। মাঠ যেন অনন্ত, জনশূন্য, ভয়ের আবাসস্থান বলিয়া বোধ হইতেছে। সেই মাঠ দিয়া মুরশিদাবাদ ও কলিকাতা যাইবার রাস্তা। রাস্তার ধারে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়। ব্রহ্মচারী সেই পাহাড়ের শিখরের উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন,—কি শুনিতে লাগিলেন, বলিতে পারি না। এক স্থানে পাহাড়ের মূলের নিকটে বড় জঙ্গল। উপরে পাহাড়, নীচে রাজপথ, মধ্যে সেই জঙ্গল। সেখানে কি শব্দ হইল, বলিতে পারি না—ব্রহ্মচারী সেই দিকে গেলেন। দেখিলেন, সেই বনমধ্যে বৃক্ষরাজির অন্ধকার তলদেশে সারি সারি গাছের নীচে মানুষ বসিয়া আছে। মানুষ সকল দীর্ঘকায়, কৃষ্ণকায়, সশস্ত্র; জ্যোৎস্নায় তাহাদের মার্জ্জিত আয়ুধ সকল জ্বলিতেছে। এমন দুইশত লোক বসিয়া আছে—একটি কথাও কহিতেছে না।

ব্রহ্মচারী সকলের সম্মুখ দিয়া সকলকে দেখিতে দেখিতে গেলেন, অন্ধকারে মুখপানে চাহিয়া নিরীক্ষণ করিতে করিতে গেলেন; যেন কাহাকে খুঁজিতেছেন, পাইতেছেন না। একজনকে চিনিয়া তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ইঙ্গিত করিতেই সে উঠিল।

ব্রহ্মচারী তাহাকে লইয়া দূরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এই ব্যক্তি যুবাপুরুষ—ঘনকৃষ্ণ গুম্ফশ্মশ্রুতে তাহার চন্দ্রবদন আবৃত—বলিষ্ঠকায়, অতি সুন্দর পুরুষ। সে গৈরিক বসন পরিধান করিয়াছে—সর্ব্বাঙ্গে চন্দনশোভা। ব্রহ্মচারী তাহাকে বলিলেন, "ভবানন্দ, মহেন্দ্র সিংহের কোন সংবাদ রাখ ?"

ভবানন্দ তখন বলিলেন, "মহেন্দ্র সিংহ আজ প্রাতে স্ত্রী-কন্যা লইয়া গৃহত্যাগ করিয়া যাইতেছিল, চটীতে—"

এই পর্য্যন্ত বলাতে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "চটীতে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা জানি। কে করিল ?"

ভবা। গেঁয়ো চাষালোক বোধ হয়। এখন সকল গ্রামের চাষাভুষো পেটের জ্বালায় ডাকাত হইয়াছে। আজকাল কে ডাকাত নয় ? আমরা আজ লুঠিয়া খাইয়াছি—কোতোয়াল সাহেবের দুইমণ চাউল যাইতেছিল—তাহা গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবের ভোগে লাগাইয়াছি।

ব্রহ্মচারী হাসিয়া বলিলেন, "চোরের হাত হ'তে আমি তাহার স্ত্রী-কন্যাকে উদ্ধার করিয়াছি। এখন তাহাদিগকে মঠে রাখিয়া আসিয়াছি। এখন তোমার উপর ভার যে, মহেন্দ্রকে খুঁজিয়া তাহার স্ত্রী-কন্যা তাহার জিম্মা করিয়া দাও। এখানে জীবানন্দ থাকিলে কার্য্যোদ্ধার হইবে।"

ভবানন্দ স্বীকৃত লইলেন। ব্রহ্মচারী স্থানান্তরে গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চটীতে বসিয়া ভাবিয়া কোন ফলোদয় হইবে না, বিবেচনা করিয়া মহেন্দ্র গাত্রোত্থান করিলেন। নগরে গিয়া রাজপুরুষদিগের সহায়তায় স্ত্রী-কন্যার অনুসন্ধান করিবেন, এই বিবেচনায় সেই দিকেই চলিলেন। কিছু দূর গিয়া পথিমধ্যে দেখিলেন, কতকগুলি গরুর গাড়ী ঘেরিয়া অনেকগুলি সিপাহী চলিয়াছে।

১১৭৬ সালে বাঙ্গালা প্রদেশ ইংরেজের শাসনাধীন হয় নাই। ইংরেজ তখন বাঙ্গালার দেওয়ান। তাঁহারা খাজনার টাকা আদায় লন, কিন্তু তখনও বাঙ্গালীর প্রাণ সম্পত্তি প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের কোন ভার লয়েন নাই। তখন টাকা লইবার ভার ইংরেজের, আর প্রাণ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাপিষ্ঠ নরাধম, বিশ্বাসহন্তা, মনুষ্যকুল-কলঙ্ক মীরজাফরের উপর। মীরজাফর আত্মরক্ষায় অক্ষম, বাঙ্গালা রক্ষা করিবে কি প্রকারে? মীরজাফর গুলী খায় ও ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেস্‌প্যাচ লেখে। বাঙ্গালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়।

বাঙ্গালার কর ইংরেজের প্রাপ্য। কিন্তু শাসনের ভার নবাবের উপর। লোক না খাইয়া মরুক, খাজনা আদায় বন্ধ হয় না। যাহা কিছু আদায় হইয়াছে, তাহা গাড়ী বোঝাই হইয়া সিপাহীর পাহারায় কলিকাতায় কোম্পানীর ধনাগারে যাইতেছিল। আজিকার দিনে দস্যুভীতি অতিশয় প্রবল, এজন্য পঞ্চাশ জন সশস্ত্র সিপাহী গাড়ীর অগ্রপশ্চাৎ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া

সঙ্গীন খাড়া করিয়া যাইতেছিল। তাহাদিগের অধ্যক্ষ এক জন গোরা সর্ব্বপশ্চাৎ ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছিল। রৌদ্রের জন্য দিনে সিপাহীরা পথ চলে না, রাত্রে চলে। চলিতে চলিতে মহেন্দ্রের গতিরোধ হইল। মহেন্দ্র সিপাহী ও গোরুর গাড়ী কর্ত্তৃক পথ রুদ্ধ দেখিয়া পথিপার্শ্বস্থ জঙ্গলের ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন।

তখন একজন সিপাহী বলিল, "এহি একঠো ডাকু ভাগ্‌তা হৈ"। মহেন্দ্রের হাতে বন্দুক দেখিয়া, এ বিশ্বাস তাহার দৃঢ় হইল। সে তাড়াইয়া গিয়া মহেন্দ্রের গলা ধরিল এবং "শালা—চোর"—বলিয়াই সহসা এক ঘুষা মারিল ও বন্দুক কাড়িয়া লইল। মহেন্দ্র রিক্তহস্তে কেবল ঘুষাটা ফিরাইয়া মারিলেন। ঘুষাটি খাইয়া সিপাহী মহাশয় অচেতন হইয়া পড়িলেন। তখন তিন চারি জন সিপাহী আসিয়া, মহেন্দ্রকে ধরিয়া জোরে টানিয়া সাহেবের নিকট লইয়া গেল। সাহেব মদের ঝোঁকে একটুখানি বিহ্বল ছিলেন, বলিলেন, "শালাকো পাকড়লেকে সাদি করো"। সিপাহীরা বুঝিতে পারিল না যে, বন্দুকধারী ডাকাতকে তাহারা কি প্রকারে বিবাহ করিবে? তিন চারিজন সিপাহী দড়ি দিয়া মহেন্দ্রকে হাতে পায়ে বাঁধিয়া গরুর গাড়ীতে তুলিল। মহেন্দ্র দেখিলেন, এত লোকের সঙ্গে জোর করা বৃথা, জোর করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াই বা কি হইবে? স্ত্রী-কন্যার শোকে মহেন্দ্র তখন কাতর, বাঁচিবার কোন ইচ্ছা ছিল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ব্রহ্মচারীর আজ্ঞা পাইয়া ভবানন্দ মৃদু মৃদু হরিনাম করিতে করিতে যে চটীতে মহেন্দ্র বসিয়াছিলেন, সেই চটীর দিকে চলিলেন।

যাইতে যাইতে ধনরক্ষাকারী সিপাহীদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনিও মহেন্দ্রের ন্যায় সিপাহীদিগকে পাশ দিলেন। ভবানন্দকে আবার রাত্রিকালে পাশ দিতে দেখিয়াই তাহা-দিগের বিশ্বাস হইল যে, এও আর একজন ডাকাত। অতএব সিপাহীরা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকেও ধৃত করিল।

ভবানন্দ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কেন বাপু ?"

সিপাহী বলিল, "তোম্ শালা ডাকু হো।"

সিপাহী ভবানন্দকেও বাঁধিয়া গাড়ীর উপর তুলিয়া মহেন্দ্রের নিকট ফেলিল। ভবানন্দ চিনিলেন যে,—মহেন্দ্র সিংহ।

তখন ভবানন্দ ধীরে ধীরে কেবল মহেন্দ্র মাত্র শুনিতে পায়, এরূপ স্বরে বলিলেন, "মহেন্দ্র সিংহ, আমি তোমায় চিনি তোমার সাহায্যের জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি। কে আমি তাহা এখন তোমার শুনিবার প্রয়োজন নাই। আমি যাহা বলি সাবধানে তাহা কর। তোমার হাতের বাঁধনটা গাড়ীর চাকার উপর রাখ।"

মহেন্দ্র বিস্মিত হইলেন। কিন্তু বিনা বাক্যব্যয়ে ভবানন্দের কথামত কাজ করিলেন। অন্ধকারে গাড়ীর চাকার নিকট



মা—যা ছিলেন

একটুখানি সরিয়া গিয়া হস্তবন্ধন-রজ্জু চাকায় স্পর্শ করাইয়া রাখিলেন। চাকার ঘর্ষণে ক্রমে দড়ীটা কাটিয়া গেল। তাহার পর পায়ের দড়ী ঐরূপ করিয়া কাটিলেন। এইরূপে বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ভবানন্দের পরামর্শে নিশ্চেষ্ট হইয়া গাড়ীর উপরে পড়িয়া রহিলেন। ভবানন্দও সেইরূপ করিয়া বন্ধন ছিন্ন করিলেন। উভয়ে নিস্তব্ধ।

যেখানে সেই জঙ্গলের কাছে রাজপথে দাঁড়াইয়া ব্রহ্মচারী চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, সেই পথে ইহাদিগের যাইবার পথ। সেই পাহাড়ের নিকট সিপাহীরা পৌঁছিলে দেখিল যে, পাহাড়ের নীচে একটা ঢিপির উপর একটি মানুষ দাঁড়াইয়া আছে। চন্দ্রদীপ্ত নীল আকাশে তাহার কালো শরীর চিত্রিত হইয়াছে দেখিয়া হাওলদার বলিল, "আরও এক শালা ঐ। উহাকে ধরিয়া আন। মোট বহিবে।" তখন একজন সিপাহী তাহাকে ধরিতে গেল, সে ব্যক্তি স্থির দাঁড়াইয়া আছে—নড়ে না। সিপাহী তাহাকে ধরিল, সে কিছু বলিল না। ধরিয়া তাহাকে হাওলদারের নিকট আনিল, তখনও কিছু বলিল না। হাওলদার বলিল, "উহার মাথায় মোট দাও।" সিপাহী তাহার মাথায় মোট দিল, সে মাথায় মোট লইল। তখন হাওলদার পিছন ফিরিয়া গাড়ীর সঙ্গে চলিল। এই সময় হঠাৎ একটা পিস্তলের শব্দ হইল। হাওলদার মস্তকে বিদ্ধ হইয়া ভূতলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। "এই শালা হাওলদারকো মারা" বলিয়া একজন সিপাহী মুটিয়ার হাত ধরিল। মুটিয়া মাথার মোট

ফেলিয়া দিয়া পিস্তল উল্টাইয়া ধরিয়া সেই সিপাহীর মাথায় মারিল ; সিপাহীর মাথা ভাঙ্গিয়া গেল, সে নিরস্ত হইল। সেই সময়ে 'হরি! হরি! হরি!' শব্দ করিয়া দুই শত শস্ত্রধারী লোক আসিয়া সিপাহীদিগকে ঘিরিল। সাহেবও ডাকাত পড়িয়াছে বিবেচনা করিয়া সত্বর গাড়ীর কাছে আসিয়া চতুষ্কোণ করিবার আজ্ঞা দিলেন। অধ্যক্ষের পুনর্ব্বার আজ্ঞা পাইয়া তাহারা বন্দুক তুলিয়া ধরিল। এমন সময় হঠাৎ সাহেবের কোমর হইতে তাঁহার অসি কে কাড়িয়া লইল। লইয়াই একাঘাতে তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিল। আর তাঁহার ফায়ারের হুকুম দেওয়া হইল না। সকলে দেখিল যে, একব্যক্তি গাড়ীর উপর তরবারী-হস্তে 'হরি হরি', শব্দ করিতেছে এবং "সিপাহী মার, সিপাহী মার," বলিতেছে! —সে ভবানন্দ।

সহসা অধ্যক্ষকে ছিন্নশির দেখিয়া সিপাহীরা কিয়ৎক্ষণ ভীত ও নিশ্চেষ্ট হইল। এই অবসরে তেজস্বী দস্যুরা তাহাদিগের অনেককে হত ও আহত করিয়া গাড়ীর নিকটে আসিয়া টাকার বাক্স সকল হস্তগত করিল। সিপাহীরা ভগ্নোৎসাহ ও পরাভূত হইয়া পলায়ন করিল।

তখন যে ব্যক্তি ঢিপির উপর দাঁড়াইয়াছিল, এবং শেষে যুদ্ধের প্রধান নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিল সে ভবানন্দের নিকটে আসিল। উভয়ে তখন আলিঙ্গন করিলে ভবানন্দ বলিলেন, "ভাই জীবানন্দ, সার্থক ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলে।"

জীবানন্দ বলিলেন, "ভবানন্দ! তোমার নাম সার্থক হউক।" অপহৃত ধন যথাস্থানে লইয়া যাইবার ব্যবস্থাকরণে জীবানন্দ নিযুক্ত হইলেন, তাঁহার অনুচরবর্গের সহিত শীঘ্রই তিনি স্থানান্তরে গেলেন। ভবানন্দ একা দাঁড়াইয়া রহিলেন।

E.G.R.S.Y, W.B. LIBRARY
Date ....
Accn. No. ....

নবম পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্র শকট হইতে নামিয়া একজন সিপাহীর প্রহরণ কাড়িয়া লইয়া যুদ্ধে যোগ দিবার উদ্যোগী হইয়াছিলেন, কিন্তু এমন সময়ে তাঁহার স্পষ্টই বোধ হইল যে, ইহারা দস্যু। এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি যুদ্ধস্থান হইতে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইলেন। কেন না, দস্যুদের সহায়তা করিলে তাহাদিগের দুরাচারের ভাগী হইতে হইবে। তখন তিনি তরবারি ফেলিয়া দিয়া ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে ভবানন্দ আসিয়া তাঁহার নিকটে দাঁড়াইল। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয় আপনি কে?"

ভবানন্দ বলিলেন, "তোমার তাতে প্রয়োজন কি?"

মহেন্দ্র—আমার কিছু প্রয়োজন আছে। আজ আপনার দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইয়াছি।

ভবা। সে বোধ যে তোমার আছে, এমন বুঝিলাম না—অস্ত্র হাতে করিয়া তফাৎ রহিলে—জমিদারের ছেলে দুধ-ঘি'র শ্রাদ্ধ করিতে মজবুত—কাজের বেলায় হনূমান।

ভবানন্দের কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে মহেন্দ্র ঘৃণার সহিত বলিলেন, "এ যে কুকাজ—ডাকাতি।"

ভবানন্দ বলিলেন, "হউক ডাকাতি, আমরা তোমার কিছু উপকার করিবার ইচ্ছা রাখি।"

মহেন্দ্র। তোমরা আমার উপকার করিয়াছ বটে, কিন্তু আর কি উপকার করিবে? আর ডাকাতের কাছে এত উপকৃত হওয়ার চেয়ে অনুপকৃত থাকাই ভাল।

ভবা। উপকার গ্রহণ কর না কর তোমারই ইচ্ছা। যদি ইচ্ছা হয়, আমার সঙ্গে আইস। তোমার স্ত্রী-কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করাইব।

মহেন্দ্র ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "সে কি?"

ভবানন্দ সে কথার উত্তর না করিয়া চলিলেন। অগত্যা মহেন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন—মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এরা কি রকম দস্যু?

BASIC TRAINING COLLEGE BANIPUR

Date 26.7.01
Accn. No. 10113

দশম পরিচ্ছেদ

সেই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে দুইজনে নীরবে প্রান্তর পার হইয়া চলিলেন। মহেন্দ্র নীরব, শোককাতর, কিছু কৌতূহলী।

ভবানন্দ হাস্যমুখ, বাঙ্ময়, প্রিয়সম্ভাষী হইলেন। কথা-বার্ত্তার জন্য বড় ব্যগ্র। ভবানন্দ কথোপকথনের অনেক উদ্যম করিলেন, কিন্তু মহেন্দ্র কথা কহিলেন না। তখন ভবানন্দ নিরুপায় হইয়া আপন মনে গীত আরম্ভ করিলেন—

"বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম
শস্যশ্যামলাং, মাতরম্।"

মহেন্দ্র গীত শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, কিছু বুঝিতে পারিলেন না—সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা, শস্যশ্যামলা মাতা কে,—জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাতা কে?" উত্তর না করিয়া ভবানন্দ গায়িতে লাগিলেন—

"শুভ্র জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্॥"

মহেন্দ্র বলিলেন, "এ ত দেশ, এ ত মা নয়!"

ভবানন্দ বলিলেন, "আমরা অন্য মা মানি না—'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।' আমরা বলি জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই,—স্ত্রী নাই, পুত্র নাই,

I.C.H.R. Library

ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা সুফলা, মলয়জসমীরণ-শীতলা, শস্যশ্যামলা,—"

তখন বুঝিয়া মহেন্দ্র বলিলেন, "তবে আবার গাও।"

ভবানন্দ আবার গায়িলেন—

"বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিতযামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্,
সুখদাং বরদাং মাতরম্॥
সপ্তকোটিকণ্ঠ-কলকল-নিনাদকরালে,
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈধৃ‍র্তখরকরবালে,
অবলা কেন মা এত বলে!
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীম্
রিপুদলবারিণীং মাতরম্॥
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম,
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমল-দলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাম্
সুজলাং সুফলাং মাতরম্,
বন্দে মাতরম্
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীম্ মাতরম্।"

মহেন্দ্র দেখিলেন, দস্যু গায়িতে গায়িতে কাঁদিতে লাগিল। মহেন্দ্র তখন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কারা ?"

ভবানন্দ বলিলেন, "আমরা সন্তান। মায়ের সন্তান।"

মহে। ভাল—সন্তানে কি চুরি-ডাকাতি করিয়া মায়ের পূজা করে ? সে কেমন মাতৃভক্তি ?

ভবা। সে কি চুরি-ডাকাতি ? কার টাকা লুঠিলাম ?

মহে। কেন ? রাজার !

ভবা। রাজার ? এই যে টাকাগুলি সে লইবে, এ টাকায় তার কি অধিকার ? যে রাজা রাজ্য পালন করে না, সে আবার রাজা কি ? দেখ, যত দেশ আছে, কোন্ দেশের এমন দুর্দ্দশা, কোন্ দেশে মানুষ খেতে না পেয়ে ঘাস খায় ? কাঁটা খায় ? উই খায়, বনের লতা খায় ? কোন্ দেশে মানুষ শিয়াল কুক্কুর খায়, মড়া খায় ? সকল দেশের রাজার সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণের

সম্বন্ধ, আমাদের রাজা রক্ষা করে কৈ? না তাড়াইলে আর কি হিন্দুর হিন্দুয়ানী থাকে?

মহে। তুমি একা তাড়াবে? এক চড়ে নাকি?

ভবা। কেন, এখনি ত দুশো লোক দেখিয়াছ।

মহে। তাহারা কি সকলে সন্তান? আর কত আছে?

ভবা। এমন হাজার হাজার, ক্রমে আরও হবে। তুমি সন্তান হইবে?

মহে। আমার স্ত্রী-কন্যার সংবাদ না পাইলে আমি কিছু বলিতে পারি না।

ভবা। চল তবে, তোমার স্ত্রী-কন্যাকে দেখিবে চল।

এই বলিয়া দুইজনে চলিলেন। ভবানন্দ আবার বন্দেমাতরম্ গায়িতে লাগিলেন। মহেন্দ্রের গলা ভাল ছিল, সঙ্গীতে একটু বিদ্যা ও অনুরাগ ছিল। সুতরাং সঙ্গে গায়িলেন—দেখিলেন যে, গায়িতে গায়িতে চক্ষে জল আইসে। তখন মহেন্দ্র বলিলেন,—"যদি স্ত্রী-কন্যা ত্যাগ না করিতে হয়, তবে এ ব্রত আমাকে গ্রহণ করাও।"

ভবা। তুমি যদি এ ব্রত গ্রহণ কর, তবে স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হইবে না। তাহাদিগের রক্ষা হেতু উপযুক্ত বন্দোবস্ত করা যাইবে। কিন্তু ব্রতের সফলতা পর্য্যন্ত তাহাদিগের মুখ-দর্শন নিষেধ।

মহে। আমি এ ব্রত গ্রহণ করিব না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। সেই আনন্দময় প্রভাতে—আনন্দময় কাননে "আনন্দমঠে" সত্যানন্দ ঠাকুর হরিণচর্ম্মে বসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতেছেন। কাছে বসিয়া জীবানন্দ। এমন সময় ভবানন্দ মহেন্দ্র সিংহকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মচারী বিনা বাক্যব্যয়ে সন্ধ্যাহ্নিক করিতে লাগিলেন, কেহ কোন কথা কহিতে সাহস করিলেন না। পরে সন্ধ্যাহ্নিক সমাপন হইলে, ভবানন্দ জীবানন্দ উভয়ে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক বিনীতভাবে উপবেশন করিলেন। তখন সত্যানন্দ ভবানন্দকে ইঙ্গিত করিয়া বাহিরে লইয়া গেলেন। কি কথোপকথন হইল, তাহা আমরা জানি না। তার পর উভয়ে মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে ব্রহ্মচারী সকরুণ সহাস্যবদনে মহেন্দ্রকে বলিলেন, "বাবা, তোমার দুঃখে আমি অত্যন্ত কাতর হইয়াছি, কেবল সেই দীনবন্ধুর কৃপায় তোমার স্ত্রী-কন্যাকে কাল রাত্রিতে আমি রক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম।" এই বলিয়া ব্রহ্মচারী কল্যাণীর রক্ষাবৃত্তান্ত বর্ণিত করিলেন। তার পর বলিলেন যে, "চল, তাহারা যেখানে আছে, তোমাকে সেখানে লইয়া যাই।"

এই বলিয়া ব্রহ্মচারী অগ্রে অগ্রে, মহেন্দ্র পশ্চাৎ পশ্চাৎ দেবালয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া মহেন্দ্র দেখিলেন, অতি বিস্তৃত, অতি উচ্চ প্রকোষ্ঠ। এই নবারুণ-প্রফুল্ল প্রাতঃকালে যখন নিকটস্থ কানন সূর্য্যালোকে হীরক-

খচিতবৎ জ্বলিতেছে, তখন সেই বিশাল কক্ষ প্রায় অন্ধকার। ঘরের ভিতরে কি আছে, মহেন্দ্র প্রথমে তাহা দেখিতে পাইলেন না—দেখিতে দেখিতে ক্রমে দেখিতে পাইলেন, এক প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ মূর্ত্তি, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, কৌস্তুভশোভিত-হৃদয়, সম্মুখে সুদর্শনচক্র ঘূর্ণায়মানপ্রায় স্থাপিত। বিষ্ণুর অঙ্কোপরি এক মোহিনী মূর্ত্তি—লক্ষ্মী ও সরস্বতীর অধিক সুন্দরী, অধিক ঐশ্বর্য্যান্বিতা। গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, দেব, যক্ষ, রক্ষ, তাঁহাকে পূজা করিতেছে। ব্রহ্মচারী অতি গম্ভীর—অতি ভীতস্বরে মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সকল দেখিতে পাইতেছ? বিষ্ণুর কোলে কি আছে দেখিয়াছ?"

মহে। দেখিয়াছি। কে উনি?

ব্রহ্ম। মা।

মহে। মা কে?

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আমরা যাঁর সন্তান। সময়ে চিনিবে। বল—বন্দে মাতরম। এখন চল, দেখিবে চল।"

তখন ব্রহ্মচারী মহেন্দ্রকে কক্ষান্তরে লইয়া গেলেন। সেখানে মহেন্দ্র দেখিলেন, এক অপরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা জগদ্ধাত্রীমূর্ত্তি। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কে?"

ব্রহ্ম। মা,—যা ছিলেন। ইনি সর্ব্বালঙ্কার-পরিভূষিতা হাস্যময়ী সুন্দরী ছিলেন। বালার্কবর্ণাভা, সকল ঐশ্বর্য্যশালিনী। ইঁহাকে প্রণাম কর।

মহেন্দ্র ভক্তিভাবে জগদ্ধাত্রীরূপিণী মাতৃভূমিকে প্রণাম

করিলে পর, ব্রহ্মচারী তাঁহাকে এক অন্ধকার সুড়ঙ্গ দেখাইয়া বলিলেন, "এই পথে আইস। ব্রহ্মচারী স্বয়ং আগে আগে চলিলেন। মহেন্দ্র সভয়ে পাছু পাছু চলিলেন। ভূগর্ভস্থ এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কোথা হইতে সামান্য আলোক আসিতেছিল। সেই ক্ষীণালোকে এক কালীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন।

মহেন্দ্র সভয়ে বলিলেন, "কালী!"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "দেখ, মা—যা **হইয়াছেন**।"

ব্রহ্ম। কালী—অন্ধকারসমাচ্ছন্না কালিমাময়ী! হৃতসর্ব্বস্ব, এই জন্য নগ্নিকা। আজ দেশে সর্ব্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন —হায় মা!

ব্রহ্মচারীর চক্ষে দর দর ধারা পড়িতে লাগিল। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাতে খেটক খর্পর কেন?"

ব্রহ্ম। আমরা সন্তান, অস্ত্র মা'র হাতে এই দিয়াছি মাত্র— **বল—বন্দে মাতরম্!**

"বন্দে মাতরম" বলিয়া মহেন্দ্র কালীকে প্রণাম করিলেন। তখন ব্রহ্মচারী বলিলেন, "এই পথে আইস।" এই বলিয়া তিনি দ্বিতীয় সুড়ঙ্গ আরোহণ করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহাদিগের চক্ষে প্রাতঃসূর্য্যের রশ্মিরাশি প্রভাসিত হইল। চারিদিক্ হইতে মধুকণ্ঠ পক্ষিকুল গায়িয়া উঠিল। দেখিলেন, এক মর্ম্মরপ্রস্তর-নির্ম্মিত প্রশস্ত মন্দিরের মধ্যে সুবর্ণ-নির্ম্মিত দশভূজা প্রতিমা নবারুণ-কিরণে জ্যোতির্ম্ময়ী হইয়া হাসিতেছে। ব্রহ্মচারী প্রণাম

করিয়া বলিলেন,—"এই মা—যা হইবেন। দশভুজ দশদিকে প্রসারিত,—তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানাশক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত। দিগ্‌ভুজা,—" বলিতে বলিতে সত্যানন্দ গদ্‌গদ কণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন। "দিগ্‌ভুজা—নানা-প্রহরণধারিণী শত্রু-বিমর্দ্দিনী, দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্য-রূপিণী—বামে বাণী বিদ্যা-বিজ্ঞানদায়িনী—সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্য-সিদ্ধিরূপী গণেশ, এস আমরা মাকে উভয়ে প্রণাম করি।"

উভয়ে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলে মহেন্দ্র গদ্‌গদ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা'র এ মূর্ত্তি কবে দেখিতে পাইব ?

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "যবে মার সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া ডাকিবে, সেই দিন উনি প্রসন্ন হইবেন।"

মহেন্দ্র সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার স্ত্রী-কন্যা কোথায় ?"

ব্রহ্ম। চল,—দেখিবে চল।

মহে। তাহাদের একবার মাত্র আমি দেখিয়া বিদায় দিব। আমি এই মহামন্ত্র গ্রহণ করিব।

ব্রহ্ম। কোথায় বিদায় দিবে ?

মহেন্দ্র কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আমার গৃহে কেহ নাই, আমার আর স্থানও নাই। এই মহামারীর সময় আর কোথায় বা স্থান পাইব ?"

ব্রহ্ম। যে পথে এখানে আসিলে, সেই পথে মন্দিরের বাহিরে যাও। মন্দির-দ্বারে তোমার স্ত্রী-কন্যাকে দেখিতে পাইবে। কল্যাণী এ পর্য্যন্ত অভুক্তা। যেখানে তাহারা বসিয়া আছে, সেইখানে ভক্ষ্য সামগ্রী পাইবে। উপযুক্ত সময়ে তোমাকে দেখা দিব।

তখন অকস্মাৎ কোন পথে ব্রহ্মচারী অন্তর্হিত হইলেন। মহেন্দ্র পূর্ব্বপ্রদৃষ্ট পথে নির্গমন পূর্ব্বক দেখিলেন, নাটমন্দিরে কল্যাণী কন্যাকে লইয়া বসিয়া আছেন।

এদিকে সত্যানন্দ অন্য সুড়ঙ্গ দিয়া অবতরণ পূর্ব্বক এক নিভৃত ভূগর্ভকক্ষায় নামিলেন। সেখানে জীবানন্দ ও ভবানন্দ টাকা গণিয়া থরে থরে সাজাইতেছেন। সে ঘরে স্তূপে স্তূপে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, হীরক, প্রবাল, মুক্তা সজ্জিত রহিয়াছে। গত রাত্রের লুঠের টাকা ইহারা সাজাইয়া রাখিতেছেন। সত্যানন্দ সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "জীবানন্দ! মহেন্দ্র আসিবে। আসিলে সন্তানের বিশেষ উপকার আছে, কেন না, তাহা হইলে উহার পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত অর্থরাশি মা'র সেবায় অর্পিত হইবে। কিন্তু যতদিন সে কায়মনোবাক্যে মাতৃভক্ত না হয়, ততদিন তাহাকে গ্রহণ করিও না। তোমরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উহার অনুসরণ করিও, সময় দেখিলে উহাকে শ্রীবিষ্ণুমণ্ডপে উপস্থিত করিও; আর সময়ে হউক অসময়ে হউক, উহাদিগের প্রাণরক্ষা করিও; কেন না, যেমন দুষ্টের শাসন সন্তানের ধর্ম্ম, শিষ্টের রক্ষাও সেইরূপ ধর্ম্ম।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অনেক দুঃখের পর মহেন্দ্র আর কল্যাণীতে সাক্ষাৎ হইল। কল্যাণী বলিলেন, "বাড়ীতে বিপদ্ বিবেচনা করিয়া গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি, বাড়ীর অপেক্ষা বাহিরে বিপদ্ অধিক। তবে চল, বাড়ীতেই ফিরিয়া যাই।" মহেন্দ্রেরও তাহা অভিপ্রেত। মহেন্দ্রের ইচ্ছা, কল্যাণীকে গৃহে রাখিয়া কোন প্রকারে একজন অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া দিয়া, এই পরম রমণীয় অপার্থিব পবিত্রতাযুক্ত মাতৃসেবাব্রত গ্রহণ করেন। অতএব তিনি সহজেই সম্মত হইলেন। তখন দুইজন গতক্লম হইয়া, কন্যা কোলে তুলিয়া পদচিহ্নাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কিন্তু পদচিহ্নে কোন্ পথে যাইতে হইবে, সেই দুর্ভেদ্য অরণ্যানীমধ্যে কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ বনের ভিতর ঘুরিতে লাগিলেন, ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই মঠেই ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন, নির্গমের পথ পাওয়া যায় না। সম্মুখে একজন বৈষ্ণববেশধারী অপরিচিত ব্রহ্মচারী দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল—বৈষ্ণব বলিল, "আমার সঙ্গে আইস, আমি পথ দেখাইয়া দিতেছি। তোমরা অবশ্য কোন সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীর সঙ্গে প্রবেশ করিয়া থাকিবে, নচেৎ এ মঠে আসিবার বা বাহির হইবার পথ আর কেহই জানে না।"

শুনিয়া মহেন্দ্র বলিলেন, "আপনি সন্তান?"

বৈষ্ণব বলিলেন, "হাঁ, আমি সন্তান, তোমাকে পথ দেখাইয়া দিবার জন্যই এখানে দাঁড়াইয়া আছি।"

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নাম কি ?"

বৈষ্ণব বলিলেন, "আমার নাম ধীরানন্দ গোস্বামী।"

এই বলিয়া ধীরানন্দ অগ্রে অগ্রে চলিলেন, মহেন্দ্র, কল্যাণী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ধীরানন্দ অতি দুর্গম পথ দিয়া তাঁহাদিগকে বাহির করিয়া দিয়া একা বনমধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিলেন।

আনন্দারণ্য হইতে তাঁহারা বাহিরে আসিলে কিছু দূরে সবৃক্ষ-প্রান্তর আরম্ভ হইল। প্রান্তর একদিকে রহিল, বনের ধারে ধারে রাজপথ, এক স্থানে অরণ্যমধ্য দিয়া একটি ক্ষুদ্র নদী কল কল শব্দে বহিতেছে। কল্যাণী নদীতীরে এক বৃক্ষমূলে বসিলেন, স্বামীকে নিকটে বসিতে বলিলেন। স্বামীর হাত হাতে লইয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে আজি বিমর্ষ দেখিতেছি। বিপদ্ যাহা, তাহা হইতে উদ্ধার পাইয়াছি—এখন এত বিষাদ কেন ?"

মহেন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আমি আর আমার নহি—আমি কি করিব—বুঝিতে পারি না। তোমাকে হারাইলে পর আমার যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, শুন।" এই বলিয়া যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, মহেন্দ্র তাহা বিস্তারে বলিলেন।

কল্যাণী বলিলেন, "আমারও অনেক কষ্ট, অনেক বিপদ্ গিয়াছে। তুমি শুনিয়া আর কি করিবে ? কিন্তু আমি কা'ল শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। দেখিলাম—কি পুণ্যবলে বলিতে পারি না—আমি এক অপূর্ব্ব স্থানে গিয়াছি। সেখানে

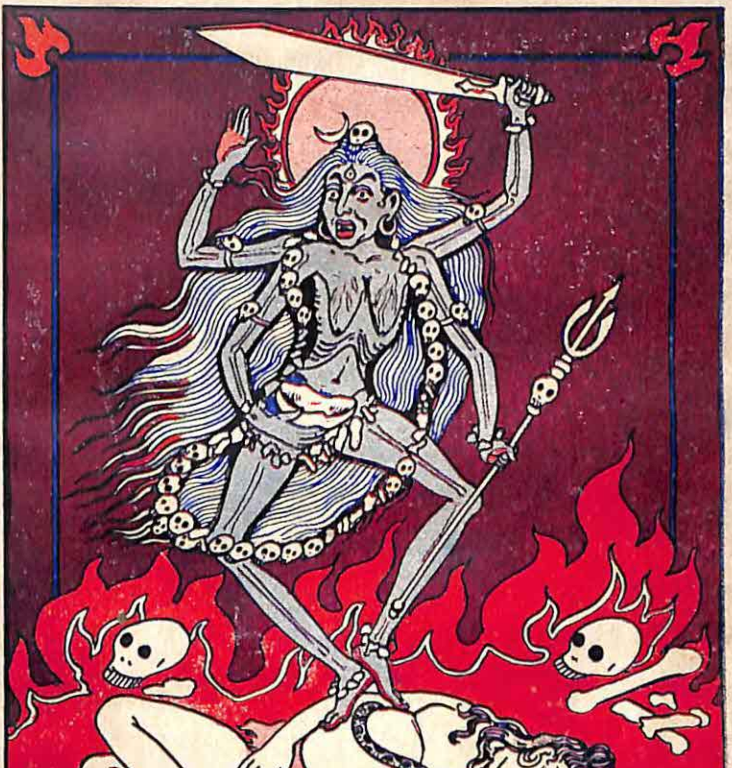
মনুষ্য নাই, কেবল আলোময় মূর্ত্তি—সেখানে শব্দ নাই। কেবল অতি দূরে যেন কি মধুর গীতবাদ্য হইতেছে, এমনি একটা শব্দ। সেখানে যেন সকলের উপরে, সকলের দর্শনীয় স্থানে, কে বসিয়া আছেন, অগ্নিময় বৃহৎ কিরীট তাঁহার মাথায়। তাঁর যেন চারি হাত। তাঁর দুই দিকে কি, আমি চিনিতে পারিলাম না—বোধ হয় স্ত্রী-মূর্ত্তি, কিন্তু এত রূপ, এত জ্যোতিঃ, এত সৌরভ যে, আমি সে দিকে চাহিতে পারিলাম না, দেখিতে পারিলাম না যে, কে? যেন সেই চতুর্ভুজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আর এক জ্যোতির্ম্ময়ী স্ত্রীমূর্ত্তি কাঁদিতেছে। যেন সেই শীর্ণা স্ত্রী আমাকে দেখাইয়া বলিল, 'এই সে—ইহার জন্যই মহেন্দ্র আমার কোলে আসে না।' তখন সেই চতুর্ভুজ যেন আমাকে বলিলেন, 'এই তোমাদের মা, তোমার স্বামী এঁর সেবা করিবে। তুমি স্বামীর কাছে থাকিলে এঁর সেবা হইবে না, তুমি চলিয়া আইস।'—আমি কি বলিলাম, মনে নাই। আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।"

দুইজনে অনেকক্ষণ মুগ্ধ হইয়া নীরবে রহিলেন।

অনেকক্ষণ পরে কল্যাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভাবিতেছ?"

মহেন্দ্র। কি করিব, তাহাই ভাবি। চল, গৃহে যাই।

ক। যেখানে দেবতা তোমাকে যাইতে বলেন, তুমি সেইখানে যাও—



মা—যা হইয়াছেন

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর তুমি—তুমি কোথা যাইবে ?"

কল্যাণী দুই হাতে দুই চোখ ঢাকিয়া মাথা টিপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "আমাকেও দেবতা যেখানে যাইতে বলিয়াছেন, আমিও সেইখানে যাইব।"

মহেন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "সে কোথা, কি প্রকারে যাইবে ?"

কল্যাণী বিষের কৌটা দেখাইলেন।

মহেন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কি ? বিষ খাইবে ?"

ক। খাইব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু—, কল্যাণী নীরব হইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু—বলিয়া কি বলিতেছিলে ?"

ক। খাইব মনে করিয়াছিলাম—কিন্তু তোমাকে রাখিয়া—সুকুমারীকে রাখিয়া বৈকুণ্ঠেও আমার যাইতে ইচ্ছা করে না। আমি মরিব না।

এই বলিয়া কল্যাণী বিষের কৌটা মাটিতে রাখিলেন। কথায় কথায় উভয়েই অন্যমনস্ক হইলেন। এই অবকাশে মেয়েটি খেলা করিতে করিতে বিষের কৌটা তুলিয়া লইল। কেহই তাহা দেখিলেন না।

সুকুমারী মনে করিল, এটি বেশ খেলিবার জিনিষ। দুই হাতে ধরিয়া টানাটানি করিল। সুতরাং কৌটাটি খুলিয়া গেল—বড়িটি পড়িয়া গেল। সুকুমারী বড়িটি মুখে পুরিল।

"কি খাইল! কি খাইল! সর্ব্বনাশ!" কল্যাণী ইহা বলিয়া, কন্যার মুখের ভিতর আঙ্গুল পুরিলেন। তখন উভয়েই দেখিলেন যে, বিষের কৌটা খালি পড়িয়া রহিয়াছে। ইতিমধ্যে কল্যাণী কন্যার মুখ হইতে বড়ি বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলেন।

বটিকা মাটিতে পড়িয়া রহিল। কল্যাণী অতি সকাতরে মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একটু কি পেটে গেছে?"

মন্দটাই আগে বাপ-মার মনে আসে—যেখানে অধিক ভালবাসা, সেখানে ভয়ই অধিক প্রবল। মহেন্দ্র বড়িটা হাতে লইয়া নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "বোধ হয় অনেকটা খাইয়াছে।"

মেয়ে যে দুই এক ঢোঁক গিলিয়াছিল, তাহার গুণে কিছু বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইল। কিছু ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল,—কাঁদিতে লাগিল, শেষে কিছু অবসন্ন হইয়া পড়িল। তখন কল্যাণী স্বামীকে বলিলেন, "আর দেখ কি? যে পথে দেবতায় ডাকিয়াছে, সেই পথে সুকুমারী চলিল—আমাকেও যাইতে হইবে।"

এই বলিয়া কল্যাণী বিষের বড়ি মুখে ফেলিয়া দিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে গিলিয়া ফেলিলেন।

মহেন্দ্র রোদন করিয়া বলিলেন, "কি করিলে কল্যাণী, ও কি করিলে?"

কল্যাণী কিছু উত্তর না করিয়া স্বামীর পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন; বলিলেন, "প্রভু! আমি চলিলাম!"

"কল্যাণী, কি করিলে" বলিয়া মহেন্দ্র চীৎকার করিয়া

কাঁদিতে লাগিলেন। অতি মৃদুস্বরে কল্যাণী বলিতে লাগিলেন, "দেখ, আমি দেববাক্য লঙ্ঘন করিতেছিলাম, তাই আমার মেয়ে গেল। আর অবহেলা করিলে পাছে তুমি যাও।

"আমি মরিলাম, ভালই করিলাম। আমায় আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি সেই—সেই আলোকময় লোকে গিয়া আবার তোমার দেখা পাই।"

কল্যাণী আবার বলিলেন,—অতি মৃদু, অতি মধুর, অতি স্নেহময় কণ্ঠ—আবার বলিলেন, "দেখ দেবতার ইচ্ছা, কার সাধ্য লঙ্ঘন করে? আমি মরিয়া ভালই করিলাম। তুমি যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছ, কায়মনোবাক্যে তাহা সিদ্ধ কর, পুণ্য হইবে।"

এদিকে বালিকাটি একবার দুধ তুলিয়া সামলাইল। তাহার পেটে বিষ যে অল্প পরিমাণে গিয়াছিল, তাহা মারাত্মক নহে। কিন্তু সে বিষয়ে সে দিকে মহেন্দ্রের মন ছিল না। তিনি কন্যাকে কল্যাণীর কোলে দিয়া অবিরত কাঁদিতে লাগিলেন। তখন যেন অরণ্যমধ্য হইতে মৃদু অথচ মেঘগম্ভীর শব্দ শুনা গেল;—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে!
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।"

কল্যাণীর তখন বিষ ধরিয়া আসিতেছিল, চেতনার কিছু অপহৃত হইয়াছিল, তিনি মোহভরে শুনিলেন, যেন সেই বৈকুণ্ঠে শ্রুত অপূর্ব্ব বংশীধ্বনিতে বাজিতেছে,—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে!
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।"

তখন কল্যাণী অপ্সরোনিন্দিতকণ্ঠে মোহভরে ডাকিতে লাগিলেন,—"হরে মুরারে মধুকৈটভারে!"—

ক্রমে ক্রমে কণ্ঠ নিস্তব্ধ হইল, কল্যাণীর মুখে আর শব্দ নাই। চক্ষু নিমীলিত হইল, অঙ্গ শীতল হইল। মহেন্দ্র বুঝিলেন যে, কল্যাণী 'হরে মুরারে' ডাকিতে ডাকিতে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়াছেন। তখন পাগলের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে মহেন্দ্র ডাকিতে লাগিলেন,—"হরে মুরারে মধুকৈটভারে!"

সেই সময় কে আসিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার সঙ্গে তেমনি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল,—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে!"

তখন সেই অনন্তের মহিমায়, সেই অনন্ত অরণ্যমধ্যে, অনন্তপথ-গামিনীর শরীর-সম্মুখে দুইজনে অনন্তের নাম গীত করিতে লাগিলেন। পশুপক্ষী নীরব, পৃথিবী অপূর্ব্ব শোভাময়ী —এই চরম গীতের উপযুক্ত মন্দির। সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে কোলে লইয়া বসিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

এ দিকে রাজধানীতে রাজপথে বড় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। রব উঠিল যে, রাজসরকার হইতে কলিকাতায় যত খাজানা চালান যাইতেছিল, সন্ন্যাসীরা তাহা মারিয়া লইয়াছে। তখন রাজাজ্ঞানুসারে সন্ন্যাসী ধরিতে সিপাহী বরকন্দাজ ছুটিতে লাগিল।

এখন সেই দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রদেশে ভিক্ষোপজীবী সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা দিবে কে? অতএব প্রকৃত সন্ন্যাসী যাহারা, তাহারা সকল পেটের জ্বালায় কাশী, প্রয়াগাদি অঞ্চলে পলায়ন করিয়াছিল। কেবল সন্তানেরা ইচ্ছানুসারে সন্ন্যাসিবেশ ধারণ করিত, প্রয়োজন হইলে পরিত্যাগ করিত। সত্যানন্দ কোন-কালে গৈরিক বসন পরিত্যাগ করিতেন না।

সেই ক্ষুদ্র নদীতীরে সেই পথের ধারেই বৃক্ষতলে কল্যাণী পড়িয়া আছে, মহেন্দ্র ও সত্যানন্দ পরস্পরে আলিঙ্গন করিয়া সাশ্রুলোচনে ঈশ্বরকে ডাকিতেছেন, নজরদ্দী জমাদার সিপাহী লইয়া এমন সময়ে সেইখানে উপস্থিত। একেবারে সত্যানন্দের গলদেশে হস্তার্পণ পূর্ব্বক বলিল, "এই শালা সন্ন্যাসী।"

আর একজন অমনি মহেন্দ্রকে ধরিল। কেন না, যে সন্ন্যাসীর সঙ্গী, সে অবশ্য সন্ন্যাসী হইবে। আর একজন শষ্পোপরি লম্বমান কল্যাণীর দেহটাও ধরিতে যাইতেছিল; কিন্তু দেখিল যে, একটা স্ত্রীলোকের মৃতদেহ, সন্ন্যাসী না হইলেও হইতে পারে; আর ধরিল না। বালিকাকেও ঐরূপ বিবেচনায় ত্যাগ করিল। পরে তাহারা কোন কথাবার্ত্তা না বলিয়া দুই-জনকে বাঁধিয়া লইয়া চলিল। কল্যাণীর মৃতদেহ আর তাহার বালিকা কন্যা বিনা রক্ষকে সেই বৃক্ষমূলে পড়িয়া রহিল।

প্রথমে শোকে অভিভূত এবং ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া মহেন্দ্র বিচেতনপ্রায় ছিলেন। কি হইতেছিল, কি হইল, বুঝিতে পারেন নাই, বন্ধনের প্রতি কোন আপত্তি করেন নাই, কিন্তু দুই

চারিপদ গেলে বুঝিলেন যে, আমাদিগকে বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছে। কল্যাণীর শব পড়িয়া রহিল, সৎকার হইল না; শিশুকন্যা পড়িয়া রহিল; এইক্ষণে তাহাদিগকে হিংস্র জন্তু খাইতে পারে, এই কথা মনোমধ্যে উদয় হইবামাত্র মহেন্দ্র দুটি হাত পরস্পর হইতে বলে বিশ্লিষ্ট করিলেন, একটানে বাঁধন ছিঁড়িয়া গেল। সেই মুহূর্ত্তে এক পদাঘাতে জমাদার সাহেবকে ভূমিশয্যা অবলম্বন করাইয়া সিপাহীকে আক্রমণ করিতেছিলেন, তখন অপর তিনজন তাঁহাকে তিন দিক্ হইতে ধরিয়া পুনর্ব্বার বিজিত ও নিশ্চেষ্ট করিল।

তখন দুঃখে কাতর হইয়া মহেন্দ্র সত্যানন্দ ব্রহ্মচারীকে বলিলেন যে, "আপনি একটু সহায়তা করিলেই এই পাঁচজন দুরাত্মাকে বধ করিতে পারিতাম।" সত্যানন্দ বলিলেন, "আমার এই প্রাচীন শরীরে বল কি?—আমি যাঁহাকে ডাকিতেছিলাম, তিনি ভিন্ন আর আমার বল নাই—তুমি যাহা অবশ্য ঘটিবে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিও না। আমরা এই পাঁচজনকে পরাভূত করিতে পারিব না। চল, কোথায় লইয়া যায় দেখি। জগদীশ্বর সকল দিক্ রক্ষা করিবেন।"

তখন তাঁহারা দুইজনে আর কোন মুক্তির চেষ্টা না করিয়া সিপাহীদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কিছু দূর গিয়া সত্যানন্দ সিপাহীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু! আমি হরিনাম করিয়া থাকি, হরিনাম করার কিছু বাধা আছে?" সত্যানন্দকে ভালমানুষ বলিয়া জমাদারের বোধ হইয়াছিল। সে বলিল,

"তুমি হরিনাম কর, তোমায় বারণ করিব না। বোধ হয় তোমার খালাসের হুকুমই হইবে। এই বদমাস ফাঁসি যাইবে।"

তখন ব্রহ্মচারী মৃদুস্বরে গান করিতে লাগিলেনঃ—

"ধীরসমীরে, তটিনীতীরে, বসতি বনে বরনারী।
মা কুরু ধনুর্দ্ধর গমনবিলম্বন অতিবিধুরা সুকুমারী।"

নগরে পৌঁছিলে তাঁহারা কোতোয়ালের নিকট নীত হইলেন। কোতোয়াল রাজসরকারে এত্তালা পাঠাইয়া দিয়া ব্রহ্মচারী ও মহেন্দ্রকে সম্প্রতি ফাটকে রাখিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

রাত্রি উপস্থিত। কারাগার মধ্যে বদ্ধ সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে বলিলেন, "আজ অতি আনন্দের দিন। কেন না, আমরা কারাগারে বদ্ধ হইয়াছি। বল, "হরে মুরারে!"

মহেন্দ্র কাতরস্বরে বলিলেন, "হরে মুরারে!"

সত্য। কাতর কেন বাপু? তুমি এই মহাব্রত গ্রহণ করিলে স্ত্রী-কন্যা ত অবশ্য ত্যাগ করিতে। আর ত কোন সম্বন্ধ থাকিত না।

মহে। ত্যাগ এক, যমদণ্ড আর। আর যে শক্তিতে আমি এ ব্রত গ্রহণ করিতাম, সে শক্তি আমার স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে গিয়াছে।

সত্য। শক্তি হবে। আমি শক্তি দিব। মহামন্ত্রে দীক্ষিত হও, মহাব্রত গ্রহণ কর।

মহেন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আমার স্ত্রীকন্যাকে শৃগাল কুকুরে খাইতেছে—আমাকে কোন ব্রতের কথা বলিবেন না।"

সত্য। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক। সন্তানগণ তোমার স্ত্রীর সৎকার করিয়াছে—কন্যাকে লইয়া উপযুক্ত স্থানে রাখিয়াছে।

মহেন্দ্র বিস্মিত হইলেন, বড় বিশ্বাস করিলেন না; বলিলেন, "আপনি কি প্রকারে জানিলেন? আপনি ত বরাবর আমার সঙ্গে।"

সত্য। আমরা মহাব্রতে দীক্ষিত। দেবতা আমাদিগের প্রতি দয়া করেন। আজি রাত্রেই তুাম এ সংবাদ পাইবে, আজি রাত্রেই তুমি কারাগার হইতে মুক্ত হইবে।

এই কথা বলিতে বলিতে কারাগারের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। এক ব্যক্তি ঘরের ভিতর আসিয়া বলিলেন, "মহেন্দ্র সিংহ কাহার নাম?"

মহেন্দ্র বলিলেন, "আমার নাম।"

আগন্তুক বলিলেন, "তোমার খালাসের হুকুম হইয়াছে—যাইতে পার।"

মহেন্দ্র প্রথমে বিস্মিত হইলেন—পরে মনে করিলেন, মিথ্যা কথা। পরীক্ষার্থ বাহির হইলেন। কেহ তাঁহার গতিরোধ করিল না। মহেন্দ্র রাজপথ পর্য্যন্ত চলিয়া গেলেন।

এই অবসরে আগন্তুক সত্যানন্দকে বলিলেন, "মহারাজ! আপনিও কেন যান না? আমি আপনারই জন্য আসিয়াছি।"

সত্য। তুমি কে? ধীরানন্দ গোঁসাই? প্রহরী হইলে কি প্রকারে?

ধীরা। ভবানন্দ আমাকে পাঠাইয়াছেন। আমি নগরে আসিয়া, আপনারা এই কারাগারে আছেন শুনিয়া, এখানে কিছু ধুতূরা-মিশান সিদ্ধি আনিয়াছিলাম। যে খাঁ সাহেব পাহারায় ছিলেন, তিনি তাহা সেবন করিয়া ভূমিশয্যায় নিদ্রিত আছেন, এই জামাজোড়া, পাগড়ী, বর্শা, যাহা আমি পরিয়া আছি, সে তাঁহারই।

সত্য। তুমি ইহা পরিয়া নগর হইতে বাহির হইয়া যাও। আমি এরূপে যাইব না।

ধীরা। কেন—সেকি?

সত্য। আজ সন্তানের পরীক্ষা।

মহেন্দ্র ফিরিয়া আসিলেন। সত্যানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফিরলে যে?"

মহেন্দ্র। আপনি নিশ্চিত সিদ্ধপুরুষ। কিন্তু আমি আপনার সঙ্গ ছাড়িয়া যাইব না।

সত্য। তবে থাক, উভয়েই আজ রাত্রে অন্য প্রকারে মুক্ত হইব।

ধীরানন্দ বাহিরে গেলেন, সত্যানন্দ ও মহেন্দ্র কারাগার মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ব্রহ্মচারীর গান অনেকে শুনিয়াছিল। অন্যান্য লোকের মধ্যে জীবানন্দের কানে সে গান গেল।

জীবানন্দ মহাপ্রভূ সত্যানন্দের সঙ্কেত সকল বুঝিতেন।

"ধীরসমীরে তটিনীতীরে বসতি বনে বরনারী"

নদীর ধারে আবার কোন্ মাগী না খেয়ে পড়িয়া আছে না কি? ভাবিয়া-চিন্তিয়া, জীবানন্দ নদীর ধারে ধারে চলিলেন। যাইতে যাইতে সেই বৃক্ষতলে নদীতীরে দেখিলেন যে, এক স্ত্রীলোকের মৃতদেহ, আর এক জীবিতা শিশু-কন্যা। মহেন্দ্রের স্ত্রী-কন্যাকে জীবানন্দ একবারও দেখেন নাই। মনে করিলেন, 'হইলে হইতে পারে যে, ইহারাই মহেন্দ্রের স্ত্রী-কন্যা। যাহা হউক, মাতা মৃতা, কন্যাটি জীবিতা। আগে ইহার রক্ষাবিধান করা চাই—নইলে বাঘ-ভালুকে খাইবে। ভবানন্দ ঠাকুর এখানেই কোথায় আছেন, তিনি স্ত্রীলোকটির সৎকার করিবেন।' এই ভাবিয়া জীবানন্দ বালিকাকে কোলে তুলিয়া লইয়া চলিলেন।

মেয়ে কোলে তুলিয়া জীবানন্দ গোঁসাই সেই নিবিড় জঙ্গল পার হইয়া একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে প্রবেশ করিলেন। গ্রামখানির নাম ভৈরবীপুর। লোকে বলিত, ভরুইপুর। ভরুইপুরে কতগুলি সামান্য লোকের বাস, নিকটে আর বড় গ্রাম নাই,

গ্রাম পার হইয়াই আবার জঙ্গল। চারিদিকে জঙ্গল—জঙ্গলের মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম, কিন্তু গ্রামখানি বড় সুন্দর।

একটি বৃহৎ আম্রকাননমধ্যে একটি ছোট বাড়ী; চারিদিকে মাটির প্রাচীর, চারিদিকে চারিখানি ঘর। সব ঘরের দাওয়ায় একটা একটা চরকা আছে; কিন্তু বাড়ীতে বড় লোক নাই। জীবানন্দ মেয়ে কোলে করিয়া সেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

প্রবেশ করিয়াই জীবানন্দ একটা ঘরের দাওয়ায় উঠিয়া চরকা লইয়া ঘেনর-ঘেনর আরম্ভ করিলেন। সে ছোট মেয়েটি কখন চরকার শব্দ শুনে নাই। বিশেষতঃ মা-ছাড়া হইয়া অবধি কাঁদিতেছে, চরকার শব্দ শুনিয়া ভয় পাইয়া আরও কাঁদিতে আরম্ভ করিল। তখন ঘরের ভিতর হইতে একটি সতের কি আঠার বৎসরের মেয়ে বাহির হইল। মেয়েটি বাহির হইয়া দক্ষিণ গণ্ডে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি সন্নিবিষ্ট করিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইল। বলিল, "এ কি এ? দাদা চরকা কাটে কেন? মেয়ে কোথায় পেলে? দাদা, তোমার মেয়ে হয়েছে না কি—আবার বিয়ে করেছ না কি?"

জীবানন্দ মেয়েটি আনিয়া সেই যুবতীর কোলে দিয়া তাহাকে কিল মারিতে উঠিলেন, বলিলেন, "বাঁদরী, আমার আবার মেয়ে, আমাকে কি হেঁজিপেঁজি পেলি না কি? ঘরে দুধ আছে? ঐ মেয়েটি খাবে দেখাছিস্‌নে, ঐ মেয়েটিকে দুধ খাওয়া।"

নিমি আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া, মেয়েকে কোলে শোয়াইয়া

ঝিনুক লইয়া তাহাকে দুধ খাওয়াইতে বসিল। সহসা তাহার চক্ষু হইতে ফোঁটা কতক জল পড়িল। তাহার একটি ছেলে হইয়া মরিয়া গিয়াছে, তাহারই ঐ ঝিনুক ছিল।

নিমি তখনই হাত দিয়া জল মুছিয়া হাসিতে হাসিতে জীবানন্দকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ দাদা, কার মেয়ে দাদা ?"

জীবানন্দ বলিলেন, "তোর কি রে পোড়ারমুখী ?"

নিমি বলিল, "আমায় মেয়েটি দেবে ? আমি মেয়েটিকে দুধ খাওয়াব, কোলে করিব, মানুষ করিব,"—বল্‌তে বল্‌তে ছাই পোড়া চক্ষের জল আবার আসে, আবার নিমি হাত দিয়া মুছে, আবার হাসে।

জীবানন্দ বলিলেন, "তুই নিয়ে কি করবি ? তোর কত ছেলে-মেয়ে হবে।"

নিমি। তা হয় হবে, এখন এ মেয়েটিকে দাও, এর পর না হয় নিয়ে যেও।

জীবা। তা নে, নিয়ে মর্‌গে যা। আমি এসে মধ্যে মধ্যে দেখে যাব। উটি কায়েতের মেয়ে। আমি চল্‌লুম এখন—

নিমি। সে কি দাদা, খাবে না ? বেলা হয়েছে যে, আমার মাথা খাও, দুটি খেয়ে যাও।

জীবা। তোর মাথা খাব আবার দুটি ভাত খাব, দুই ত পেরে উঠব না দিদি। মাথা রেখে দুটি ভাত দে।

নিমি তখন মেয়ে কোলে করিয়া ভাত বাড়িতে ব্যতিব্যস্ত হইল।

জীবানন্দের অদৃষ্টে এরূপ আহার অনেক কাল হয় নাই। জীবানন্দ আর বৃথা বাক্যব্যয়ে সময় নষ্ট না করিয়া অতি অল্প-কালমধ্যে অন্ন-ব্যঞ্জন শেষ করিলেন।

নিমাই জীবানন্দকে আঁচাইবার জল দিল। জল দিতে দিতে বলিল, "দাদা ? আমার একটি কথা রাখিবে কি ?"

জীবা। কি ? কি বল্ না পোড়ারমুখী !

নিমাই তখন এক হাতে আর হাতের আঙ্গুলি টিপিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া সেইগুলি নিরীক্ষণ করিয়া, একবার জীবানন্দের মুখপানে চাহিয়া, আর একবার মাটির পানে চাহিয়া, শেষে মুখ ফুটিয়া বলিল, "একবার বৌকে ডাকবো ?"

জীবানন্দ বলিলেন, "আমার মেয়ে ফিরিয়ে দে, তুই বাঁদরী, তুই পোড়ারমুখী, তুই যা না বলবার তাই আমাকে বলিস্। আমি চল্লাম।" এই বলিয়া জীবানন্দ হন্ হন্ করিয়া বাহির হইয়া যান, নিমাই গিয়া দ্বারের কপাট রুদ্ধ করিয়া দ্বারে পিঠ দিয়া বলিল, "আগে আমায় মেরে ফেল, তবে তুমি যাও। বৌয়ের সঙ্গে দেখা না করে তুমি যেতে পারবে না।"

জীবানন্দ বলিলেন, "আমি কত লোক মারিয়া ফেলিয়াছি, তা তুই জানিস্ ?"

এইবার নিমি রাগ করিল, বলিল, "বড় কীর্ত্তিই করেছ—স্ত্রী ত্যাগ কর্বে, লোক মার্বে, আমি তোমায় ভয় কর্বো। তুমিও যে বাপের সন্তান, আমিও সেই বাপের সন্তান—লোক মারা যদি বড়াইয়ের কথা হয়, আমায় মেরে বড়াই কর।"

জীবানন্দ হাসিলেন, বলিলেন, "ডেকে নিয়ে আয়—কোন্ পাপিষ্ঠাকে ডেকে নিয়ে আসবি, নিয়ে আয়।"

নিমি হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল। নিকটবর্ত্তী এক পর্ণকুটীরে গিয়া প্রবেশ করিল। কুটীরমধ্যে শতগ্রন্থিযুক্ত-বসন-পরিধানা রুক্ষকেশা এক স্ত্রীলোক বসিয়া চরকা কাটিতেছিল। নিমাই গিয়া বলিল, "বৌ, শীগ্‌গীর।" বৌ বলিল, "শীগ্‌গীর কি লো? ঠাকুরজামাই তোকে মেরেছে না কি, ঘায়ে তেল মাখিয়ে দিতে হবে?"

নিমি। কাছাকাছি বটে, তেল আছে ঘরে?

সেই স্ত্রীলোক তৈলের ভাণ্ড বাহির করিয়া দিল। নিমাই ভাণ্ড হইতে তাড়াতাড়ি অঞ্জলি অঞ্জলি তেল লইয়া সেই স্ত্রীলোকের মাথায় মাখাইয়া দিল। তাড়াতাড়ি একটা চলনসই খোঁপা বাঁধিয়া দিল। তার পর তাহাকে এক কিল মারিয়া বলিল, "তোর সেই ঢাকাই শাড়ী কোথায় আছে, বল্।" সে স্ত্রীলোক কিছু বিস্মিত হইয়া বলিল, "কি লো, তুই কি ক্ষেপেছিস্ না কি?"

নিমাই দুম্ করিয়া তাহার পিঠে এক কিল মারিল, বলিল, "শাড়ী বের কর্।"

রঙ্গ দেখিবার জন্য সে শাড়ীখানি বাহির করিল। বলিল, "কি লো নিমি, কি হইবে?" নিমাই বলিল, "তুই পর্‌বি।" সে বলিল, "আমি পরিলে কি হইবে? তখন নিমাই তাহার কমনীয় কণ্ঠে আপনার কমনীয় বাহু বেষ্টন করিয়া বলিল,

"দাদা এসেছে, তোকে যেতে বলেছে।" সে বলিল, "আমায় যেতে বলেছেন ত ঢাকাই শাড়ী কেন? চল না, অমনি যাই।" নিমাই তার গালে এক চড় মারিল—সে নিমাইয়ের কাঁধে হাত দিয়া তাহাকে কুটীরের বাহির করিল। বলিল, "চল, এই ন্যাক্ড়া পরিয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসি।" কিছুতেই কাপড় বদলাইল না। নিমাই তাহাকে সঙ্গে লইয়া আপনার বাড়ীর দ্বার পর্য্যন্ত গেল, গিয়া তাহাকে ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া আপনি দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

রূপসী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ স্বামীর অন্বেষণ করিতে লাগিল—প্রথমে ত দেখিতে পাইল না। তার পর দেখিল, গৃহপ্রাঙ্গণে একটি ক্ষুদ্র আম্রবৃক্ষ আছে, আম্রের কাণ্ডে মাথা রাখিয়া জীবানন্দ কাঁদিতেছেন। সেই রূপসী তাঁহার নিকটে গিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার হস্ত ধারণ করিল। বলিল, "ছি, কাঁদিও না, আমি জানি, তুমি আমার জন্য কাঁদিতেছ, আমার জন্য তুমি কাঁদিও না—তুমি যে প্রকার আমাকে রাখিয়াছ, আমি তাহাতেই সুখী।"

জীবানন্দ মাথা তুলিয়া, চক্ষু মুছিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা

করিলেন, "শান্তি! তোমার এ শতগ্রন্থি মলিন বস্ত্র কেন? আমার ত খাইবার-পরিবার অভাব নাই।"

শান্তি বলিল, "তোমার ধন তোমারই আছে। আমি টাকা লইয়া কি করিতে হয়, তাহা জানি না। যখন তুমি আসিবে, যখন তুমি আমাকে গ্রহণ করিবে—যবে তোমার ব্রত সাঙ্গ হইবে,—"

কথা শেষ না হইতেই জীবানন্দ তাহার কাঁধে মাথা রাখিয়া, অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শেষে বলিলেন, "কেন দেখা করিলাম?"

শান্তি। কেন করিলে—তোমার ত ব্রতভঙ্গ করিলে?

জীবা। ব্রতভঙ্গ হউক—প্রায়শ্চিত্ত আছে। তাহার জন্য ভাবি না; কিন্তু তোমায় দেখিয়া ত আর ফিরিয়া যাইতে পারিতেছি না। আমি এই জন্যই নিমাইকে বলিয়াছিলাম যে, দেখায় কাজ নাই, তোমায় দেখিলে আমি ফিরিতে পারিব না। আমি কোন্ ধর্ম্মের জন্য দেশে দেশে, বনে বনে, বন্দুক ঘাড়ে করিয়া, প্রাণীহত্যা করিয়া, এই পাপের ভার সংগ্রহ করি? পৃথিবী সন্তানদের আয়ত্ত হইবে কি না, জানি না। কিন্তু তুমি আমার আয়ত্ত, তুমি পৃথিবী অপেক্ষা বড়, তুমি আমার স্বর্গ! চল গৃহে যাই—আর আমি ফিরিব না।

শান্তি কিছুকাল কথা কহিতে পারিল না। তার পর বলিল, "ছিঃ—তুমি বীর। আমার পৃথিবীতে বড় সুখ যে, আমি বীরপত্নী। তুমি অধম স্ত্রীর জন্য তোমার বীরধর্ম্ম কখনও ত্যাগ করিও না।

দেখ, আমাকে একটা কথা বলিয়া যাও—আমার সহিত আবার দেখা না হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিও না।

জীবানন্দ তখন হাসিয়া বলিলেন, "সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিও। তোমাকে না দেখিয়া আমি মরিব না।"

শান্তি জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখন কোথায় যাইবে ?"

জীবা। এখন মঠে ব্রহ্মচারীর অনুসন্ধানে যাইব। তিনি যেভাবে নগরে গিয়াছেন, তাহাতে কিছু চিন্তাযুক্ত হইয়াছি, দেউলে তাঁহার সন্ধান না পাই, নগরে যাইব।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

ভবানন্দ মঠের ভিতর বসিয়া হরিগুণ গান করিতেছিলেন, এমন সময়ে বিষণ্ণমুখে জ্ঞানানন্দ-নামা একজন তেজস্বী সন্তান তাঁহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভবানন্দ বলিলেন, "গোঁসাই, মুখ অত ভারি কেন ?"

জ্ঞানানন্দ বলিলেন, "কিছু গোলযোগ বোধ হইতেছে। সত্যানন্দ প্রভু একা নগরাভিমুখে গিয়াছেন। কি জানি, যদি তিনি মুসলমানের হাতে পড়েন।"

ভবানন্দ বলিলেন, "তাঁহাকে আটক রাখে এমন মুসলমান বাঙ্গালায় নাই। ধীরানন্দ তাঁহার পশ্চাদ্‌গামী হইয়াছেন জানি। তথাপি আমি একবার নগর বেড়াইয়া আসি, তুমি মঠ রক্ষা করিও।"

এই বলিয়া ভবানন্দ এক নিভৃত কক্ষে একটা বড় সিন্দুক হইতে কতকগুলি বস্ত্র বাহির করিলেন। সহসা ভবানন্দের রূপান্তর হইল, গেরুয়া বসনের পরিবর্ত্তে চুড়িদার পায়জামা, মেরজাই, কাবা, মাথায় আমামা এবং পায়ে নাগরা শোভিত হইল। তৎকালে তাঁহাকে দেখিয়া মোগলজাতীয় যুবাপুরুষ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ভবানন্দ এইরূপে মোগল সাজিয়া সশস্ত্র হইয়া মঠ হইতে বাহির হইলেন। সেখান হইতে ক্রোশৈক দূরে দুইটি পাহাড়ের মধ্যে একটি নিভৃত স্থান ছিল, মঠবাসীদিগের অশ্বশালা এইখানে ; ভবানন্দ একটি অশ্ব উন্মোচন করিয়া তৎপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক নগরাভিমুখে ধাবমান হইলেন।

যাইতে যাইতে সহসা তাঁহার গতিরোধ হইল। সেই পথিপার্শ্বে কলনাদিনী তরঙ্গিণীর কূলে, কাদম্বিনীচ্যুত বিদ্যুতের ন্যায় দীপ্ত স্ত্রীমূর্ত্তি শয়ান দেখিলেন। দেখিলেন, জীবনলক্ষণ কিছুই নাই—শূন্য বিষের কৌটা পড়িয়া আছে। কৌটা দেখিয়া বুঝিলেন, কোন স্ত্রীলোক বিষ খাইয়া মরিয়াছে। ভবানন্দ সেই শবের মাথায়, বগলে, হাতে, পায়ে হাত দিয়া অনেকপ্রকার পরীক্ষা করিলেন, তখন মনে মনে বলিলেন, "এখনও সময় আছে, কিন্তু বাঁচাইয়া কি করিব ?" ভবানন্দ অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি বৃক্ষের কতকগুলি পাতা লইয়া আসিলেন। পাতাগুলি হাতে পিষিয়া রস বাহির করিয়া সেই শবের ওষ্ঠ-দন্ত ভেদ করিয়া অঙ্গুলিদ্বারা কিছু মুখে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। পরে নাসিকায় কিছু রস দিলেন—

অঙ্গে সেই রস মাখাইতে লাগিলেন। পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিতে লাগিলেন, মধ্যে মধ্যে নাকের কাছে হাত দিয়া দেখিতে লাগিলেন যে, নিশ্বাস বহিতেছে কি না। বোধ হইল, যেন যত্ন বিফল হইতেছে। এইরূপ বহুক্ষণ পরীক্ষা করিতে করিতে ভবানন্দের মুখ কিছু প্রফুল্ল হইল—অঙ্গুলিতে নিশ্বাসের কিছু ক্ষীণ প্রবাহ অনুভব করিলেন। শেষে অল্পে অল্পে কল্যাণী চক্ষুরুন্মীলন করিতে লাগিলেন। দেখিয়া ভবানন্দ সেই অর্দ্ধজীবিত দেহ অশ্বপৃষ্ঠে তুলিয়া দ্রুতবেগে নগরে গেলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা না হইতেই সন্তান-সম্প্রদায় সকলেই জানিতে পারিয়াছিল যে, সত্যানন্দ ব্রহ্মচারী আর মহেন্দ্র দুই জনে বন্দী হইয়া নগরের কারাগারে আবদ্ধ আছেন। তখন একে একে, দুয়ে দুয়ে, দশে দশে, শতে শতে, সন্তান-সম্প্রদায় আসিয়া সেই দেবালয়-বেষ্টনকারী অরণ্য পরিপূর্ণ করিতে লাগিল। সকলেই সশস্ত্র। নয়নে রোষাগ্নি, মুখে দম্ভ, অধরে প্রতিজ্ঞা। প্রথমে শত, পরে সহস্র, পরে দ্বিসহস্র। এইরূপে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন মঠের দ্বারে দাঁড়াইয়া তরবারি হস্তে জ্ঞানানন্দ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "এই যবনপুরী ছারখার করিয়া নদীর জলে ফেলিয়া মাতা বসুমতীকে আবার পবিত্র করিব। ভাই, আজ সেই দিন আসিয়াছে। আমাদের গুরুর গুরু, পরমগুরু, যিনি লোকহিতৈষী, তিনি আজ

মুসলমানের কারাগারে বন্দী। আমাদের তরবারিতে কি ধার নাই?" হস্ত প্রসারণ করিয়া জ্ঞানানন্দ বলিলেন—"এ বাহুতে কি বল নাই?" বক্ষে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "এ হৃদয়ে কি সাহস নাই?—ভাই, ডাক, হরে মুরারে মধুকৈটভারে!—"

তখন সেই কানন হইতে অতি ভীষণ নাদে সহস্র কণ্ঠে একেবারে শব্দ হইল, "হরে মুরারে মধুকৈটভারে!" সহস্র অসি একেবারে ঝনৎকার শব্দ করিল। সহস্র বল্লম ফলক সহিত ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল। ধীরে, গম্ভীরে, সরোষে, সতেজে সেই সন্তান-বাহিনী নগরে আসিয়া নগর বিত্রস্ত করিয়া ফেলিল। অকস্মাৎ এই বজ্রাঘাত দেখিয়া নাগরিকেরা কে কোথায় পলাইল, তাহার ঠিকানা নাই। নগররক্ষকেরা হতবুদ্ধি হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল।

সন্তানেরা প্রথমেই রাজকারাগারে গিয়া সত্যানন্দ ও মহেন্দ্রকে মুক্ত করিল। তাহারা যেখানে মুসলমানের গৃহ দেখিল, আগুন ধরাইয়া দিল। তখন সত্যানন্দ বলিলেন, "ফিরিয়া চল, অনর্থক অনিষ্টসাধনে প্রয়োজন নাই।" সন্তান-দিগের দৌরাত্মের সংবাদ পাইয়া দেশের কর্তৃপক্ষগণ তাহাদের দমনার্থ একদল 'পরগণা-সিপাহী' পাঠাইলেন। সন্তানেরা তাহাদের আগমন সংবাদ পাইয়া, আনন্দকানন হইতে নির্গত হইয়া যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু লাঠি, সড়কি বা বিশ-পঁচিশটা বন্দুক, কামানের কাছে কি করিবে? সন্তানগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল।



আনন্দমঠ

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ



শান্তির অল্প বয়সে, অতি শৈশবে, মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল। যে সকল উপাদানে শান্তির চরিত্র গঠিত, ইহা তাহার মধ্যে একটি প্রধান। তাহার পিতা অধ্যাপক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার গৃহে অন্য স্ত্রীলোক কেহই ছিল না। কাজেই শান্তির পিতা যখন টোলে ছাত্রদিগকে পড়াইতেন, শান্তি গিয়া তাঁহার কাছে বসিয়া থাকিত।

এইরূপে শৈশবে নিয়ত পুরুষসাহচর্য্যের প্রথম ফল এই হইল যে, শান্তি মেয়ের মত কাপড় পরিতে শিখিল না, ছেলের মত কোঁচা করিয়া কাপড় পরিতে আরম্ভ করিল। টোলের

ছাত্রেরা খোঁপা বাঁধে না, অতএব শান্তিও কখনও খোঁপা বাঁধিত না—কে বা তা'র খোঁপা বাঁধিয়া দেয়? যজ্ঞোপবীত গলায় দিতে পাইত না বলিয়া শান্তি বড় কাঁদিত। কিন্তু সন্ধ্যাহ্নিকের সময়ে ছাত্রদিগের কাছে বসিয়া, তাহাদের অনুকরণ করিতে ছাড়িত না।

দ্বিতীয় ফল এই হইল যে, শান্তি একটু বড় হইলেই ছাত্রেরা যাহা পড়িত, শান্তিও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে শিখিতে আরম্ভ করিল। দেখিয়া শুনিয়া শান্তির পিতা 'যস্তবিস্ত্যতি তস্তবিস্ত্যতি' বলিয়া শান্তিকে মুগ্ধবোধ আরম্ভ করাইলেন। শান্তি বড় শীঘ্র শীঘ্র শিখিতে লাগিল। অধ্যাপক বিস্মাপন্ন হইলেন। ব্যাকরণের সঙ্গে দুই একখানা সাহিত্য পড়াইলেন। তার পর সব গোলমাল হইয়া গেল। পিতার পরোলোকপ্রাপ্তি হইল।

তখন শান্তি নিরাশ্রয়। টোল উঠিয়া গেল। ছাত্রেরা চলিয়া গেল। কিন্তু তাহারা শান্তিকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিল না। একজন তাহাকে দয়া করিয়া আপনার গৃহে লইয়া গেল। ইনিই পশ্চাৎ সন্তান-সম্প্রদায় মধ্যে প্রবেশ করিয়া জীবানন্দ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। জীবানন্দের পিতা-মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন এ পরের মেয়ের দায়-ভার নেয় কে?" জীবানন্দ বলিলেন, "আমি আনিয়াছি, আমিই দায়-ভার গ্রহণ করিব।" জীবানন্দ অনূঢ়—শান্তির বিবাহ-বয়স উপস্থিত। অতএব জীবানন্দ তাহাকে বিবাহ করিলেন।

বিবাহের পর শান্তি কিছুতেই মেয়ের মত কাপড় পরিল না।

কিছুতেই চুল বাঁধিল না। সে বাটীর ভিতর থাকিত না; পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মিলিয়া খেলা করিত। শ্বশুর-শাশুড়ী প্রথমে নিষেধ, পরে ভৎর্সনা, পরে প্রহার করিয়া শেষে ঘরে শিকল দিয়া শান্তিকে কয়েদ রাখিতে আরম্ভ করিলেন। একদিন দ্বার খোলা পাইয়া শান্তি কাহাকেও না বলিয়া গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

জঙ্গলের ভিতর বাছিয়া বাছিয়া ফুল তুলিয়া কাপড় ছোবাইয়া শান্তি বাচ্ছা সন্ন্যাসী সাজিল। শান্তি ভিক্ষা করিয়া খাইয়া জগন্নাথক্ষেত্রের রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইল। অল্প কালেই সেই পথে একদল সন্ন্যাসী দেখা দিল। শান্তি তাহাদের সঙ্গে মিশিল। শান্তি বালক-সন্ন্যাসিবেশে তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া অনেক দেশ-বিদেশ পর্য্যটন করিল।

ক্রমশঃ তাহার যৌবনলক্ষণ দেখা দিল। অনেক সন্ন্যাসী জানিল যে, এ ছদ্মবেশিনী স্ত্রীলোক। কিন্তু সন্ন্যাসীরা সচরাচর জিতেন্দ্রিয়; কেহ কোন কথা কহিল না। একজন সন্ন্যাসী শান্তিকে দেখিলেই তাহার প্রতি ধাবমান হইতে লাগিলেন। শান্তি সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

শান্তি ভয়শূন্যা। একাই স্বদেশের সন্ধানে যাত্রা করিল। সাহসের ও বাহুবলের প্রভাবে নির্ব্বিঘ্নে শ্বশুরালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, শ্বশুর স্বর্গারোহণ করিয়াছেন; কিন্তু শাশুড়ী তাহাকে গৃহে স্থান দিলেন না—জাতি যাইবে। শান্তি বাহির হইয়া গেল।

জীবানন্দ বাড়ী ছিলেন। তিনি শান্তির অনুবর্ত্তী হইলেন। পথে শান্তিকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কেন আমার গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিলে? এতদিন কোথায় ছিলে?" শান্তি সকল সত্য বলিল। জীবানন্দ শান্তির কথা বিশ্বাস করিলেন।

জীবানন্দ বলিলেন, "আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিব না। আমি যতক্ষণ না ফিরিয়া আসি, ততক্ষণ তুমি দাঁড়াইয়া থাক।" মাকে বুঝাইয়া জীবানন্দ ম'ার কাছে বিদায় লইয়া আসিলেন। ভৈরবপুরে সম্প্রতি তাঁহার ভগিনী নিমায়ের বিবাহ হইয়াছিল, জীবানন্দ শান্তিকে লইয়া সেইখানে গেল। ভগিনীপতি একটু ভূমি দিল। জীবানন্দ তাহার উপর এক কুটির নির্ম্মাণ করিলেন; তিনি শান্তিকে লইয়া সেইখানে সুখে বাস করিতে লাগিলেন। সুখ-স্বপ্নের মত তাঁহাদের জীবন নির্ব্বাহিত হইত; কিন্তু সহসা সে সুখ-স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। জীবানন্দ সত্যানন্দের হাতে পড়িয়া সন্তানধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক, শান্তিকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। পরিত্যাগের পর তাঁহাদের প্রথম সাক্ষাৎ নিমাইয়ের কৌশলে ঘটিল। তাহাই পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত করিয়াছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জীবানন্দ চলিয়া গেলে পর শান্তি নিমায়ের দাওয়ার উপর গিয়া বসিল। নিমাই মেয়ে কোলে করিয়া তাহার নিকট বসিল। শান্তির চোখে আর জল নাই, শান্তি চোখ মুছিয়া মুখ প্রফুল্ল করিয়াছে, একটু একটু হাসিতেছে। কিছু গম্ভীর, কিছু

চিন্তাযুক্ত, অন্যমনা। নিমাই বুঝিয়া বলিল, "তবু ত দেখা হোল।"

শান্তি কিছু উত্তর করিল না, চুপ করিয়া রহিল। শান্তি মনের কথা বলিতে ভালবাসে না, তাহা নিমাই জানিত, সুতরাং নিমাই চেষ্টা করিয়া অন্য কথা পাড়িল, বলিল, "দেখ দেখি বৌ, কেমন মেয়েটি।"

শান্তি বলিল, "মেয়ে কোথায় পেলি—তোর মেয়ে হলো কবে লো?"

নিমা। মরণ আর কি—তুমি যমের বাড়ী যাও—এ যে দাদার মেয়ে।

নিমাই শান্তিকে জ্বালাইবার জন্য এ কথাটা বলে নাই। 'দাদার মেয়ে' অর্থাৎ দাদার কাছে যে মেয়েটি পাইয়াছে। শান্তি তাহা বুঝিল না; মনে করিল, নিমাই বুঝি সূচ ফুটাইবার চেষ্টা করিতেছে। অতএব শান্তি উত্তর করিল, "আমি মেয়ের বাপের কথা জিজ্ঞাসা করি নাই—মা'র কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছি।"

নিমাই উচিত শাস্তি পাইয়া অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "কার মেয়ে কি জানি ভাই, দাদা কোথা থেকে কুড়িয়ে-মুড়িয়ে এনেছে। মেয়েটি নাদুস-নুদুস চাঁদপানা দেখে দাদার কাছে চেয়ে নিয়েছি।"

তার পর নিমাইয়ের স্বামী বাড়ী ফিরিয়া আসিল দেখিয়া শান্তি উঠিয়া আপনার কুটিরে গেল। কুটীরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া উনানের ভিতর হইতে কতগুলি ছাই বাহির করিয়া তুলিয়া রাখিল। তারপর তাহার যে ঢাকাই শাড়ীর উপর নিমাই-

মণির চোট, তাহা বাহির করিয়া পাড় ছিঁড়িয়া ফেলিল। বস্ত্রের যেটুকু অবশিষ্ট রহিল, গেরিমাটিতে তাহা বেশ করিয়া রঙ করিল। কেশদামের কিয়দংশ কাঁচি দিয়া কাটিয়া পৃথক করিয়া রাখিল। অবশিষ্ট বিনাইয়া জটা তৈয়ারী করিল। রুক্ষ কেশ অপূর্ব্ব বিন্যাস বিশিষ্ট জটাভারে পরিণত হইল। তারপর সেই গৈরিক বসনখানি অর্দ্ধেক ছিঁড়িয়া ধড়া করিয়া চারু অঙ্গে শান্তি পরিধান করিল। অবশিষ্ট অর্দ্ধেকে হৃদয় আচ্ছাদিত করিল। তার পর ঘরের ভিতর হইতে এক বৃহৎ হরিণচর্ম্ম বাহির করিয়া কণ্ঠের উপর গ্রন্থি দিয়া কণ্ঠ হইতে জানু পর্য্যন্ত শরীর আবৃত করিল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর হইলে শান্তি সেই সন্ন্যাসিবেশে অন্ধকারে একাকিনী গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতে আনন্দমঠের নিভৃত কক্ষে বসিয়া ভগ্নোৎসাহ সন্তাননায়ক তিনজন কথোপকথন করিতেছিলেন। জীবানন্দ সত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! দেবতা আমাদিগের প্রতি এমন অপ্রসন্ন কেন? কি দোষে আমরা পরাভূত হইলাম?"

সত্যানন্দ বলিলেন, "দেবতা অপ্রসন্ন নহেন, যুদ্ধে জয়-পরাজয় উভয়ই আছে, সেদিন আমরা জয়ী হইলাম, আজ পরাভূত হইয়াছি, শেষ জয়ই জয়। কিন্তু যেমন দৈবনুগ্রহ

ভিন্ন কোন কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে না, তেমনই পুরুষকারও চাই। আমরা যে পরাভূত হইলাম, তাহার কারণ এই যে, আমরা নিরস্ত্র। গোলাগুলি-বন্দুক-কামানের কাছে লাঠি-সোটা বল্লমে কি হইবে? অতএব আমাদের পুরুষকারের লাঘব ছিল বলিয়াই এই পরাভব হইয়াছে। এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য, যাহাতে আমাদিগেরও ঐ অস্ত্রের অপ্রতুল না হয়।

জীব। সে অতি কঠিন ব্যাপার।

সত্য। কঠিন ব্যাপার জীবানন্দ? সন্তান হইয়া এমন কথা মুখে আনিলে? সন্তানের পক্ষে কঠিন কাজ আছে কি?

জীব। কি প্রকারে তাহা সংগ্রহ করিব, আজ্ঞা করুন।

সত্য। সংগ্রহের জন্য আমি আজ রাত্রে তীর্থ-যাত্রা করিব। যত দিন না ফিরিয়া আসি, তত দিন তোমরা কোন গুরুতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিও না। সন্তানদিগের একতা রক্ষা করিও।

ভবানন্দ বলিলেন, "তীর্থযাত্রা করিয়া এ সকল সংগ্রহ করিবেন কি প্রকারে? গোলাগুলি, কামান কিনিয়া পাঠাইতে বড় গোলমাল হইবে। আর এত পাইবেন বা কোথা, বেচিবে বা কে, আনিবে বা কে?"

সত্য। কিনিয়া আনিয়া আমরা কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারিব না। আমি কারিগর পাঠাইয়া দিব, এইখানে প্রস্তুত করিতে হইবে।

জীব। সে কি? এই আনন্দমঠে?

সত্য। তাও কি হয়? ইহার উপায় আমি বহুদিন হইতে

চিন্তা করিতেছি। ঈশ্বর অদ্য তাহার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। তোমরা বলিতেছিলে, ভগবান্ প্রতিকূল, আমি দেখিতেছি; তিনি অনুকূল।

ভব। কোথায় কারখানা হইবে?

সত্য। পদচিহ্নে।

জীব। সে কি? সেখানে কি প্রকারে হইবে?

সত্য। নইলে কি জন্য আমি মহেন্দ্র সিংহকে এ ব্রত গ্রহণ করাইবার জন্য এত আকিঞ্চন করিয়াছি?

ভব। মহেন্দ্র কি ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন?

সত্য। ব্রত গ্রহণ করে নাই, করিবে। আজ রাত্রে তাহাকে দীক্ষিত করিব।

জীব। কই, মহেন্দ্র সিংহকে ব্রত গ্রহণ করাইবার জন্য কি আকিঞ্চন হইয়াছে, তাহা আমরা দেখি নাই। তাহার স্ত্রী-কন্যার কি অবস্থা হইয়াছে, কোথায় তাহাদিগকে রাখিল? আমি আজ একটি কন্যা নদীতীরে পাইয়া আমার ভগিনীর নিকট রাখিয়া আসিয়াছি। সেই কন্যার নিকট একটি সুন্দর স্ত্রীলোক মরিয়া পড়িয়াছিল। সে ত মহেন্দ্রের স্ত্রী-কন্যা নয়? আমার তাই বোধ হইয়াছিল।

সত্য। সে-ই মহেন্দ্রের স্ত্রী-কন্যা।

ভবানন্দ চমকিয়া উঠিলেন। কিন্তু এক্ষণে কোন কথা প্রকাশ করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না।

জীবানন্দ বলিলেন, "মহেন্দ্রের স্ত্রী মরিল কিসে?"

সত্য। বিষপান করিয়া। ভগবান্ তাহাকে প্রাণত্যাগ করিতে স্বপ্নাদেশ করিয়াছিলেন।

ভবা। সে স্বপ্নাদেশ কি সন্তানের কার্য্যোদ্ধারের জন্যই হইয়াছিল ?

সত্য। মহেন্দ্রের কাছে সেইরূপ শুনিয়াছিলাম। এক্ষণে সায়াহ্ন-কাল উপস্থিত, আমি সায়ংকৃত্যাদি সমাপনে চলিলাম। তৎপরে নূতন সন্তানদিগকে দীক্ষিত করিতে প্রবৃত্ত হইব।

ভবা। সন্তানদিগকে ? কেন, মহেন্দ্র ব্যতীত আর কেহ আপনার নিজ শিষ্য হইবার স্পর্দ্ধা রাখে কি ?

সত্য। হ্যাঁ, আর একটি নূতন লোক। পূর্ব্বে আমি তাহাকে কখন দেখি নাই। আজি নূতন আমার কাছে আসিয়াছে। সে অতি তরুণবয়স্ক যুবাপুরুষ। আমি তাহার আকারেঙ্গিতে ও কথাবার্ত্তায় অতিশয় প্রীত হইয়াছি। খাঁটি সোনা বলিয়া তাহাকে বোধ হইয়াছে। তাহাকে সন্তানের কার্য্য শিখাইবার ভার জীবানন্দের প্রতি রহিল। কেন না, জীবানন্দ লোকের চিত্তাকর্ষণে বড় সুদক্ষ। আমি চলিলাম, তোমাদের প্রতি আমার একটি উপদেশ বাকি আছে। অতিশয় মনঃসংযোগপূর্ব্বক তাহা শ্রবণ কর।"

তখন উভয়ে যুক্তকর হইয়া নিবেদন করিলেন, "আজ্ঞা করুন।"

সত্যানন্দ বলিলেন, "তোমরা দুইজনে যদি কোন অপরাধ করিয়া থাক, অথবা আমি ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বে কর, তবে

তাহার প্রায়শ্চিত্ত আমি না আসিলে করিও না। আমি আসিলে প্রায়শ্চিত্ত অবশ্য-কর্ত্তব্য হইবে।”

এই বলিয়া সত্যানন্দ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ভবানন্দ এবং জীবানন্দ উভয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করিলেন।

ভবানন্দ বলিলেন, “তোমার উপর না কি ?”

জীব। বোধ হয়। ভগিনীর বাড়ীতে মহেন্দ্রের কন্যা রাখিতে গিয়াছিলাম।

ভবা। তাতে দোষ কি ? সেটা ত নিষিদ্ধ নহে। ব্রাহ্মণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছ কি ?

জীব। বোধ হয়, গুরুদেব তাই মনে করেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সায়াহ্নকৃত্য সমাপনান্তে মহেন্দ্রকে ডাকিয়া সত্যানন্দ আদেশ করিলেন, “তোমার কন্যা জীবিত আছে।”

মহেন্দ্র। কোথায় মহারাজ ?

সত্য। তা শুনিবার আগে, একটা কথার স্বরূপ উত্তর দাও। তুমি সন্তানধর্ম্ম গ্রহণ করিবে ?

মহে। তাহা নিশ্চিত মনে মনে স্থির করিয়াছি।

সত্য। তবে কন্যা কোথায়, শুনিতে চাহিও না। যে এ ব্রত গ্রহণ করে, তাহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, স্বজনবর্গ কাহারও সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিতে নাই। স্ত্রী, পুত্র, কন্যার মুখ দেখিলেও প্রায়শ্চিত্ত

আছে, যত দিন না সন্তানের মানস সিদ্ধ হয়, ততদিন তুমি কন্যার মুখ দেখিতে পাইবে না। সন্তানের কাজ অতি কঠিন কাজ। যে সর্ব্বত্যাগী, সে ভিন্ন অপর কেহ এ কাজের উপযুক্ত নহে।

মহে। মহারাজ, কথা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। যে স্ত্রী-পুত্রের মুখদর্শন করে, সে কি কোন গুরুতর কার্য্যের অধিকারী নহে?

সত্য। পুত্র-কলত্রের মুখ দেখিলেই আমরা দেবতার কাজ ভুলিয়া যাই। সন্তান ধর্ম্মের নিয়ম এই যে, যে দিন প্রয়োজন হইবে, সেদিন সন্তানকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। তোমার কন্যার মুখ মনে পড়িলে তুমি কি তাহাকে রাখিয়া মরিতে পারিবে?

মহে। তাহা না দেখিলেই কি কন্যাকে ভুলিব?

সত্য। না ভুলিতে পার, এ ব্রত গ্রহণ করিও না।

মহে। সন্তানমাত্রেই কি এইরূপ পুত্র-কলত্রকে বিস্মৃত হইয়া ব্রত গ্রহণ করিয়াছে?

সত্য। সন্তান দ্বিবিধ; দীক্ষিত, আর অদীক্ষিত। যাহারা অদীক্ষিত, তাহারা সংসারী বা ভিখারী। তাহারা কেবল যুদ্ধের সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, লুঠের ভাগ বা অন্য পুরস্কার পাইয়া চলিয়া যায়। যাহারা দীক্ষিত তাহারা সর্ব্বত্যাগী। তাহারাই সম্প্রদায়ের কর্ত্তা। দীক্ষিত না হইলে তুমি সম্প্রদায়ের কোন গুরুতর কার্য্যে অধিকারী হইবে না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সত্যানন্দ কথাবার্ত্তা সমাপনান্তে মহেন্দ্রের সহিত সেই মঠস্থ দেবালয়াভ্যন্তরে, যেখানে সেই অপূর্ব্ব শোভাময় চতুর্ভুজমূর্ত্তি বিরাজিত, তথায় প্রবেশ করিলেন। মন্দিরে আর একজন উপবেশন করিয়া মৃদু মৃদু "হরে মুরারে" শব্দ করিতেছিল। সত্যানন্দ মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র সে গাত্রোত্থান করিয়া প্রণাম করিল। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি দীক্ষিত হইবে ?"

সে বলিল, "আমাকে দয়া করুন।"

তখন তাহাকে ও মহেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া সত্যানন্দ বলিলেন, "তোমরা যথাবিধি স্নাত, সংযত এবং অনশনে আছ ত ?

উত্তর। আছি।

সত্যা। তোমরা এই ভগবৎসাক্ষাৎ প্রতিজ্ঞা কর, সন্তান-ধর্ম্মের নিয়ম পালন করিবে ?

উভয়ে। করিব।

সত্য। যত দিন না মাতার উদ্ধার হয়, তত দিন গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে ?

উভ। করিব।

সত্য। পিতা-মাতা ত্যাগ করিবে ? ভ্রাতা-ভগিনী ?

উভ। ত্যাগ করিব।

সত্য। দারাসুত ?—আত্মীয় স্বজন ?—দাস দাসী ?

উভ। সকলই ত্যাগ করিব।

সত্য। ইন্দ্রিয় জয় করিবে ? স্ত্রীলোকের সঙ্গে কখন একাসনে বসিবে না ?

উভ। বসিব না। ইন্দ্রিয় জয় করিব।

সত্য। ভগবৎসাক্ষাৎকার প্রতিজ্ঞা কর, আপনার জন্য বা স্বজনের জন্য অর্থোপার্জ্জন করিবে না। যাহা উপার্জ্জন করিবে, তাহা বৈষ্ণবধনাগারে দিবে ?

উভ। দিব।

সত্য। সনাতন ধর্ম্মের জন্য স্বয়ং অস্ত্র ধরিয়া যুদ্ধ করিবে ?

উভ। করিব।

সত্য। রণে কখনও ভঙ্গ দিবে না ? যদি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় ?

উভ। না। জলন্ত চিতায় প্রবেশ করিয়া অথবা বিষ পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।

সত্য। আর এক কথা—জাতি। তোমরা কি জাতি ? মহেন্দ্র কায়স্থ জাতি। অপরটি কি জাতি ?

অপর ব্যক্তি বলিল, "আমি ব্রাহ্মণকুমার!"

সত্য। উত্তম। তোমরা জাতিত্যাগ করিতে পারিবে ? সন্তান একজাতীয়। এ মহাব্রতে ব্রাহ্মণ-শূদ্র বিচার নাই। তোমরা কি বল ?

উভ। আমরা সে বিচার করিব না, আমরা সকলেই এক মায়ের সন্তান।

সত্য। তবে তোমাদিগকে দীক্ষিত করিব। তোমরা যে প্রতিজ্ঞা করিলে, তাহা ভঙ্গ করিও না। মুরারি স্বয়ং ইহার সাক্ষী। তোমরা গাও, "বন্দে মাতরম্।"

উভয়ে সেই নিভৃত মন্দিরমধ্যে মাতৃস্তোত্র গান করিল। ব্রহ্মচারী তখন তাহাদিগকে যথাবিধি দীক্ষিত করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দীক্ষা-সমাপনান্তে সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে অতি নিভৃত স্থানে লইয়া গেলেন। উভয়ে উপবেশন করিলে সত্যানন্দ বলিতে লাগিলেন, "দেখ বৎস! তুমি যে এই মহাব্রত গ্রহণ করিলে, ইহাতে ভগবান্ আমাদের প্রতি অনুকূল বিবেচনা করি। তোমার দ্বারা মা'র মহৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে। তুমি যত্নে আমার আদেশ শ্রবণ কর। তোমাকে জীবানন্দ-ভবানন্দের সঙ্গে বনে বনে ফিরিয়া যুদ্ধ করিতে বলি না। তুমি পদচিহ্নে ফিরিয়া যাও। স্বধামে থাকিয়াই তোমাকে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম পালন করিতে হইবে।"

মহেন্দ্র শুনিয়া বিস্মিত ও বিমর্ষ হইলেন; কিছু বলিলেন না। ব্রহ্মচারী বলিতে লাগিলেন, "এক্ষণে আমাদিগের আশ্রয় নাই; এমন স্থান নাই যে, প্রবল সেনা আসিয়া আমাদিগকে অবরোধ

করিলে আমরা খাদ্যসামগ্রী লইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দশ দিন নির্ব্বিঘ্নে থাকিব। আমাদিগের গড় নাই। তোমার অট্টালিকা আছে, তোমার গ্রাম তোমার অধিকারে। আমার ইচ্ছা, সেইখানে একটি গড় প্রস্তুত করি। পরিখা-প্রাচীরের দ্বারা পদচিহ্ন বেষ্টিত করিয়া মাঝে মাঝে তাহাতে ঘাঁটি বসাইয়া দিলে, আর বাঁধের উপর কামান বসাইয়া দিলে উত্তম গড় প্রস্তুত হইতে পারিবে। তুমি গৃহে বাস কর, ক্রমে ক্রমে দুই হাজার সন্তান সেখানে গিয়া উপস্থিত হইবে। তাহাদিগের দ্বারা গড়, ঘাঁটির বাঁধ এই সকল তৈয়ার করিতে থাকিবে। তুমি সেখানে উত্তম লৌহ-নির্ম্মিত ঘর প্রস্তুত করাইবে, সেখানে সন্তানদিগের অর্থের ভাণ্ডার হইবে। সুবর্ণে পূর্ণ সিন্দুক সকল তোমার কাছে একে একে প্রেরণ করিব। তুমি সেই সকল অর্থের দ্বারা এই সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। আর আমি নানাস্থান হইতে কৃতকর্ম্মা শিল্পী সকল আনাইতেছি। শিল্পী সকল আসিলে তুমি পদচিহ্নে কারখানা স্থাপন করিবে। সেখানে কামান, গোলা, বারুদ, বন্দুক প্রস্তুত করাইবে। এইজন্য তোমাকে গৃহে যাইতে বলিতেছি।”

মহেন্দ্র স্বীকৃত হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্র সত্যানন্দের পাদবন্দনা করিয়া বিদায় হইলে, তাঁহার সঙ্গে যে দ্বিতীয় শিষ্য সেই দিন দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তিনি আসিয়া সত্যানন্দকে প্রণাম করিলেন। সত্যানন্দ আশীর্ব্বাদ করিয়া কৃষ্ণাজিনের উপর বসিতে অনুমতি করিলেন। পরে অন্যান্য মিষ্ট কথার পর বলিলেন, "বৎস, তোমায় কি বলিয়া ডাকিব, তাহা এ পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করি নাই।"

নূতন সন্তান বলিল, "আপনার যাহা অভিরুচি, আমি বৈষ্ণবের দাসানুদাস।"

সত্য। তোমার নবীন বয়স দেখিয়া তোমায় নবীনানন্দ বলিতে ইচ্ছা করে—অতএব এই নাম তুমি গ্রহণ কর। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার পূর্ব্বে কি নাম ছিল?

শিষ্য। আমার নাম শান্তিরাম দেবশর্ম্মা।

সত্য। তোমার নাম শান্তিমণি পাপিষ্ঠা।

এই বলিয়া সত্যানন্দ শিষ্যের কাল কুচ্‌কুচে দেড় হাত লম্বা দাড়ি বাম হাতে জড়াইয়া ধরিয়া এক টান দিলেন। জাল দাড়ি খসিয়া পড়িল। সত্যানন্দ বলিলেন, "ছি মা! আমার সঙ্গে প্রতারণা—আর যদি আমাকেই ঠকাবে ত এ বয়সে দেড় হাত দাড়ি কেন? আর, দাড়ি খাট করিলেও কণ্ঠের স্বর—ও চোখের চাহনি কি লুকাতে পার? যদি এমন নির্ব্বোধই হইতাম, তবে কি এত কাজে হাত দিতাম?"

শান্তি পোড়ারমুখী তখন দুই চোখ ঢাকা দিয়া কিছুক্ষণ অধোবদনে বসিল। পরক্ষণেই হাত নামাইয়া বুড়োর মুখের উপর বিলোলকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "প্রভু, দোষই বা কি করিয়াছি? স্ত্রীবাহুতে কি কখন বল থাকে না?"

সত্য। গোষ্পদে যেমন জল।

শান্তি। সন্তানদিগের বাহুবল আপনি কখনও পরীক্ষা করিয়া থাকেন?

সত্য। থাকি।

এই বলিয়া সত্যানন্দ এক ইস্পাতের ধনুক আর লোহার কতকটা তার আনিয়া দিলেন, বলিলেন যে, "এই ইস্পাতের ধনুকে লোহার তারে গুণ দিতে হয়। গুণের পরিমাণ দুই হাত। গুণ দিতে ধনুক উঠিয়া পড়ে, যে গুণ দেয়, তাহাকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়। যে গুণ দিতে পারে, সেই প্রকৃত বলবান্।"

শান্তি ধনুক ও তার উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া বলিল, "সকল সন্তান কি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে?"

সত্য। না, ইহার দ্বারা তাহাদিগের বল বুঝিয়াছি মাত্র।

শান্তি। কেহ কি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নাই?

সত্য। চারিজন মাত্র।

শান্তি। জিজ্ঞাসা করিব কি, কে কে?

সত্য। নিষেধ কিছু নাই। একজন আমি।

শান্তি। আর?

সত্য। জীবানন্দ। ভবানন্দ। জ্ঞানানন্দ।

শান্তি ধনুক লইল, ভার লইল, অবহেলে তাহাতে গুণ দিয়া সত্যানন্দের চরণতলে ফেলিয়া দিল।

সত্যানন্দ বিস্মিত, ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, "এ কি, তুমি দেবী না মানবী ?"

শান্তি করজোড়ে বলিল, "আমি সামান্য মানবী, কিন্তু আমি ব্রহ্মচারিণী।"

সত্য। তাই বা কিসে ? তুমি কি বালবিধবা ? না বালবিধবারও এত বল হয় না, কেন না, তাহারা একাহারী।

শান্তি। আমি সধবা।

সত্য। তোমার স্বামী নিরুদ্দিষ্ট ?

শান্তি। উদ্দিষ্ট। তাঁহার উদ্দেশেই আসিয়াছি।

সহসা মেঘভাঙ্গা রৌদ্রের ন্যায় স্মৃতি সত্যানন্দের চিত্তকে প্রভাসিত করিল। তিনি বলিলেন, "মনে পড়িয়াছে। জীবানন্দের স্ত্রীর নাম শান্তি। তুমি কি জীবানন্দের ব্রাহ্মণী ?"

এবার জটাভারে নবীনানন্দ মুখ ঢাকিল। সত্যানন্দ বলিতে লাগিলেন, "কেন এ পাপাচার করিতে আসিলে ?"

শান্তি সহসা জটাভার পৃষ্ঠে নিক্ষিপ্ত করিয়া উন্নতমুখে বলিল, "পাপাচরণ কি প্রভু ? পত্নী স্বামীর অনুসরণ করে, সে কি পাপাচরণ ? সন্তান-ধর্ম্মশাস্ত্র যদি একে পাপাচরণ বলে, তবে সন্তান-ধর্ম্ম অধর্ম্ম। আমি তাঁহার সহধর্ম্মিণী, তিনি ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত, আমি তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্মাচরণ করিতে আসিয়াছি।"

শান্তির তেজস্বিনী বাণী শুনিয়া, উন্নত গ্রীবা, স্ফীত বক্ষ, কম্পিত অধর এবং উজ্জ্বল অথচ অশ্রুপ্লুত চক্ষু দেখিয়া সত্যানন্দ প্রীত হইলেন। বলিলেন, "জীবানন্দ আমার দক্ষিণ হস্ত। তুমি আমার ডান হাত ভাঙ্গিয়া দিতে আসিয়াছ?

শান্তি। আমি আপনার দক্ষিণ হস্তে বল বাড়াইতে আসিয়াছি। আমি কেবল ধর্ম্মাচরণের জন্য আসিয়াছি, স্বামী-দর্শনের জন্য নয়। স্বামী যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আমি তাহার ভাগিনী কেন হইব না? তাই আসিয়াছি।

সত্য। ভাল, তোমায় দিন কতক পরীক্ষা করিয়া দেখি।

শান্তি বলিল, "আনন্দমঠে আমি থাকিতে পাইব কি?"

সত্য। আজি আর কোথায় যাইবে?—এই বলিয়া পরে আশীর্ব্বাদ করিয়া সত্যানন্দ শান্তিকে বিদায় করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সে রাত্রি শান্তি মঠে থাকিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন ; অতএব ঘর খুঁজিতে লাগিলেন। অনেক ঘর খালি পড়িয়া আছে। গোবর্দ্ধন নামে একজন পরিচারক—সেও ক্ষুদ্রদরের সন্তান—প্রদীপ হাতে করিয়া ঘর দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিল। কোনটাই শান্তির পছন্দ হইল না। হতাশ হইয়া গোবর্দ্ধন ফিরিয়া সত্যানন্দের কাছে শান্তিকে লইয়া চলিল। শান্তি বলিল, "ভাই সন্তান, এই দিকে যে কয়টা ঘর রহিল, এ ত দেখা হইল না ?"

গোবর্দ্ধন বলিল, "ও সব ভাল ঘর বটে, কিন্তু ও সকলে বড় বড় সেনাপতি আছে। ভবানন্দ, জীবানন্দ, ধীরানন্দ, জ্ঞানানন্দ। অনন্দমঠ—আনন্দময়।

শান্তি। ঘরগুলো দেখি চল না ?

গোবর্দ্ধন শান্তিকে প্রথমে ধীরানন্দের ঘরে লইয়া গেল। ধীরানন্দ মহাভারতের দ্রোণপর্ব্ব পড়িতেছিলেন। তাহাতেই মন নিবিষ্ট—তিনি কথা কহিলেন না। শান্তি সেখান হইতে বিনা বাক্যব্যয়ে চলিয়া গেল।

শান্তি পরে ভবানন্দের ঘরে প্রবেশ করিল। ভবানন্দ তখন উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া একখানা মুখ ভাবিতেছিলেন। কাহার মুখ তাহা জানি না, কিন্তু মুখখানা বড় সুন্দর। সেও কথা কহিল না।

কল্যাণীর রূপে তাহার হৃদয় কাতর হইয়াছিল, শান্তির রূপের উপর সে দৃষ্টিপাত করিল না।

শান্তি তখন গৃহান্তরে গেল, জিজ্ঞাসা করিল, "এটা কার ঘর ?"

গোবর্দ্ধন বলিল, "জীবানন্দ ঠাকুরের।"

শান্তি। সে আবার কে ? কৈ, কেউ ত এখানে নাই ?

গোব। কোথায় গিয়াছেন, এখনি আসিবেন। জীবানন্দ ঠাকুর এখানে থাকেন।

শান্তি। তিনি না হয়, আর একটা ঘর খুঁজে নিন।

গোব। তা কি হয় ? যিনি এ ঘরে আছেন, তিনি কর্ত্তা বল্লেই হয়, যা করেন, তাই হয়।

শান্তি। আচ্ছা তুমি যাও, আমি স্থান না পাই গাছতলায় থাকিব।

এই বলিয়া গোবর্দ্ধনকে বিদায় দিয়া শান্তি সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া জীবানন্দের অধিকৃত কৃষ্ণাজিন বিস্তারণ পূর্ব্বক প্রদীপটি উজ্জ্বল করিয়া লইয়া, জীবানন্দের একখানি পুঁথি লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।

কিছুক্ষণ পর জীবানন্দ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শান্তির পুরুষবেশ, তথাপি দেখিবামাত্র তাহাকে চিনিতে পারিলেন, বলিলেন, "এ কি এ ?—শান্তি ?

শান্তি ধীরে ধীরে পুঁথিখানি রাখিয়া জীবানন্দের মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "শান্তি কে মহাশয় ?"

জীবানন্দ অবাক্—শেষে বলিলেন, "শান্তি কে মহাশয় ? —কেন, তুমি কি শান্তি নও ?"

শান্তি ঘৃণার সহিত বলিল, "আমি নবীনানন্দ গোস্বামী।" এই কথা বলিয়া সে আবার পুঁথি পড়িতে মন দিল।

জীবানন্দ উচ্চহাস্য করিলেন; বলিলেন, "এ নূতন রঙ্গ বটে। তার পর নবীনানন্দ, এখানে কি মনে ক'রে এসেছ ?"

শান্তি অতি গম্ভীরভাবে বলিল, "আমি সন্তান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আসিয়া, আজ দীক্ষিত হইয়াছি।"

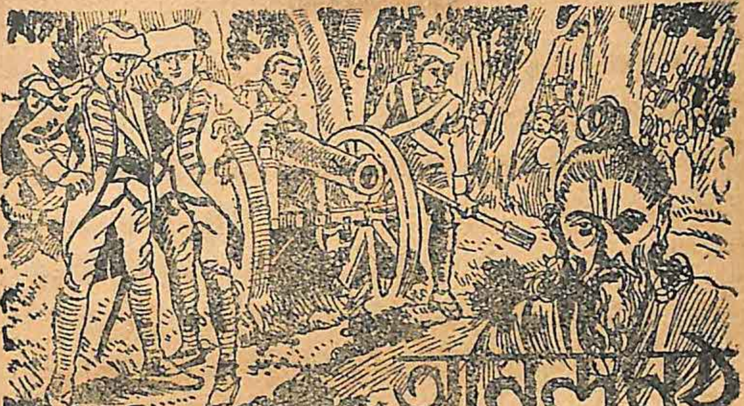
জীবা। আ সর্ব্বনাশ! সত্য না কি ?

শা। সর্ব্বনাশ কেন ? আপনিও দীক্ষিত।

জীবা। তুমি যে স্ত্রীলোক।

শা। যদি আমাকে স্ত্রীলোক বলিয়া আপনার বিশ্বাস হইয়া থাকে—তবে আপনার উচিত যে পৃথক্ আসনে উপবেশন করেন। আমার সঙ্গে আপনার আলাপও অকর্ত্তব্য।

এই বলিয়া শান্তি পুনরপি পুস্তকে মন দিল। পরাস্ত হইয়া জীবানন্দ পৃথক্ শয্যা রচনা করিয়া শয়ন করিলেন।



আনন্দমঠ

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ



কাল ৭৬ সাল ঈশ্বরকৃপায় শেষ হইল। বাঙ্গালার ছয় আনা রকম মনুষ্যকে—কত কোটি তা কে জানে,—যমপুরে প্রেরণ করাইয়া সেই দুর্ব্বৎসর নিজে কালগ্রাসে পতিত হইল। ৭৭ সালে ঈশ্বর সুপ্রসন্ন হইলেন। সুবৃষ্টি হইল, পৃথিবী শস্যশালিনী হইল, যাহারা বাঁচিয়াছিল, তাহারা পেট ভরিয়া খাইল। অনেকে অনাহারে বা অল্পাহারে রুগ্ন হইয়াছিল, পূর্ণ আহার একেবারে সহ্য করিতে পারিল না। অনেকে তাহাতেই মরিল। পৃথিবী শস্যশালিনী, কিন্তু জনশূন্যা, গ্রামে

গ্রামে খালি বাড়ী পড়িয়া পশুগণের বিশ্রামভূমি এবং প্রেতভয়ের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। দেশ জঙ্গলে পূর্ণ হইল। বাঙ্গালায় শস্য জন্মে, খাইবার লোক নাই; বিক্রেয় জন্মে, কিনিবার লোক নাই, চাষায় চাষ করে, টাকা পায় না— জমিদারের খাজনা দিতে পারে না। রাজা জমিদারী কাড়িয়া লওয়ায়, জমিদার-সম্প্রদায় সর্ব্বহৃত হইয়া দরিদ্র হইতে লাগিল। বসুমতী বহুপ্রসবিনী হইলেন, তবু আর ধন জন্মে না, কাহারও ঘরে ধন নাই। যে যাহা পায়, কাড়িয়া খায়। চোর ডাকাতেরা মাথা তুলিল, সাধু ভীত হইয়া ঘরের মধ্যে লুকাইল।

এ দিকে সন্তান-সম্প্রদায় নিত্য সচন্দন তুলসীদলে বিষ্ণু-পাদপদ্ম পূজা করে; যার ঘরে বন্দুক পিস্তল আছে, কাড়িয়া আনে। ভবানন্দ বলিয়া দিয়াছিলেন, "ভাই! যদি এক দিকে একঘর মণি-মাণিক্য হীরক-প্রবালাদি দেখ, আর এক দিকে একটা ভাঙ্গা বন্দুক দেখ, মণি-মাণিক্য-হীরক-প্রবালাদি ছাড়িয়া ভাঙ্গা বন্দুকটি লইয়া আসিবে।"

তার পর তাহারা গ্রামে গ্রামে চর পাঠাইতে লাগিল। চর গ্রামে গিয়া যেখানে হিন্দু দেখে, বলে—"ভাই, বিষ্ণুপূজা করবি? এই বলিয়া ২০।২৫ জন জড় করিয়া মুসলমানের গ্রামে আসিয়া পড়িয়া মুসলমানদের ঘরে আগুন দেয়, মুসলমানেরা প্রাণরক্ষায় ব্যতিব্যস্ত হয়, সন্তানেরা তাহাদের সর্ব্বস্ব লুঠ করিয়া নূতন বিষ্ণুভক্তদিগকে বিতরণ করে। লুঠের ভাগ পাইয়া গ্রাম্যলোকে প্রীত হইলে বিষ্ণুমন্দিরে আনিয়া বিগ্রহের পাদস্পর্শ

করাইয়া তাহাদিগকে সন্তান করে। দিনে দিনে সন্তানসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দিনে দিনে শত শত, মাসে মাসে সহস্র সহস্র সন্তান আসিয়া ভবানন্দ-জীবানন্দের পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া, দলবদ্ধ হইয়া দিগ্‌দিগান্তরে বাহির হইতে লাগিল। যেখানে রাজপুরুষ পায়, ধরিয়া মারপিট করে, যেখানে সরকারী টাকা পায়, লুটিয়া ঘরে আনে ; এই সময়ে ওয়ারেন হেষ্টিংস সাহেব ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনারেল।

ওয়ারেন হেষ্টিংস প্রথমে ফৌজদারী সৈন্যের দ্বারা বিদ্রোহ-নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ফৌজদারী সিপাহীর এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, তাহারা কোন বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের মুখে হরিনাম শুনিলে পলায়ন করিত। অতএব নিরুপায় দেখিয়া ওয়ারেন হেষ্টিংস কাপ্তেন টমাস্ নামক একজন সুদক্ষ সৈনিককে অধিনায়ক করিয়া একদল কোম্পানীর সৈন্য বিদ্রোহ-নিবারণ জন্য প্রেরণ করিলেন।

কাপ্তেন টমাস্ পৌঁছিয়া বিদ্রোহ-নিবারণের অতি উত্তম বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। রাজার সৈন্য, জমিদারদিগের সৈন্য চাহিয়া লইয়া, কোম্পানীর সুশিক্ষিত শস্ত্রযুক্ত অত্যন্ত বলিষ্ঠ দেশী-বিদেশী সৈন্যের সঙ্গে মিলাইলেন। সেই সকল যোদ্ধৃবর্গকে বলিয়া দিলেন, "যেখানে বিদ্রোহ দেখিবে, পিপীলিকার মত তাহার প্রাণসংহার করিবে।" কোম্পানীর সৈনিকেরা বন্দুকে সঙ্গীন চড়াইয়া সন্তানবধে ধাবিত হইল। কিন্তু সন্তানেরা এখন অসংখ্য, অজেয়—কাপ্তেন টমাসের সৈন্যদল চাষার কাস্তের নিকট শস্যের ন্যায় কর্ত্তিত হইতে লাগিল। হরি হরি ধ্বনিতে কাপ্তেন টমাসের কর্ণ বধির হইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তখন কোম্পানীর অনেক রেশমের কুঠি ছিল। শিবগ্রামে ঐরূপ এক কুঠি ছিল। ডানিওয়ার্থ সাহেব সেই কুঠির ফ্যাক্টর অর্থাৎ অধ্যক্ষ ছিলেন। তখনকার কুঠি সকলের রক্ষার জন্য সুব্যবস্থা ছিল। ডানিওয়ার্থ সেইজন্য কোনপ্রকারে প্রাণরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী-কন্যাদিগকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এবং তিনি স্বয়ং সন্তানদিগের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। সেই প্রদেশে এই সময়ে কাপ্তেন টমাস্ সাহেব দুই চারি দল ফৌজ লইয়া তশরিফ আনিয়াছিলেন। এখন কতকগুলো চোয়াড়, হাড়ি, ডোম, বাগ্দা, বুনো সন্তানদিগের উৎসাহ দেখিয়া, পরদ্রব্যাপহরণে উৎসাহী হইয়াছিল। তাহারা কাপ্তেন টমাসের রসদ আক্রমণ করিল। কাপ্তেন টমাসের সৈন্যের জন্য গাড়ী গাড়ী বোঝাই উত্তম ঘি, ময়দা, মুরগী, চাল যাইতেছিল—দেখিয়া ডোম-বাগ্দীর দল লোভ সম্বরণ করিতে পারে নাই। তাহারা গিয়া গাড়ী আক্রমণ করিল, কিন্তু কাপ্তেন টমাসের সিপাহীদিগের হস্তস্থিত বন্দুকের দুই চারিটি গুঁতা খাইয়া ফিরিয়া আসিল। কাপ্তেন টমাস্ তৎক্ষণেই কলিকাতায় রিপোর্ট পাঠাইলেন যে, আজ ১৫৭ জন সিপাহী লইয়া ১৪, ৭৩০ বিদ্রোহী পরাজয় করা গিয়াছে। বিদ্রোহীদিগের মধ্যে ২,১৫৩ জন মরিয়াছে, ১,২৩৩ জন আহত হইয়াছে, ৭ জন বন্দী হইয়াছে। কেবল শেষ কথাটি সত্য। কাপ্তেন টমাস্ দ্বিতীয় ব্লনহিম বা রসবাকের যুদ্ধ জয় করিয়াছি মনে করিয়া গোঁপ দাড়ি চুমরাইয়া নির্ভয়ে ইতস্ততঃ বেড়াইতে

লাগিলেন এবং ডানিওয়ার্থ সাহেবকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন যে, আর কি, এক্ষণে বিদ্রোহ নিবারণ হইয়াছে, তুমি স্ত্রীপুত্রদিগকে কলিকাতা হইতে লইয়া আইস। ডানিওয়ার্থ সাহেব বলিলেন, "তা হইবে, আপনি দশ দিন এখানে থাকুন, দেশ আর একটু স্থির হউক, স্ত্রীপুত্র লইয়া আসিব।"

এ দিকে ভবানন্দ রাগে মনে মনে গর্‌গর্‌ করিতেছেন; ভাবিতেছেন কবে এই কাপ্তেন টমাস্‌ সাহেব-বাহাদুরের মাথাটি কাটিয়া দ্বিতীয় সম্বরারি বলিয়া উপাধি ধারণ করিবে; ভবানন্দ ভাবিতেছিলেন, এ অসুরের বংশ একদিনে নিপাত করিব, সকলে জমা হউক, একটু অসতর্ক হউক, আমরা এখন একটু তফাৎ থাকি। সুতরাং তাঁহারা একটু তফাৎ রহিলেন।

সাহেব-বাহাদুর শিকার বড় ভালবাসেন, মধ্যে মধ্যে শিব-গ্রামের নিকটবর্ত্তী অরণ্যে মৃগয়ায় বাহির হইতেন। একদিন ডানিওয়ার্থ সাহেবের সঙ্গে অশ্বারোহণে কতকগুলি শিকারী লইয়া কাপ্তেন টমাস্‌ শিকারে বাহির হইয়াছিলেন। সেই নিবিড় অরণ্য ব্যাঘ্র, মহিষ, ভল্লুকাদিতে অতিশয় ভয়ানক। বহুদূর আসিয়া শিকারীরা আর যাইতে অস্বীকৃত হইল; বলিল, "ভিতরে আর পথ নাই, আমরা আর যাইতে পারিব না।" ডানিওয়ার্থ সাহেব সেই অরণ্যমধ্যে এমন ভয়ানক ব্যাঘ্রের হাতে পড়িয়া ছিলেন যে, তিনিও আর যাইতে অনিচ্ছুক হইলেন। তাঁহারা সকলে ফিরিতে চাহিলেন। কাপ্তেন টমাস্‌ বলিলেন, "তোমরা ফের, আমি ফিরিব না।"

সাহেব ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া কাঁধে বন্দুক লইয়া একা অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ ব্যাঘ্রের অন্বেষণ করিতে করিতে ব্যাঘ্র দেখিলেন না। কি দেখিলেন? এক বৃহৎ বৃক্ষতলে প্রস্ফুটিত কুসুমযুক্ত লতাগুল্মাদিতে বেষ্টিত হইয়া বসিয়া ও কে?—এক নবীন সন্ন্যাসী, রূপে বন আলো করিয়াছে। কাপ্তেন টমাস্ সাহেব বিস্মিত হইলেন, বিস্ময়ের পরই তাঁহার ক্রোধ উপস্থিত হইল। কাপ্তেন সাহেব দেশী ভাষা বিলক্ষণ জানিতেন, বলিলেন, "টুমি কে?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমি সন্ন্যাসী।"

কাপ্তেন বলিলেন, "টুমি rebel, হামি টোমায় গুলী করিয়া মাড়িব।"

সন্ন্যাসী—মার।

কাপ্তেন একটু মনে সন্দেহ করিতেছিলেন যে, গুলী মারিবেন কি না, এমন সময় বিদ্যুদ্বেগে সেই নবীন সন্ন্যাসী তাঁহার উপর পড়িয়া তাঁহার হাত হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইল। সন্ন্যাসী বক্ষাবরণ-চর্ম্ম খুলিয়া ফেলিয়া দিল। একটানে জটা খুলিয়া ফেলিল। কাপ্তেন টমাস্ সাহেব দেখিলেন, অপূর্ব্ব স্ত্রীমূর্ত্তি। সুন্দরী হাসিতে হাসিতে বলিল, "সাহেব, আমি স্ত্রীলোক, কাহাকেও আঘাত করি না। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, হিন্দু-মুসলমানে মারামারি হইতেছে তোমরা মাঝখানে কেন? আপনার ঘরে ফিরিয়া যাও।"

সাহেব। টুমি হামরা গোড়ে * ঠাকিবে ?

শান্তি। আমারও একটা জিজ্ঞাসা আছে, আমাদের ঘরে একটা রূপী বাঁদর ছিল, সেটা সম্প্রতি ম'রে গেছে ; কোটর খালি পড়ে আছে। কোমরে ছেকল দেবো, তুমি ঐ কোটরে থাকবে ? আমাদের বাগানে বেশ মর্ত্তমান কলা হয়।

সাহেব। তুমি বড় spirited woman আছে, টোমাড় courageএ হামি খুসি আছে। টুমি হামাড় গোড়ে চল।

শান্তি। তবে তোমায় আমায় একটা কথা থাক্, যুদ্ধ ত দুদিন চারদিনে হইবেই। যদি তুমি জেত, তবে আমি তোমার হইয়া থাকিব, স্বীকার করিতেছি, যদি বাঁচিয়া থাকি। আর যদি আমরা জিতি, তবে তুমি আসিয়া আমাদের কোটরে বাঁদর সেজে কলা খাবে ত ?

সাহেব। কলা খাইটে উট্টম জিনিষ। এখন আছে ?

শান্তি। নে তোর বন্দুক নে। এমন বুনো জাতের সঙ্গেও কেউ কথা কয়।

শান্তি বন্দুক ফেলিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

---

* ঘরে

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শান্তি সাহেবকে ত্যাগ করিয়া হরিণীর ন্যায় ক্ষিপ্রচরণে বনমধ্যে কোথায় প্রবিষ্ট হইল। সাহেব কিছু পরে শুনিতে পাইলেন, স্ত্রীকণ্ঠে গীত হইতেছে—

"এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে ?
হরে মুরারে! হরে মুরারে।
জলেতে তুফান হয়েছে,
আমার নূতন তরী ভাসল সুখে,
মাঝিতে হাল ধরেছে,
হরে মুরারে! হরে মুরারে!
ভেঙ্গে বালির বাঁধ, পূরাই মনের সাধ,
জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটেছে রাখিবে কে ?
হরে মুরারে! হরে মুরারে!"

যেখানে অতি নিবিড় বন, শান্তি তাহারই মধ্যে প্রবেশ করিল। সেইখানেই সেই শাখাপল্লবরাশির মধ্যে লুক্কায়িত একটি ক্ষুদ্র কুটীর আছে; তাহারই ভিতরে লতাদ্বার মোচন করিয়া শান্তি প্রবেশ করিল। সেখানে জীবানন্দ বসিয়া সারেঙ্গ বাজাইতেছিলেন।

জীবানন্দ শান্তিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত দিনের পর জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটেছে কি ?"

শান্তি হাসিয়া উত্তর করিল, "নালা-ডোবায় কি জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটে ?"

জীবানন্দ বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন, "দেখ শান্তি! একদিন আমার ব্রতভঙ্গ হওয়ায় আমার প্রাণ ত' উৎসর্গই হইয়াছে। যে পাপ, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে। কিন্তু একটা ঘোরতর যুদ্ধের বিলম্ব নাই। সেই যুদ্ধের ক্ষেত্রে, আমার সে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। আমার মরিবার দিন—"

শান্তি আর বলিতে না দিয়া বলিল,—"আমি তোমার ধর্ম্ম-পত্নী—সহধর্ম্মিণী, ধর্ম্মে সহায়। দুইজন একত্র সেই ধর্ম্মাচরণ করিব বলিয়া গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়া বনে বাস করিতেছি। ধর্ম্মপত্নী হইয়া তোমার ধর্ম্মের বিঘ্ন করিব কেন? বিবাহ ইহ-কালের জন্য এবং পরকালের জন্য। ইহকালের জন্য যে বিবাহ, মনে কর, তাহা আমাদের হয় নাই। আমাদের বিবাহ কেবল পরকালের জন্য। পরকালে দ্বিগুণ ফল ফলিবে। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের কথা কেন? তুমি কি পাপ করিয়াছ? তোমার প্রতিজ্ঞা—স্ত্রীলোকের সঙ্গে একাসনে বসিবে না। কৈ, কোন দিন ত একাসনে বসো নাই। প্রায়শ্চিত্ত কেন? হায় প্রভু! তুমি আমার গুরু, আমি কি তোমায় ধর্ম্ম শিখাইব? তুমি বীর, আমি তোমায় বীরব্রত শিখাইব?

জীবানন্দ আহ্লাদে গদ্‌গদ হইয়া বলিলেন, "শিখাইলে ত!"

শান্তি বলিল, "বল 'বন্দে মাতরম্'।"

তখন দুইজনে গলা মিলাইয়া 'বন্দে মাতরম্' গায়িল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভবানন্দ গোস্বামী একদা নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রশস্ত রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া একটা অন্ধকার গলির ভিতর প্রবেশ করিলেন। গলির পাশের একটি দোতলা বাড়ীতে ভবানন্দ ঠাকুর প্রবেশ করিলেন। নিম্নতলে একটি ঘরে যেখানে অর্দ্ধবয়স্কা একটি স্ত্রীলোক পাক করিতেছিল, সেইখানে গিয়া ভবানন্দ মহাপ্রভু বলিলেন,—"ঠাকুরুণদিদি, প্রাতঃপ্রণাম।"

ঠাকুরুণদিদি ভবানন্দকে দেখিয়া শশব্যস্তে বস্ত্রাদি সামলাইতে লাগিলেন। পরম ব্রীড়াবতী গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন, "কে গোঁসাইঠাকুর? এস, এস! আমায় আবার প্রাতঃপ্রণাম কেন ভাই?

ভব। তুমি ঠান্‌দিদি যে।

গৌরী। আদর ক'রে বল বলিয়া। তোমরা হ'লে গোঁসাই মানুষ, দেবতা!

ভবানন্দ অতিকষ্টে হাস্যসংবরণ করিয়া বলিলেন, "সে কেমন আছে? তুমি গিয়া বলিয়া আইস, আমি আসিয়াছি, একবার সাক্ষাৎ করিব।"

গৌরী দেবী তখন ভাতের কাঠি ফেলিয়া, হাত ধুইয়া বড় বড় ধাপের সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া, দোতলার উপর উঠিতে লাগিল। একটি ঘরে ছেঁড়া মাদুরের উপর বসিয়া এক অপূর্ব্বসুন্দরী। কিন্তু সৌন্দর্য্যের উপর এক ঘোরতর ছায়া আছে। মধ্যাহ্নে

কূলপরিপ্লাবিনী প্রসন্নসলিলা বিপুলজল-কল্লোলিনী স্রোতস্বতীর বক্ষের উপর অতি নিবিড় মেঘের ছায়ার ন্যায় কিসের ছায়া আছে। এখন দেখিলে বোধ হয়, ইনি দেবলোকে শাপগ্রস্তা দেবী। ইঁহার চারিপার্শ্বে দুই তিনখানা তুলটের পুঁথি পড়িয়া আছে। দেওয়ালের গায়ে হরিনামের মালা টাঙ্গান আছে। সেই গৃহমধ্যে ভবানন্দ প্রবেশ করিলেন।

ভবানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন কল্যাণি, শারীরিক মঙ্গল ত?"

কল্যাণী। এ প্রশ্ন কি আপনি ত্যাগ করিবেন না?

ভব। তোমার মৃতদেহে আমি জীবন রোপণ করিয়াছিলাম, যে বৃক্ষ রোপণ করে, গাছ বাড়িলেই তাহার সুখ। বাড়িতেছে কিনা, জিজ্ঞাসা করিব না কেন?

ক। বিষবৃক্ষের কি ক্ষয় আছে?

ভব। জীবন কি বিষ?

ক। জীবনই বিষময়।

ভব। সত্য কল্যাণি, আমার জীবন বিষময়। যে দিন অবধি…, তোমার ব্যাকরণ শেষ হইয়াছে?

ক। না। ভাল লাগে না। আপনার মতন পণ্ডিতও যখন মহাপাপিষ্ঠ, লেখাপড়া না করাই ভাল। আমার স্বামীর সংবাদ কি প্রভু?

ভব। বার বার সে সংবাদ কেন জিজ্ঞাসা কর? তিনি ত তোমার পক্ষে মৃত।

ক। আমি তাঁর পক্ষে মৃত, তিনি আমার পক্ষে নন। তিনি কেমন আছেন?—কোথায় আছেন?—পদচিহ্নে?

ভবা। সেখানেই আছেন।

ক। কি কাজ করিতেছেন?

ভব। যাহা করিতেছিলেন। দুর্গনির্ম্মাণ, অস্ত্র-নির্ম্মাণ। তাঁহারই নির্ম্মিত অস্ত্রে সহস্র সহস্র সন্তান সজ্জিত হইয়াছে। সন্তান মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ। তিনি আমাদিগের মহৎ উপকার করিতেছেন। তিনি আমাদিগের দক্ষিণবাহু।

ক। আমি প্রাণত্যাগ না করিলে কি এত হইত? যার বুকে কাদাপোরা কলসী বাঁধা, সে কি ভবসমুদ্রে সাঁতার দিতে পারে? কেন সন্ন্যাসী, তুমি এ ছার জীবন রাখিয়াছিলে? ব্রহ্মচারি! এ প্রাণ তুমি ফিরিয়া দিলে কেন?

ভব। কল্যাণি! যে প্রাণ তোমায় দিয়াছি, তাহা কি তুমি আমায় দিতে পার? তুমি আবার বিবাহ করিতে পার, তোমার পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে। বিবাহ করিবে?

ক। তোমার সঙ্গে নাকি?

ভব। যদি তাই হয়?

ক। সন্তান ধর্ম্ম কোথায় থাকিবে?

ভব। অতল জলে।

ক। পরকাল?

ভব। অতল জলে।

ক। কিসের জন্য অতল জলে ডুবাইবে?

ভব। তোমার জন্য। দেখ, মনুষ্য হউন, ঋষি হউন, সিদ্ধ হউন, দেবতা হউন,—চিত্ত অবশ; আমি জানিতাম না যে, সংসারে এ রূপরাশি আছে।

ক। তোমারই মুখে শুনিয়াছি যে, সন্তান-ধর্ম্মের এই এক নিয়ম যে, যে ইন্দ্রিয়পরবশ হয়, তার প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু।

ভব। এ কথা সত্য। আমার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু। কেন না, আমার চিত্ত ইন্দ্রিয়ের বশ হইয়াছে।

ক। তবে তুমি বিদায় হও। ব্রতচ্যুত অধর্ম্মী!

ভবানন্দ বিদায় হইলেন, কল্যাণী পুঁথি পড়িতে বসিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভবানন্দ ভাবিতে ভাবিতে মঠে চলিলেন। যাইতে যাইতে রাত্রি হইল। বনমধ্যে একাকী প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, বনমধ্যে আর এক ব্যক্তি তাঁহার আগে আগে যাইতেছে। ভবানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে হে যাও?"

অগ্রগামী ব্যক্তি বলিল, "জিজ্ঞাসা করিতে জানিলে উত্তর দিই—আমি পথিক।"

ভব। "বন্দে"

অগ্রগামী ব্যক্তি বলিল, "মাতরম্"

ভব। আমি ভবানন্দ গোস্বামী।

অগ্রগামা। আমি ধীরানন্দ।

ভব। ধীরানন্দ, কোথায় গিয়াছিলে ?

ধীর। আপনারই সন্ধানে। আপনি নগরে গিয়াছিলেন ? গোরী দেবীর গৃহে ?

ভব। হাঁ।

ধীর। সেখানে একটি পরমা সুন্দরী যুবতী বাস করে ?

ভবানন্দ কিছু বিস্মিত, কিছু ভীত হইলেন। বলিলেন,—"এ সকল কি কথা ?"

ধীর। আপনি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন ?

ভব। তারপর ?

ধীর। আপনি সেই কামিনীর প্রতি অতিশয় অনুরক্ত।

ভবা। (কিছু ভাবিয়া) ধীরানন্দ, কেন এত সন্ধান লইলে ? দেখ ধীরানন্দ, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সকলই সত্য। তুমি ভিন্ন আর কয়জন এ কথা জানে ?

ধীর। আর কেহ না।

ভব। তবে তোমাকে বধ করিলেই আমি কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইতে পারি। হয় তোমাকে বধ করিয়া আমি নিষ্কণ্টক হই, নয় তুমি আমাকে বধ করিয়া আমার সকল জ্বালা নির্ব্বাণ কর।

ভবানন্দ তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া ধীরানন্দের স্কন্ধে স্থাপিত করিলেন। ধীরানন্দ না পলায়।

ধীর। আমি এই বলিতেছিলাম ;—তুমি কল্যাণীকে বিবাহ কর—

ভব। তুমি কি অভিপ্রায়ে আমাকে অধর্ম্মে মতি দিতে আসিয়াছ? অবশ্য তোমার কোন স্বার্থ আছে।

ধীর। স্ত্রী-পুত্রের মুখ দেখিয়া দিনপাত করিবার জন্য বড় উতলা হইয়াছি। আমি এ সন্তান-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব। কিন্তু বিদ্রোহী বলিয়া আমাকে অনেকে চিনে, ঘরে গিয়া বসিলেই, হয় রাজপুরুষে মাথা কাটিয়া লইয়া যাইবে, নয় সন্তানেরাই বিশ্বাসঘাতক বলিয়া মারিয়া ফেলিয়া চলিয়া যাইবে। এই জন্য তোমাকে আমার পথে লইয়া যাইতে চাই।

ভব। কেন, আমায় কেন?

ধীর। এই সন্তানেরা তোমার আজ্ঞাধীন—সত্যানন্দ এখন এখানে নাই, তুমি ইহার নায়ক। তুমি এই সেনা লইয়া যুদ্ধ কর, তোমার জয় হইবে, ইহা আমার দৃঢ়বিশ্বাস। যুদ্ধজয় হইলে তুমি কেন স্বনামে রাজ্য স্থাপন কর না, সেনা ত তোমার আজ্ঞাকারী। আমি তোমার অনুচর হইয়া স্ত্রী-পুত্রের মুখাবলোকন করিয়া দিনাপাত করি। সন্তান-ধর্ম্ম অতল জলে ডুবাইয়া দাও।

ভবানন্দ ধীরানন্দের স্কন্ধ হইতে তরবারি ধীরে ধীরে নামাইলেন। বলিলেন, "ধীরানন্দ! যুদ্ধ কর, তোমায় বধ করিব। আমি ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়া থাকিব, কিন্তু বিশ্বাসহন্তা নই।" ধীরানন্দ কথা শেষ হইতে না হইতেই ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মঠে না গিয়া ভবানন্দ গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই জঙ্গলমধ্যে এক প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ আছে। সেখানে অসংখ্য সর্পের বাস। ভগ্ন প্রকোষ্ঠের মধ্যে একটি অপেক্ষাকৃত অভগ্ন ও পরিষ্কৃত ছিল, ভবানন্দ গিয়া তাহার উপরে উপবেশন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

রজনী ঘোর তমোময়ী। তাহাতে সেই অরণ্য অতিশয় নিবিড়, বৃক্ষলতা দুর্ভেদ্য, বন্যপশুরও গমনাগমনের বিরোধী। রবের মধ্যে দূরে ব্যাঘ্রের হুঙ্কার অথবা বন্য শ্বাপদের ক্ষুধা, ভীতি ও আস্ফালনের বিকট শব্দ। কদাচিৎ পক্ষীর পক্ষকম্পন, কদাচিৎ বধ্য এবং বধ্যকারী পশুদিগের দ্রুতগমন শব্দ। সেই ভগ্ন অট্টালিকার উপরে বসিয়া একা ভবানন্দ। ভবানন্দ কপালে হাত দিয়া ভাবিতেছিলেন; স্পন্দ নাই, নিশ্বাস নাই, ভয় নাই, অতি প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন। মনে মনে বলিতেছিলেন, "যাহা ভবিতব্য, তাহা অবশ্য হইবে। আমি ইন্দ্রিয়স্রোতে ভাসিয়া গেলাম, ইহাই আমার দুঃখ। এক মুহূর্ত্তে দেহের ধ্বংসেই ইন্দ্রিয়ের ধ্বংস—আমি সেই ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইলাম? আমার মরণ শ্রেয়ঃ। ধর্ম্মত্যাগী? ছি! মরিব। আমায় ধর্ম্মে মতি দাও, আমায় পাপ হইতে বিরত কর। ধর্ম্মে,—হে গুরুদেব! ধর্ম্মে যেন আমার মতি থাকে।"

তখন সেই ভীষণ কাননমধ্য হইতে অতি মধুর অথচ গম্ভীর, মর্ম্মভেদী মনুষ্যকণ্ঠ শ্রুত হইল; কেহ বলিল, "ধর্ম্মে তোমার মতি থাকিবে—আশীর্ব্বাদ করিলাম।"

ভবানন্দের শরীরে রোমাঞ্চ হইল। "এ কি এ? এ যে গুরুদেবের কণ্ঠ! মহারাজ, কোথায় আপনি? এ সময়ে দাসকে দর্শন দিন।"

কিন্তু কেহ দর্শন দিল না—কেহ উত্তর করিল না। ভবানন্দ পুনঃ পুনঃ ডাকিলেন—উত্তর পাইলেন না। এদিক্ ওদিক্ খুঁজিলেন, কোথাও কেহ নাই।

যখন রজনী-প্রভাতে প্রাতঃসূর্য্য উদিত হইয়া বৃহৎ অরণ্যের শিরঃস্থ শ্যামল পত্ররাশিতে প্রতিভাসিত হইতেছিল, তখন ভবানন্দ মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কর্ণে প্রবেশ করিল, —"হরে মুরারে! হরে মুরারে!" চিনিলেন, সত্যানন্দের কণ্ঠ। বুঝিলেন, প্রভু প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

জীবানন্দ কুটীর হইতে বাহির হইয়া গেলে পর, শান্তি দেবী আবার সারঙ্গ লইয়া মৃদু রবে সঙ্গীত করিতে লাগিলেন :—

"প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিত-বহিত্রচরিত্রমখেদম্
কেশব ধৃতমীনশরীর
জয় জগদীশ হরে !"

মধুর স্তোত্র যখন শান্তিদেবীকণ্ঠ নিঃসৃত হইয়া অনন্ত কাননের অনন্ত নীরবতা বিদীর্ণ করিয়া, মধুর হইয়া আসিল, তখন বাহির হইতে কে গম্ভীর মেঘগর্জ্জনবৎ তানে গায়িল :—

"ম্লেচ্ছ-নিবহনিধনে কলয়সি করবালম্
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্ ;
কেশব ধৃতকল্কিশরীর
জয় জগদীশ হরে ।"

শান্তি ভক্তিভাবে প্রণত হইয়া সত্যানন্দের পদধূলি গ্রহণ করিল ; বলিল, "প্রভো, আমি এমন কি ভাগ্য করিয়াছি যে, আপনার শ্রীপাদপদ্ম এখানে দর্শন পাই—আজ্ঞা করুন, আমাকে কি করিতে হইবে ?—বলিয়া সারঙ্গে সুর দিয়া শান্তি আবার গায়িল :—

"তব চরণপ্রণতা বয়মিতি ভাবয় কুরু কুশলং প্রণতেষু ।"

সত্যানন্দ বলিলেন, "মা, তোমার কুশলই হইবে ।"

শান্তি। কিসে ঠাকুর?—তোমার তো আজ্ঞা আছে—আমার বৈধব্য!

সত্য। তোমাকে আমি চিনিতাম না। মা তুমি আমার অপেক্ষা জ্ঞানী, ইহার উপায় তুমি কর, জীবানন্দকে বলিও না যে, আমি সকল জানি। তোমার প্রলোভনে তিনি জীবন রক্ষা করতে পারেন, এত দিন করিতেছেন, তাহা হইলে আমার কার্য্যোদ্ধার হইতে পারে।

শান্তি বলিল, "কি ঠাকুর! আমি ও আমার স্বামী এক আত্মা, যাহা যাহা তোমার সঙ্গে কথোপকথন হইল, সবই বলিব।

ব্রহ্মচারী বলিলেন যে, "আমি কখন হারি নাই, আজ তোমার কাছে হারিলাম। মা, আমি তোমার পুত্র; সন্তানকে স্নেহ কর, জীবানন্দের প্রাণরক্ষা কর, আপনার প্রাণরক্ষা কর, আমার কার্য্যোদ্ধার হইবে।"

শান্তি বলিল, "আমার স্বামীর ধর্ম্ম আমার স্বামীর হাতে; আমি তাঁহাকে ধর্ম্ম হইতে বিরত করিবার কে? ইহলোকে স্ত্রীর পতি দেবতা, কিন্তু পরকালে সবারই ধর্ম্ম দেবতা—আমার কাছে আমার পতি বড়, তার অপেক্ষা আমার ধর্ম্ম বড়, তার অপেক্ষা আমার স্বামীর ধর্ম্ম বড়। মহারাজ! তোমার কথায় আমার স্বামী মরিতে হয় মরিবেন, আমি বারণ করিব না।"

ব্রহ্মচারী তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "মা, এ ঘোর ব্রতে বলিদান আছে। কিন্তু দেখ, কাজ করিয়া মরিতে

হইবে, বিনা কার্য্যে কি মরা ভাল ?—আমি কেবল দেশকে মা বলিয়াছি, আর কাহাকেও বলি নাই, কেন না, সেই সুজলা সুফলা ধরণী ভিন্ন আমরা অনন্যমাতৃক। আর তোমাকে মা বলিলাম, তুমি মা হইয়া সন্তানের কাজ কর, যাহাতে কার্য্যোদ্ধার হয়, তাহা করিও। জীবনন্দের প্রাণরক্ষা করিও। তোমার প্রাণরক্ষা করিও।" এই বলিয়া সত্যানন্দ নিস্ক্রান্ত হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ক্রমে সন্তান-সম্প্রদায় মধ্যে সংবাদ প্রচারিত হইল যে, সত্যানন্দ আসিয়াছেন, তিনি সকলকে আহ্বান করিয়াছেন। তখন দলে দলে সন্তান-সম্প্রদায় আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। রাত্রিতে নদীসৈকত-পার্শ্বে বৃহৎ কাননমধ্যে দশ সহস্র সন্তান সমবেত হইল। তখন সকলেই পরস্পরের মুখে সত্যানন্দের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মহা কোলাহল ধ্বনি করিতে লাগিল। সত্যানন্দ কিজন্য কোথায় গিয়াছিলেন তাহা সাধারণে জানিত না। প্রবাদ সেই যে, তিনি সন্তানদিগের মঙ্গলকামনায় তপস্যার্থ হিমালয়ে প্রস্থান করিয়াছিলেন। আজ সকলে কানাকানি করিতে লাগিল, "মহারাজের তপঃসিদ্ধ হইয়াছে—আমাদের রাজ্য হইবে।" তখন বড় কোলাহল হইতে লাগিল। কেহ বলে "ভাই এমন দিন কি হইবে, তুচ্ছ বাঙ্গালী হইয়া

রণক্ষেত্রে এ শরীর পাত করিব ?" দশ সহস্র লোকের কল-কল রব, আর মধ্যে মধ্যে সেই সর্ব্বজন-মনোরম—বন্দেমাতরম্। সত্যানন্দ আসিয়া সেই সমবেত সন্তানমণ্ডলীর মধ্যে দাঁড়াইলেন। তখন সেই দশ সহস্র সন্তান-মস্তক বৃক্ষবিচ্ছেদ-পতিত চন্দ্রকিরণে প্রভাসিত হইয়া শ্যামল তৃণভূমে প্রণত হইল।

সত্যানন্দ তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "হে সন্তানগণ! তোমাদের সঙ্গে আজ আমার বিশেষ কথা আছে। টমাস্‌নামা একজন বিধর্ম্মী দুরাত্মা বহুতর সন্তান নষ্ট করিয়াছে। আজ রাত্রে আমরা তাহাকে সসৈন্যে বধ করিব।"

ভীষণ হরিধ্বনিতে কানন বিদীর্ণ করিল। "এখনই মারিব, কোথায় তারা দেখাইয়া দিবে চল।" "মার! মার! শত্রু মার।" তখন সত্যানন্দ বলিলেন, "সে জন্য আমাদিগকে একটু ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে হইবে। শত্রুদের কামান আছে—কামান ব্যতীত তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ সম্ভবে না। পদচিহ্নের দুর্গ হইতে ১৭টা কামান আসিতেছে—কামান পৌঁছিলে আমরা যুদ্ধযাত্রা করিব। ঐ দেখ, প্রভাত হইতেছে,—বেলা চারিদণ্ড হইলেও—ও কি ও—"

"গুড়ুম—গুড়ুম—গুম্!" অকস্মাৎ চারিদিকে বিশাল কাননে তোপের আওয়াজ হইতে লাগিল। তোপ ইংরেজের। জালনিবদ্ধ মীনদলবৎ কাপ্তেন টমাস্ সন্তান সম্প্রদায়কে এই আম্রকাননে ঘিরিয়া বধ করিবার উদ্যোগ করিয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ

সত্যানন্দ আদেশ করিলেন, "তোমরা দেখ কিসের তোপ।" কয়েকজন সন্তান তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণ করিয়া দেখিতে ছুটিল; কিন্তু তাহারা কানন হইতে বাহির হইয়া কিছুদূর গেলেই শ্রাবণের ধারার ন্যায় গোলা তাহাদের উপর বৃষ্টি হইল, তাহারা অশ্ব সহিত আহত হইয়া সকলেই প্রাণত্যাগ করিল। দূর হইতে সত্যানন্দ তাহা দেখিলেন। বলিলেন, "উচ্চ বৃক্ষে উঠ, দেখ কি?" তিনি বলিবার অগ্রেই জীবানন্দ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া প্রভাতকিরণে দেখিতেছিলেন। তিনি বৃক্ষের উপরিস্থ শাখা হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "তোপ ইংরেজের।" সত্যানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "অশ্বারোহী, না পদাতিক?"

জীব। দুই-ই আছে।

তখন সত্যানন্দ জীবানন্দকে বলিলেন, "তুমি গাছ হইতে নাম।"

জীবানন্দ গাছ হইতে নামিলেন।

সত্যানন্দ বলিলেন, "দশ-হাজার সন্তান উপস্থিত আছে, কি করিতে পার দেখ। তুমি আজ সেনাপতি।" জীবানন্দ সশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উল্লম্ফনে অশ্বে আরোহণ করিলেন। তখন সেই দশ সহস্র সন্তান এককণ্ঠে নদী, কানন, আকাশ প্রতিধ্বনিত

করিয়া, তোপের শব্দ ডুবাইয়া দিয়া, সহস্র সহস্র বাহু উত্তোলন করিয়া গায়িল,—"জয় জগদীশ হরে!"

এমন সময়ে সেই ইংরেজের গোলাবৃষ্টি আসিয়া কাননমধ্যে সন্তান-সম্প্রদায়ের উপর পড়িতে লাগিল। কেহ গায়িতে গায়িতে ছিন্নমস্তক, ছিন্নবাহু, ছিন্নহৃৎপিণ্ড হইয়া মাটিতে পড়িল, তথাপি কেহ গীত বন্ধ করিল না। সকলে গায়িতে লাগিল, "জয় জগদীশ হরে!" গীত সমাপ্ত হইলে সকলেই একেবারে নিস্তব্ধ হইল।

তখন সত্যানন্দ সেই গভীর নিস্তব্ধতা মধ্যে অতি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "জগদীশ হরি তোমাদিগকে কৃপা করিবেন—তোপ কত দূর?"

উপর হইতে একজন বলিল, "এই কাননের অতি নিকটে একখানা ছোট মাঠ পার মাত্র।"

সত্যানন্দ বলিলেন, "কে তুমি?"

উপর হইতে উত্তর হইল, "আমি নবীনানন্দ।"

তখন সত্যানন্দ বলিলেন, "তোমরা দশ সহস্র সন্তান, আজ তোমাদেরই জয় হইবে, তোপ কাড়িয়া লও।" তখন অগ্রবর্ত্তী অশ্বারোহী জীবানন্দ বলিলেন, "আইস।"

সেই দশ সহস্র সন্তান—অশ্ব ও পদাতি, অতিবেগে জীবানন্দের অনুবর্ত্তী হইল। বহুতর সন্তান বিনাযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া ভূমিশায়ী হইল। একজন জীবানন্দকে বলিল, "জীবানন্দ, অনর্থক প্রাণিহত্যায় কাজ কি?"

জীবানন্দ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন,—ভবানন্দ। জীবানন্দ উত্তর করিলেন, "কি করিতে বল ?"

ভব। বনের ভিতর থাকিয়া বৃক্ষের আশ্রয় হইতে আপনাদিগের প্রাণরক্ষা করি—তোপের মুখে, পরিষ্কার মাঠে, বিনা তোপে এ সন্তানসৈন্য এক দণ্ড টিকিবে না; কিন্তু ঝোপের ভিতর থাকিয়া অনেকক্ষণ যুদ্ধ করা যাইতে পারিবে।

জীব। তুমি সত্য কথা বলিয়াছ, কিন্তু প্রভু আজ্ঞা করিয়াছেন, তোপ কাড়িয়া লইতে হইবে।

ভব। কার সাধ্য তোপ কাড়ে ? কিন্তু যদি যেতেই হবে তবে তুমি নিরস্ত হও, আমি যাইতেছি।

জীব। তা হবে না—ভবানন্দ! আজ আমার মরিবার দিন। আমার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

ভব। তুমি নিষ্পাপশরীর—তোমার প্রায়শ্চিত্ত নাই। আমার চিত্ত কলুষিত—আমাকেই মরিতে হইবে—তুমি থাক, আমি যাই।

জীব। ভবানন্দ! তোমার কি পাপ, আমি জানি না; কিন্তু তুমি থাকিলে, সন্তানের কার্য্যোদ্ধার হইবে। আমি যাই।

ভবানন্দ নীরব হইয়া শেষে বলিলেন, "মরিবার প্রয়োজন হয় আজি মরিব, যে দিন মরিবার প্রয়োজন হইবে, সেই দিনই মরিব, মৃত্যুর পক্ষে আবার কালাকাল কি ?"

জীব। তবে এসো।

এই কথার পর ভবানন্দ সকলের অগ্রবর্ত্তী হইলেন। তখন

দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে গোলা পড়িয়া সন্তান-সৈন্য খণ্ড-বিখণ্ড করিতেছে, ছিঁড়িয়া চিরিতেছে, উল্টাইয়া ফেলিয়া দিতেছে, তাহার উপর শত্রুর বন্দুকওয়ালা সিপাহী সৈন্য, অব্যর্থ লক্ষে সারি সারি সন্তানদলকে ভূমে পাড়িয়া ফেলিতেছে। এমন সময়ে ভবানন্দ বলিলেন, "এই তরঙ্গে আজ সন্তানকে ঝাঁপ দিতে হইবে—কে পার ভাই?" তখন উচ্চ নিনাদে সেই সহস্র কণ্ঠে সন্তান-সেনা তোপের তালে তালে গায়িল, "বন্দেমাতরম্!"

দশম পরিচ্ছেদ

সেই দশ সহস্র সন্তান "বন্দেমাতরম্" গায়িতে গায়িতে বল্লম উন্নত করিয়া তোপ-শ্রেণীর উপর গিয়া পড়িল। সেই সময় কাপ্তেন টমাসের আজ্ঞায় এক দল সিপাহী বন্দুকে সঙ্গীন চড়াইয়া প্রবলবেগে সন্তানদিগের দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করিল; দুই দিক্ হইতে আক্রান্ত হইয়া শত শত সন্তান বিনষ্ট হইতে লাগিল। জীবানন্দ বলিলেন, "ভবানন্দ, তোমারই কথা ঠিক, আর বৈষ্ণব-ধ্বংসের প্রয়োজন নাই, ধীরে ধীরে ফিরি। সম্মুখে ও দক্ষিণপার্শ্ব হইতে আক্রমণ হইতেছে। বামপার্শ্বে কেহ নাই, চল, অল্পে অল্পে ঘুরিয়া বামদিক্ দিয়া বেড়িয়া সরিয়া যাই।"

ভব। সরিয়া কোথায় যাইবে? সেখানে যে নদী—নূতন বর্ষায় নদী যে অতি প্রবল হইয়াছে। তুমি ইংরেজের গোলা হইতে পলাইয়া এই সন্তান-সেনা নদীর জলে ডুবাইবে?

জীব। নদীর উপর একটা পুল আছে আমার স্মরণ হইতেছে। এক কর্ম্ম কর, অল্পসংখ্যক সেনা তুমি সঙ্গে রাখ, এই যুদ্ধে তুমি যে সাহস ও চাতুর্য্য দেখাইলে—তোমার অসাধ্য কাজ নাই। তুমি সেই অল্পসংখ্যক সন্তান লইয়া সম্মুখ রক্ষা কর। আমি তোমার সেনার অন্তরালে অবশিষ্ট সন্তানগণকে পুল পার করিয়া লইয়া যাই। তোমার সঙ্গে যাহারা রহিল, তাহারা নিশ্চিত বিনষ্ট হইবে, আমার সঙ্গে যাহারা রহিল, তাহারা বাঁচিলে বাঁচিতে পারিবে।

ভব। আচ্ছা, আমি তাহা করিতেছি।

ইহা কাপ্তেন টমাস্ দেখিতে পাইলেন। সন্তান-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধান ভাগ পলাইতেছে দেখিয়া তিনি কাপ্তেন হে-নামা একজন সহযোগীকে বলিলেন, "আমি দুই চারিশত সিপাহী লইয়া এই উপস্থিত ভগ্ন বিদ্রোহীদিগকে নিহত করিতেছি, তুমি তোপগুলি ও অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া উহাদের প্রতি ধাবমান হও, বাম দিক্ দিয়া লেপ্টেনাণ্ট ওয়াট্সন্ যাইতেছে, দক্ষিণ দিক্ দিয়া তুমি যাও।"

'অতি দর্পে হত লঙ্কা।' কাপ্তেন টমাস্ সন্তানদিগকে অতিশয় ঘৃণা করিয়া, দুই শত মাত্র পদাতিক ভবানন্দের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য রাখিয়া আর সকল হে-র সঙ্গে পাঠাইলেন। চতুর ভবানন্দ তখন নিজ হতাবশিষ্ট দলকে ডাকিয়া বলিলেন,—"এই কয়েক জনকে নিহত করিয়া জীবানন্দের সাহায্যে আমাকে যাইতে হইবে।" তখন সেই অল্পসংখ্যক

সন্তান-সেনা “জয় জগদীশ হরে” বলিয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় কাপ্তেন টমাসের উপর লাফাইয়া পড়িল। ভবানন্দ তখন নিজে গিয়া কাপ্তেন টমাসের চুল ধরিলেন। ভবানন্দ বলিলেন, “কাপ্তেন সাহেব! তোমায় মারিব না, আপাততঃ তুমি বন্দী।”

কাপ্তেন টমাস্ তখন ভবানন্দকে বধ করিবার জন্য সঙ্গীন সহিত একটা বন্দুক উঠাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ভবানন্দ তাহাকে বাঘের মত ধরিয়াছিলেন, কাপ্তেন টমাস্ নড়িতে পারিল না। ভবানন্দ অনুচরবর্গকে বলিলেন, “ইহাকে বাঁধ।”

তখন সেই অল্পসংখ্যক সন্তানগণ কাপ্তেন টমাস্‌কে ঘোড়ায় বাঁধিয়া লইয়া “বন্দেমাতরম্” গায়িতে গায়িতে ওয়াট্‌সন্‌কে লক্ষ্য করিয়া ছুটিল।

জীবানন্দের ভগ্নোদ্যম সন্তান-সেনা কতকগুলি পলাইয়া আম্রকাননে আশ্রয় লইল। অবশিষ্ট সেনা জীবানন্দ ও ধীরানন্দ পুলের মুখে লইয়া গেলেন। কিন্তু সেখানে হে ও ওয়াট্‌সন্ তাহাদিগকে দুই দিক্ হইতে ঘিরিল। আর রক্ষা নাই।

একাদশ পরিচ্ছেদ

এমন সময় টমাসের তোপগুলি দক্ষিণে আসিয়া পৌঁছিল। তখন সন্তানের দল একেবারে ছিন্ন-ভিন্ন হইল, কাহারও বাঁচিবার আর আশা রহিল না। সেই সময়ে উচ্চৈঃশব্দ হইল, "পুলে যাও, পুলে যাও, ওপার যাও। নহিলে নদীতে ডুবিয়া মরিবে, ধীরে ধীরে ইংরেজ সেনার দিকে মুখ রাখিয়া পুলে যাও।"

জীবানন্দ চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে ভবানন্দ। ভবানন্দ বলিলেন, "জীবানন্দ! পুলে লইয়া যাও, রক্ষা নাই।" বহু সংখ্যক সন্তান একেবারে পুলের ভিতর প্রবেশ করায়, ইংরেজের তোপ সুযোগ পাইয়া পুল একেবারে ঝাঁটাইতে লাগিল। ভবানন্দ, জীবানন্দ, ধীরানন্দ একত্র। একটা তোপের দৌরাত্ম্যে ভয়ানক সন্তান ক্ষয় হইতেছিল। ভবানন্দ বলিলেন, "জীবানন্দ, ধীরানন্দ, এস, তরবারী ঘুরাইয়া আমরা এই তোপটা দখল করি।" তখন তিনজন তরবারি ঘুরাইয়া সেই তোপের নিকট-বর্ত্তী গোলন্দাজ সেনা বধ করিলেন। আর আর সন্তানগণ তাঁহাদের সাহায্যে আসিল।

তোপ দখল করিয়া ভবানন্দ তাহার উপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। করতালি দিয়া বলিলেন, "বল, বন্দেমাতরম্!" সকলে গায়িল, "বন্দেমাতরম্।" ভবানন্দ সেই তোপ টানিয়া পুলের মুখে

স্থাপন করিয়া বলিলেন, "তোমরা দুইজনে সন্তানসেনা সারি দিয়া পুল পার করিয়া লইয়া যাও, আমি একা ব্যূহমুখ রক্ষা করিব।"

একা ভবানন্দ কুড়ি জন সন্তানের সাহায্যে সেই এক কামানে বহুতর সেনা নিহত করিতে লাগিলে—অবসর পাইয়া দলে দলে সন্তান-সেনা অপর পারে গেল। আর কিছুকাল পুল রক্ষা করিতে পারিলেই সন্তানেরা সকলেই পুলের পারে যায়—এমন সময় কোথা হইতে নূতন তোপ ডাকিল "গুড়ুম্ গুড়ুম্ বুম বুম।" উভয় দল কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধে ক্ষান্ত থাকিয়া চাহিয়া দেখিল—বনের ভিতর হইতে কতকগুলি কামান নির্গত হইয়া ধূম উদ্গীর্ণ করিয়া হে সাহেবের দলের উপরে অগ্নিবৃষ্টি করিল। সমস্ত দিনের রণে ক্লান্ত যবনসেনা প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। কেবল দুই চারি জন গোরা খাড়া দাঁড়াইয়া মরিতে লাগিল।

তখন পিপীলিকাস্রোতবৎ সন্তানের দল নূতন উৎসাহে পুল পারে ফিরিয়া আসিয়া যবনদিগকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হইল। অকস্মাৎ তাহারা যবনের উপর পড়িল। পিছনে ভবানন্দের পদাতিক সেনা, সম্মুখে মহেন্দ্রের কামান। হে সাহেবের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। আর কিছু টিকিল না—বল, বীর্য্য, সাহস, কৌশল, শিক্ষা, দম্ভ, সকলই ভাসিয়া গেল। ফৌজদারী, বাদসাহী, ইংরেজী, দেশী, বিলাতী, কালা, গোরা সৈন্য নিপতিত হইয়া ভূতলশায়ী হইল। সর্ব্বনাশ হইল দেখিয়া কাপ্তেন হে ও ওয়াট্সন্ ভবানন্দের নিকট বলিয়া

পাঠাইল,—"আমরা সকলে তোমাদিগের নিকট বন্দী হইতেছি, আর প্রাণিহত্যা করিও না।" জীবানন্দ ভবানন্দের মুখপানে চাহিলেন। ভবানন্দ মনে মনে বলিলেন, "তা হইবে না, আমায় আজ মরিতে হইবে। তখন ভবানন্দ হস্তোত্তোলন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিবোল দিয়া বলিলেন, "মার! মার!"

আর এক প্রাণী বাঁচিল না—শেষ এক স্থানে ২০৩০ জন গোরা সৈন্য একত্রিত হইয়া আত্মসমর্পণে কৃতনিশ্চয় হইল। জীবানন্দ বলিলেন, "ভবানন্দ, আমাদের রণজয় হইয়াছে, আর কাজ নাই, এই কয়জন ছাড়া আর কেহ জীবিত নাই, উহাদিগকে প্রাণ দান দিয়া চল, আমরা ফিরিয়া যাই!" ভবানন্দ বলিলেন, "একজন জীবিত থাকিতে ভবানন্দ ফিরিবে না—জীবানন্দ, তোমায় দিব্য দিয়া বলিতেছি যে, তুমি তফাতে দাঁড়াইয়া দেখ, একা আমি এই কয় জন ইংরাজকে নিহত করি।"

কাপ্তেন টমাস্ অশ্বপৃষ্ঠে নিবদ্ধ ছিল। ভবানন্দ আজ্ঞা দিলেন, "উহাকে আমার সম্মুখে রাখ, আগে ঐ বেটা মরিবে, তবে ত আমি মরিব।"

কাপ্তেন টমাস্ বাঙ্গালা বুঝিত, বুঝিয়া ইংরেজ সেনাকে বলিল, "আগে আমাকে মার, তারপর বিদ্রোহীদিগকে মার।"

ভোঁ করিয়া একটি বুলেট ছুটিল, একজন আইরিস্‌ম্যান কাপ্তেন টমাস্‌কে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িয়াছিল। ললাটে বিদ্ধ হইয়া কাপ্তেন টমাস্ প্রাণত্যাগ করিল। ভবানন্দ তখন ডাকিয়া

বলিলেন, "আমার ব্রহ্মাস্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে, কে এমন আছে যে, এ সময়ে আমায় রক্ষা করিবে ? দেখ, বাণাহত ব্যাঘ্রের ন্যায় গোরা আমার উপর ঝুঁকিয়াছে। আমি মরিবার জন্য আসিয়াছি, আমার সঙ্গে মরিতে চাও এমন সন্তান কেহ আছ ?"

আগে ধীরানন্দ অগ্রসর হইল, পিছে জীবানন্দ—সঙ্গে আর ১০।১৫।২০।৫০ জন সন্তান আসিল। ভবানন্দ ধীরানন্দকে দেখিয়া বলিলেন, "তুমিও কি আমাদের সঙ্গে মরিতে আসিলে ? কিন্তু মরিলে ত স্ত্রী-পুত্রের মুখাবলোকন করিয়া দিনপাত করিতে পারিবে না।"

ধীর। কালিকার কথা বলিতেছ ? এখনও বুঝ নাই ?

ভব। না (এই সময় একজন গোরার আঘাতে ভবানন্দের দক্ষিণ বাহু ছিন্ন হইল)।

ধীর। আমার সাধ্য কি যে, তোমার ন্যায় পবিত্রাত্মাকে সে সকল কথা বলি ? আমি সত্যানন্দের প্রেরিত চর হইয়া গিয়াছিলাম।

ভব। সে কি ? মহারাজের আমার প্রতি অবিশ্বাস ? (ভবানন্দ তখন এক হাতে যুদ্ধ করিতেছিলেন।)

ধীরানন্দ বলিলেন, "কল্যাণীর সঙ্গে তোমার যে সকল কথা হইয়াছিল, তাহা তিনি স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং সেইখানে ছিলেন। কল্যাণীকে গীতা পড়াইতেছিলেন, এমন সময় তুমি সেখানে আসিলে…।—সাবধান !"—(ভবানন্দের বাম বাহু ছিন্ন হইল।)

ভব। আমার মৃত্যু-সংবাদ তাঁহাকে দিও। বলিও, আমি অবিশ্বাসী নহি।

ধীরানন্দ বাষ্পপূর্ণলোচনে যুদ্ধ করিতে করিতে বলিলেন, "তাহা তিনি জানেন। আর আমাকে বলিয়া দিয়াছেন, 'ভবানন্দের কাছে থাকিও, আজ সে মরিবে। মৃত্যুকালে তাহাকে বলিও, 'আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, পরলোকে তাহার বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি হইবে।'

ভবানন্দ বলিলেন, "সন্তানের জয় হউক, ভাই! আমার মৃত্যুকালে একবার 'বন্দেমাতরম' শুনাও দেখি!"

তখন ধীরানন্দের আজ্ঞানুক্রমে যুদ্ধোন্মত্ত সকল সন্তান মহাতেজে 'বন্দেমাতরম' গায়িল।

সেই মুহূর্ত্তে ভবানন্দ মুখে 'বন্দেমাতরম' গায়িতে গায়িতে, মনে বিষ্ণুপদ ধ্যান করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিলেন।

হায়! রমণীরূপলাবণ্য! ইহসংসারে তোমাকেই ধিক্!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

রণজয়ের পর, অজয়-তীরে সত্যানন্দকে ঘিরিয়া বিজয়ী বীরবর্গ উৎসব করিতে লাগিল। সত্যানন্দ বিমর্ষ, ভবানন্দের জন্য।

কাননমধ্যে তৎপরে কেবল সত্যানন্দ, জীবানন্দ, মহেন্দ্র, নবীনানন্দ ও ধীরানন্দ আসীন; গোপনে পাঁচজনে পরামর্শ

করিতেছেন। সত্যানন্দ বলিলেন, "এত দিন যে-জন্য আমরা সর্ব্ব-কর্ম্ম, সর্ব্ব-ধর্ম্ম, সর্ব্ব-সুখ ত্যাগ করিয়াছিলাম, সেই ব্রত সফল হইয়াছে। যাই হউক, নগর ভিন্ন সমস্ত বীরভূমি আমাদিগের অধিকৃত হইল। এখানে আর কেহ নাই যে, আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়। অতএব বীরভূমীতে তোমরা সন্তান-রাজ্য প্রচার কর। প্রজাদিগের নিকট হইতে কর আদায় কর এবং নগর অধিকার করিবার জন্য সনা সংগ্রহ কর। হিন্দুর রাজ্য হইয়াছে শুনিলে, বহুতর সেনা সন্তানের নিশান উড়াইবে।"

তখন জীবানন্দ প্রভৃতি সত্যানন্দকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আমরা প্রণাম করিতেছি—হে মহারাজাধিরাজ! আজ্ঞা হয় ত আমরা কাননেই আপনার সিংহাসন স্থাপিত করি।"

সত্যানন্দ তাঁহার জীবনে এই প্রথম কোপ প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, "কি! আমায় কি শূন্যকুম্ভ মনে কর? আমরা কেহ রাজা নহি—অমরা সন্ন্যাসী। এখন দেশের রাজা বৈকুণ্ঠনাথ স্বয়ং। নগর অধিকার হইলে যাহার শিরে তোমাদিগের ইচ্ছা হয় রাজমুকুট পরাইও, কিন্তু ইহা নিশ্চিত জানিও যে, আমি এই ব্রহ্মচর্য্য ভিন্ন আর কোন আশ্রমই স্বীকার করিব না। এক্ষণে তোমরা স্ব স্ব কর্ম্মে যাও।"

তখন চারিজনে ব্রহ্মচারীকে প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। সত্যানন্দ অন্যের অলক্ষিতে ইঙ্গিত করিয়া মহেন্দ্রকে রাখিলেন। আর তিনজন চলিয়া গেলেন। সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে বলিলেন, "তুমি একা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছ। এক্ষণে

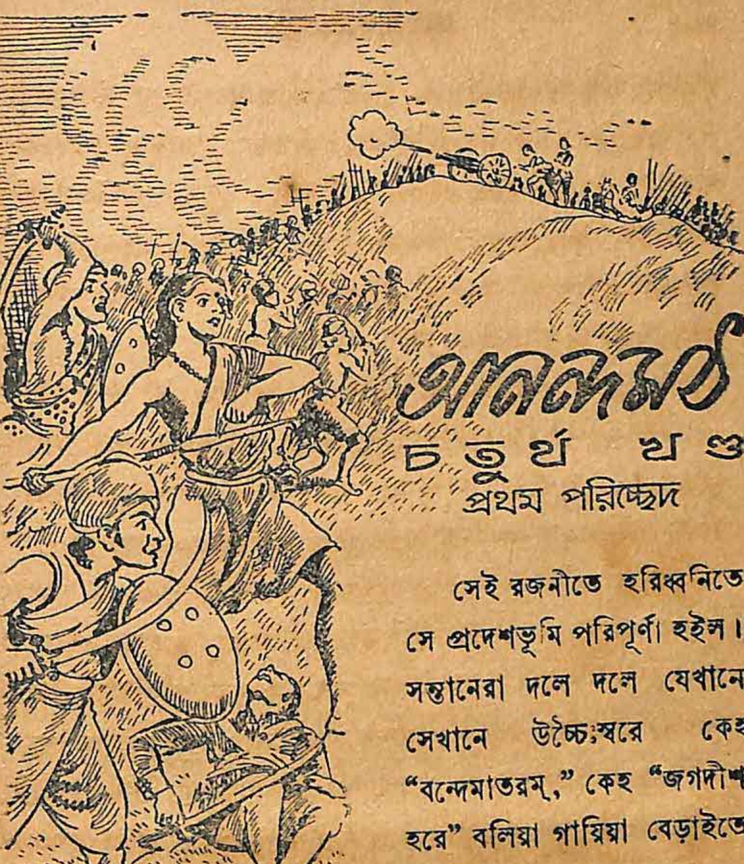
সন্তানের কার্য্যোদ্ধার হইয়াছে, এখন আবার সংসারী হইতে পার।”

মহেন্দ্রের চক্ষে দরদরিত ধারা বহিল। মহেন্দ্র বলিলেন, “ঠাকুর, সংসারী হইব কাকে লইয়া? স্ত্রী ত আত্মঘাতিনী হইয়াছেন, আর কন্যা কোথায় যে, তা তো জানি না, কোথায় বা সন্ধান পাইব? আপনি বলিয়াছেন, জীবিত আছে, ইহাই জানি, আর কিছু জানি না।”

সত্যানন্দ নবীনানন্দকে ডাকিয়া মহেন্দ্রকে বলিলেন, “ইনি তোমার কন্যার সন্ধান বলিয়া দিবেন।” সত্যানন্দ শান্তিকে কিছু ইঙ্গিত করিলেন। শান্তি প্রণাম করিয়া বিদায় হইল। তখন মহেন্দ্র বলিলেন, কোথায় তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে?”

শান্তি বলিল, “আমার আশ্রমে আসুন।” শান্তি আগে আগে চলিল। মহেন্দ্র শান্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তখন অনেক রাত্রি হইয়াছে। তথাপি শান্তি বিশ্রাম না করিয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করিল।

সকলে চলিয়া গেল, ব্রহ্মচারী একা ভূমে প্রণত হইয়া মাটিতে মস্তকস্থাপন করিয়া, মনে মনে জগদীশ্বরের ধ্যান করিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিল। এমন সময়ে কে আসিয়া তাঁহার মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিল, “আমি আসিয়াছি। দিন পূর্ণ হইয়াছে।” ব্রহ্মচারী বলিলেন “হে প্রভু! আজ রক্ষা করুন, আগামী মাঘী পূর্ণিমায় আমি আপনার আজ্ঞা পালন করিব।”



আনন্দমঠ

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

সেই রজনীতে হরিধ্বনিতে সে প্রদেশভূমি পরিপূর্ণা হইল। সন্তানেরা দলে দলে যেখানে সেখানে উচ্চৈঃস্বরে কেহ "বন্দেমাতরম্," কেহ "জগদীশ হরে" বলিয়া গায়িয়া বেড়াইতে লাগিল।

গভীর রাত্রে কল্যাণী শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া একা খিড়কীর দ্বার খুলিয়া, এদিক-ওদিক চাহিয়া কাহাকে কোথাও না দেখিয়া ধীরে ধীরে নিঃশব্দে গৌরীদেবীর পুরী হইতে রাজপথে বাহির হইলেন। মনে মনে ইষ্টদেবতা স্মরণ করিয়া বলিলেন, "দেখ ঠাকুর, আজ যেন পদচিহ্নে তাঁর সাক্ষাৎ পাই।"

কল্যাণী নগরের চটীতে আসিয়া উপস্থিত। পাহারাওয়ালা বলিল, "কে যায়?" কল্যাণী ভীতস্বরে বলিলেন, "আমি স্ত্রীলোক।" পাহারাওয়ালা বলিল, "যাবার হুকুম নাই।" কল্যাণী দেখিলেন, বড় বিপদ, কিছু কথা না কহিয়া, ধীরে ধীরে ঘাটি এড়াইয়া চলিয়া গেলেন।

সে রাত্রে পথে দলে দলে পথিক, যে যাহাকে দেখিতেছে, সে তাহাকে ধরিতে যাইতেছে। কল্যাণী অতিশয় কষ্টে পড়িলেন। কেবল লুকাইয়া লুকাইয়া অন্ধকারে পথ চলিতে হইতেছে। লুকাইয়া লুকাইয়া যাইতেও একদল অতি উদ্ধত বিদ্রোহীর হাতে পড়িয়া গেলেন। তাহারা ঘোর চীৎকার করিয়া তাঁহাকে ধরিতে আসিল। কল্যাণী তখন উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়া জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানেও সঙ্গে সঙ্গে দুই এক জন দস্যু তাঁহার পশ্চাতে ধাবিত লইল। এক জন তাঁহার অঞ্চল ধরিল। সেই সময় আর একজন অকস্মাৎ আসিয়া অত্যাচারকারী পুরুষকে এক ঘা লাঠি মারিল। সে আহত হইয়া পাছু হটিয়া গেল। এই ব্যক্তির সন্ন্যাসীর বেশ। সে কল্যাণীকে বলিল, "তুমি ভয় করিও না, আমার সঙ্গে আইস —কোথায় যাইবে?"

ক। পদচিহ্নে।

আগন্তুক বিস্মিত ও চমকিত হইল; বলিল, "সে কি?—" এই বলিয়া আগন্তুক কল্যাণীর দুই স্কন্ধে হস্তস্থাপন করিয়া মুখপানে সেই অন্ধকারে অতি যত্নের সহিত নিরীক্ষণ করিতে

লাগিল। নিরীক্ষণ শেষ হইলে বলিল, "হরে মুরারে! চিনেছি যে, তুমি পোড়ার মুখী কল্যাণী!"

কল্যাণী ভীতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?"

আগন্তুক বলিল, "আমি তোমার দাসানুদাস—হে সুন্দরী! আমার প্রতি প্রসন্ন হও।"

কল্যাণী অতি দ্রুতবেগে সেখান হইতে সরিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "এই অপমান করিবার জন্যই কি আপনি আমাকে রক্ষা করিলেন? ব্রহ্মচারীর কি এই ধর্ম্ম?"

ব্রহ্মচারী দ্রুতবেগে ধাবমান হইয়া কল্যাণীকে ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিল। তখন কল্যাণী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিলেন, বলিলেন, "ও আমার কপাল! আগে বলতে হয় ভাই যে, আমারও ঐ দশা।" শান্তি বলিল, "ভাই, মহেন্দ্রের খোঁজে চলিয়াছ?" কল্যাণী বলিলেন, "তুমি কে, তুমি যে সব জান দেখিতেছি।" শান্তি বলিল, "আমি ব্রহ্মচারী—সন্তান সেনার অধিনায়ক—ঘোরতর বীরপুরুষ! আমি সব জানি। চল পদচিহ্নে যাই।"

শান্তি তখন তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বন্যপথে লইয়া চলিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যখন শান্তি আপন আশ্রম ত্যাগ করিয়া গভীর রাত্রে নগরাভিমুখে যাত্রা করেন, তখন জীবানন্দ আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন। শান্তি জীবানন্দকে বলিলেন, "আমি নগরে চলিলাম।

মহেন্দ্রের স্ত্রীকে লইয়া আসিব। তুমি মহেন্দ্রকে বলিয়া রাখ যে, উহার স্ত্রী আছে।"

জীবানন্দ ভবানন্দের কাছে কল্যাণীর জীবনরক্ষার বৃত্তান্ত সকল অবগত হইয়াছিলেন—ক্রমে ক্রমে সকল মহেন্দ্রকে শুনাইতে লাগিলেন। মহেন্দ্র প্রথমে বিশ্বাস করিলেন না। শেষে আনন্দে অভিভূত হইয়া মুগ্ধপ্রায় হইলেন। সেই রজনী-প্রভাতে শান্তির সাহায্যে মহেন্দ্রের সঙ্গে কল্যাণীর সাক্ষাৎ হইল।

বেলা এক প্রহর হইল। সেখানে শান্তি জীবানন্দ আসিয়া দেখা দিলেন। কল্যাণী শান্তিকে বলিলেন,—"আমরা আপনার কাছে বিনামূল্যে বিক্রীত। আমাদের কন্যাটির সন্ধান বলিয়া দিয়া এ উপকার সম্পূর্ণ করুন।"

জীবানন্দ মহেন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "সে ভার আমার উপর রহিল। আপনারা পদচিহ্নে গমন করুন—সেইখানে কন্যাকে পাইবেন।"

জীবানন্দ ভরুইপুরে নিমাইয়ের নিকট হইতে মেয়ে আনিতে গেলেন—কাজটা বড় সহজ বোধ হইল না।

নিমাই প্রথমে ঢোক গিলিল একবার এদিক্ ওদিক্ চাহিল। তার পর একবার তার ঠোঁট নাক ফুলিল। তার পার সে কাঁদিয়া ফেলিল। তার পর বলিল, "আমি মেয়ে দিব না।" নিমাই চক্ষু মুছিলে পর জীবানন্দ বলিলেন, "তা দিদি, কাঁদ কেন ? এমন দূরেও ত নয়—তাদের বাড়ী না হয় গেলে, মধ্যে মধ্যে দেখে এলে।"

নিমাই ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "তা তোমাদের মেয়ে তোমরা নিয়ে যাও না কেন?" নিমাই এই বলিয়া সুকুমারীকে আনিয়া রাগ করিয়া দুম করিয়া জীবানন্দের কাছে ফেলিয়া দিয়া পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিল। নিমাইয়ের রাগ পড়িল না। নিমাই উঠিয়া গিয়া সুকুমারীর কাপড়ের বোচকা, খেলার পুতুল, ঝুপ ঝুপ করিয়া আনিয়া জীবানন্দের সম্মুখে ফেলিয়া দিতে লাগিল। সুকুমারী নিমাইকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "হাঁ মা—কোথায় যাব মা?" নিমায়ের আর সহ্য হইল না। নিমাই তখন সুকুকে কোলে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পদচিহ্নে নূতন দুর্গমধ্যে আজ সুখে সমবেত মহেন্দ্র, কল্যাণী, জীবানন্দ, শান্তি, নিমাই, নিমাইয়ের স্বামী, সুকুমারী। সকলে সুখে সম্মিলিত। শান্তি নবীনানন্দের বেশে আসিয়াছিল। কল্যাণীকে যে রাত্রে আপন কুটীরে আনে, সেই রাত্রে বারণ করিয়াছিল যে, নবীনানন্দ যেন স্ত্রীলোক একথা কল্যাণী স্বামীর কাছে প্রকাশ না করেন।

একদিন কল্যাণী তাহাকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। নবীনানন্দ অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিল। ভৃত্যগণের বারণ শুনিল না।

শান্তি কল্যাণীর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ডাকিয়াছ কেন?"

ক। পুরুষ সাজিয়া কতদিন থাকিবে? দেখা হয় না—কথা কহিতেও পাই না। আমার স্বামীর সাক্ষাতে তোমায় প্রকাশ হইতে হইবে।

নবীনানন্দ বড় চিন্তিত হইয়া রহিল, অনেকক্ষণ কথা কহিল না। শেষে বলিল, তাহাতে অনেক বিঘ্ন কল্যাণি!”

দুইজনে সেই কথাবর্ত্তা হইতে লাগিল। এদিকে কৌতূহলী হইয়া মহেন্দ্রও অন্তঃপুরে গেলেন। কল্যাণীর শয়নঘরে গিয়া দেখিলেন যে, নবীনানন্দ গৃহমধ্যে দাঁড়াইয়া আছে, কল্যাণী তাহার গায়ে হাত দিয়া বাঘছালের গ্রন্থি খুলিয়া দিতেছেন। মহেন্দ্র অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন,—অতিশয় রুষ্ট হইলেন। নবীনানন্দ তাঁহাকে দেখিয়া হাসিয়া বলিল, “কি গোঁসাই! সন্তানে সন্তানে অবিশ্বাস? আমাকে বিশ্বাস না করিতে পারেন—কল্যাণীকে অবিশ্বাস করেন কোন্ হিসাবে?”

এবার মহেন্দ্র বড় অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, “কই, কিসে অবিশ্বাস করিলাম?”

ন। নহিলে আমার পিছু পিছু অন্তঃপুরে উপস্থিত কেন?

মহেন্দ্র বোকা হইয়া রহিলেন। শান্তি মহেন্দ্রের দুরবস্থা দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া কল্যাণীর প্রতি এক বিলোল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। সহসা তখন অন্ধকার ঘুচিল, মহেন্দ্র দেখিলেন, এ যে রমণীকটাক্ষ। সাহসে ভর করিয়া নবীনানন্দের দাড়ি ধরিয়া মহেন্দ্র এক টান দিলেন—কৃত্রিম দাড়ি-গোঁপ খসিয়া আসিল। সেই সময়ে অবসর পাইয়া কল্যাণী বাঘছালের গ্রন্থি

খুলিয়া ফেলিল—বাঘছালও খসিয়া পড়িল। ধরা পড়িয়া শান্তি নতমুখী হইয়া রহিল।

ম। তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—তুমি যে স্ত্রীলোক, জীবানন্দ ঠাকুর তা কি জানেন ?

শা। জানেন।

শুনিয়া বিশুদ্ধাত্মা মহেন্দ্র অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন।

দেখিয়া কল্যাণী আর থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন, "ইনি জীবানন্দ গোস্বামীর ধর্ম্মপত্নী,—শান্তিদেবী। ইনি ব্রহ্মচারিণী।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বীরভূমি মুসলমানদের হাতছাড়া হইয়াছে ; মুসলমান কেহই এ কথা মানেন না—বলেন কতকগুলো লুঠেরাতে বড় দৌরাত্ম্য করিতেছে—শাসন করিতেছি। এই সময়ে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ কলিকাতার গবর্ণর-জেনারেল। অগৌণে সন্তান-শাসনার্থে মেজর এড্ওয়ার্ডস্-নামা দ্বিতীয় সেনাপতি নূতন সেনা লইয়া উপস্থিত হইলেন।

এড্ওয়ার্ডস্ দেখিলেন যে, এ ইউরোপীয় যুদ্ধ নহে। শত্রুদিগের সেনা নাই, নগর নাই, রাজধানী নাই, অথচ সকলেই তাহাদের অধীন। অনুসন্ধান করিতে করিতে সাহেব জানিলেন যে, পদচিহ্নে ইহারা দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া সেইখানে আপনাদিগের অস্ত্রাগার ও ধনাগার রক্ষা করিতেছে।

চরের দ্বারা তিনি যে সংবাদ পাইলেন, তাহাতে তিনি দুর্গ আক্রমণ করা বিধেয় বিবেচনা করিলেন না। মনে মনে এক অপূর্ব্ব কৌশল উদ্ভাবন করিলেন।

মাঘী পূর্ণিমা সম্মুখে উপস্থিত। তাঁহার শিবিরের অদূরবর্ত্তী নদীতীরে মেলা হইবে। অতএব যাবতীয় সন্তানগণের পূর্ণিমার দিন মেলায় একত্র সমাগম হইবে, এমন সম্ভাবনা। মেজর এড্‌ওয়ার্ডস্ বিবেচনা করিলেন যে, পদচিহ্নের রক্ষকদের সকলেরই মেলায় আসিবার সম্ভাবনা। সেই সময়েই সহসা পদচিহ্নে গিয়া দুর্গ অধিকৃত করিবেন।

এই অভিপ্রায় করিয়া, মেজর রটনা করিলেন যে, তিনি মেলা আক্রমণ করিবেন। বৈষ্ণবদের মেলা হইতে দিবেন না।

এ সংবাদ গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হইল। তখন যেখানে যে সন্তান সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল, সে তৎক্ষণাৎ অস্ত্রগ্রহণ করিয়া মেলা-রক্ষার জন্য ধাবিত হইল। সকল সন্তানই নদীতীরে আসিয়া মাঘী পূর্ণিমায় মিলিত হইল। মেজর সাহেব যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহাই ঠিক হইল। মহেন্দ্র পদচিহ্নের দুর্গে অল্প মাত্র সৈন্য রাখিয়া অধিকাংশ সৈন্য লইয়া মেলায় যাত্রা করিলেন।

এ সকল কথা হইবার আগেই জীবানন্দ ও শান্তি পদচিহ্ন হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। প্রতিজ্ঞাভঙ্গ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন, ইহাই তাঁহাদের অভিসন্ধি! কিন্তু পথে যাইতে যাইতে তাঁহারা শুনিলেন যে, মেলায় সমবেত সন্তান-

দিগের সঙ্গে ইংরেজসৈন্যের মহাযুদ্ধ হইবে। তখন জীবানন্দ বলিলেন, "তবে যুদ্ধেই মরিব, শীঘ্র চল।"

পথ এক স্থানে একটা টিলার উপর দিয়া গিয়াছে। টিলায় উঠিয়া বীর-দম্পতি দেখিতে পাইলেন যে,—নিম্নে কিছু দূরে ইংরেজের শিবির। শান্তি বলিল, "মরার কথা এখন থাক, বল,—'বন্দেমাতরম্'।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তখন দুইজনে কানে কানে কি পরামর্শ করিলেন। পরামর্শ করিয়া জীবানন্দ এক বনে লুকাইলেন। শান্তি আর এক বনে প্রবেশ করিয়া অদ্ভুত বেশ পরিবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইল।

শান্তি একটি সারঙ্গ হস্তে বৈষ্ণবীবেশে ইংরেজ-শিবিরে দর্শন দিল। দেখিয়া সিপাহীরা বড় মাতিয়া গেল। বৈষ্ণবী যখন শিবিরের অবস্থা স্বচক্ষে সবিশেষ দেখিয়া চলিয়া যায়, সিপাহীরা জিজ্ঞাসা করিল, "আবার কবে আসিবে?" বৈষ্ণবী বলিল, "তা জানি না, আমার বাড়ী ঢের দূর—পদচিহ্নে।" সেই দিন মেজর সাহেব পদচিহ্নের কিছু খবর লইতেছিলেন, এক জন সিপাহী তাহা জানিত, বৈষ্ণবীকে ডাকিয়া কাপ্তেন সাহেবের কাছে লইয়া গেল। কাপ্তেন সাহেব তাহাকে মেজর সাহেবের কাছে লইয়া গেল।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "টোমাড় বাড়ী কোঠা বিবি?"

বিবি বলিল, "আমি বিবি নই, বৈষ্ণবী। বাড়ী পদচিহ্নে।"

সাহেব। হুঁয়া একটো গর হ্যায় ?

বৈষ্ণবী বলিল "ঘর ?—কত ঘর আছে।"

সাহেব। গর নেই,—গর নেই—গর গর—

শান্তি। সাহেব, তোমার মনের কথা বুঝেছি। গড় ?

সাহেব। ইয়েস্ ইয়েস্, গর! গর!—হ্যায় ?

শান্তি। গড় আছে। ভারি কেল্লা।

সাহেব। কেট্টে আড্‌মি ?

শান্তি। গড়ে কত লোক থাকে ? বিশ পঞ্চাশ হাজার।

সাহেব। নন্সেন্স! একটো কেল্লেমে ডে চার হাজার রহে শক্তা। হুয়া পর আবি হ্যায় ?—ইয়া নিকেল গিয়া ?

শান্তি। আবার নিক্‌লাবে কোথা ?

সাহেব। মেলামে—টোম্ কব্ আয়া হুঁয়াসে ?

শান্তি। কা'ল এসেছি সাহেব।

সাহেব। ও লোক আবি নিকেল গিয়া হোগা।

শান্তি বলিল, "তা সাহেব, হ'তে পারে আজ বেরিয়ে গেলে যেতে পারে। অত খবর আমি জানি না, ভাল ক'রে বক্‌শিস দাও তো, না হয় পরশু এসে ব'লে যাব।"

সাহেব ঝনাৎ করিয়া একটা নগদ টাকা ফেলিয়া দিয়া বলিল,—"পরশু নেহি, বিবি!"

শান্তি বলিল, "দূর বেটা, বৈষ্ণবী বল্. বিবি কি ?"

সাহেব। শওরূপেয়া বকশিস্ দেঙ্গে।

শান্তি। শ-ই দাও, আর হাজার দাও, বিশ ক্রোশ এ দু'খানা ঠেঙ্গে হবে না।

সাহেব। ঘোড়ে পর?

শান্তি। ঘোড়ায় চড়তে জান্‌লে আর তোমার তাঁবুতে এসে সারেঙ্গ বাজিয়ে ভিক্ষে করি?

সাহেব তখন অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান লিণ্ড্‌লে নামক একজন যুবা এনসাইন্‌কে দেখাইয়া তাহাকে বলিলেন, "লিণ্ড্‌লে, তুমি যাবে?"

লিণ্ড্‌লে বলিল, "আহ্লাদপূর্ব্বক।"

তখন ভারী একটা আরবী ঘোড়া সজ্জিত হইয়া আসিলে লিণ্ডলেও তৈয়ার হইল। শান্তিকে ধরিয়া ঘোড়ায় তুলিতে গেল। শান্তি বলিল, "ছিঃ, এত লোকের মাঝখানে? আগে চল, ছাউনি ছাড়াই।"

শিবিরের বাহিরে আসিলে নির্জ্জন প্রান্তর পাইয়া শান্তি লিণ্ড্‌লের পায়ের উপর পা দিয়া এক লাফে ঘোড়ায় চড়িল। বলিল, "তোমার সঙ্গে চড়িতে লজ্জা করে। ছিঃ! রেকাব পায়ে দিয়ে ঘোড়ায় চড়া!"

একবার বড়াই করিবার জন্য লিণ্ড্‌লে রেকাব হইতে পা তুলিয়া লইল। শান্তি অমনি নির্ব্বোধ ইংরেজের গলদেশে হস্তার্পণ করিয়া ঘোড়া হইতে ফেলিয়া দিল। শান্তি তখন অশ্বপৃষ্ঠে রীতিমত আসন গ্রহণ করিয়া, ঘোড়ার পেটে মলের ঘা মারিয়া, বায়ুবেগে অশ্ব ছুটাইয়া দিল। লিণ্ড্‌লে পা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া রহিলেন।

শান্তি জীবানন্দকে সকল সমাচার অবগত করাইল। জীবানন্দ বলিলেন, "তবে আমি শীঘ্র গিয়া মহেন্দ্রকে সতর্ক করি। তুমি মেলায় গিয়া সত্যানন্দকে খবর দাও।"

তখন দুইজনে দুই দিকে ধাবিত হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এড্‌ওয়ার্ড্‌স্ পাকা ইংরেজ। ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে তাঁহার লোক ছিল। শীঘ্র তাঁহার নিকটে খবর পোঁছিল যে, সেই বৈষ্ণবীটা লিণ্ড্‌লে সাহেবকে ফেলিয়া দিয়া আপনি ঘোড়ায় চড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। শুনিয়াই এড্‌ওয়ার্ড্‌স্ বলিলেন, "An imp of satan! Strike the tents."

তখন ঠক্ ঠক্ খটাখট্ তাম্বুর খোঁটায় মুগুরের ঘা পড়িতে লাগিল। মেঘ-রচিত অমরাবতীর ন্যায় বস্ত্রনগরী অন্তর্হিতা হইল।

এ দিকে মহেন্দ্র সন্তানসেনা লইয়া ক্রমে মেলার পথে অগ্রসর। বেলা পড়িয়া আসিল। শিবিরোপযোগী নিকটে একটি স্থান ছিল। মহেন্দ্র আজ্ঞা দিলেন, "এইখানেই শিবির কর।" তারই পাশে একটা টিলা ছিল, উঠিতে বড় বন্ধুর। মহেন্দ্র একবার ভাবিলেন, এ পাহাড়ের উপর শিবির করিলে হয়। স্থানটা দেখিয়া আসিবেন মনে করিলেন।

এই ভাবিয়া মহেন্দ্র অশ্বে আরোহণ করিয়া ধীরে ধীরে টিলার উপর উঠিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কিছু দূর উঠিলে পর এক যুবা বৈষ্ণব-সেনার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বলিল, "চল,

টিলায় চড়।" নিকটে যাহারা ছিল, তাহারা বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন ?"

যোদ্ধা এক মৃত্তিকাস্তূপের উপর দাঁড়াইয়া বলিল, "চল, এই জ্যোৎস্নারাত্রে ঐ পর্ব্বতশিখরে, আজ আমাদের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে।" সন্তানেরা দেখিল, সেনাপতি জীবানন্দ। তখন 'হরে মুরারে' উচ্চ শব্দ করিয়া যাবতীয় সন্তান-সেনা বেগে টিলার উপর আরোহণ করিতে লাগিল। একজন সজ্জিত অশ্ব আনিয়া জীবানন্দকে দিল। দূর হইতে মহেন্দ্র দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন, এ কি এ? না বলিতে ইহারা আসে কেন ?

এই ভাবিয়া মহেন্দ্র ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া চাবুকের ঘায়ে ধোঁয়া উড়াইয়া দিয়া পর্ব্বত অবতরণ করিতে লাগিলেন। সন্তানবাহিনীর অগ্রবর্ত্তী জীবানন্দের সাক্ষাৎ পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ আবার কি আনন্দ ?"

জীবানন্দ হাসিয়া বলিলেন, "আজ বড় আনন্দ। টিলার ও-পিঠে এড্‌ওয়ার্ডস্ সাহেব। যে আগে উপরে উঠিবে, তারই জিত।"

তখন জীবানন্দ সন্তানসৈন্যের প্রতি ডাকিয়া বলিলেন,— "টিলার ও-পিঠে শত্রু। আজই এই স্তূপশিখরে এই নীলাম্বরী যামিনী-সাক্ষাৎকার সন্তানেরা রণ করিবে। দ্রুত আইস, যে আগে শিখরে উঠিবে, সেই জিতিবে। বল, 'বন্দেমাতরম্‌' !"

ধীরে ধীরে সন্তানসেনা পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিতে লাগিল; কিন্তু তাহারা সহসা সভয়ে দেখিল, মহেন্দ্র সিংহ অতি

দ্রুতবেগে স্তূপ হইতে অবতরণ করিতে করিতে তূর্য্যনিনাদ করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে শিখরদেশে নীলাকাশপটে কামানশ্রেণী সহিত, ইংরাজের গোলন্দাজ সেনা শোভিত হইয়াছে। উচ্চৈঃস্বরে বৈষ্ণবী সেনা গায়িল,—

"তুমি বিদ্যা, তুমি ভক্তি,
তুমি মা বাহুতে শক্তি,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।"

কিন্তু ইংরেজের কামানের "গুড়ুম গুড়ুম গুম্" শব্দে সে মহাগীতি ভাসিয়া গেল। শত শত সন্তান হত-আহত হইয়া অস্ত্র-শস্ত্র সহিত টিলার উপর শুইল। বৃথাই জীবানন্দ, বৃথাই মহেন্দ্র যত্ন করিতে লাগিলেন। পতনশীল শিলারাশির ন্যায় সন্তান-সেনা টিলা হইতে ফিরিতে লাগিল। কে কোথায় পালায় ঠিকানা নাই। তখন একেবারে সকলের বিনাশ সাধনের জন্য 'হুর্‌রে! হুর্‌রে!' শব্দ করিতে করিতে গোরার পল্টন টিলা হইতে নামিল। সঙ্গীন উঁচু করিয়া অতি দ্রুতবেগে দুর্দ্দম অসংখ্য অজেয় বৃটিশ-সেনা পলায়নপর সন্তানসেনার পশ্চাৎ ধাবিত হইল। জীবানন্দ একবারমাত্র মহেন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইয়া বলিলেন, "আজ শেষ। এস, এখানেই মরি।"

মহেন্দ্র বলিলেন, "মরিলে যদি রণজয় হইত, তবে মরিতাম। বৃথা মৃত্যু বীরের ধর্ম্ম নহে।"

জীবানন্দ অশ্বপৃষ্ঠে উঁচু হইয়া বহুদূর পশ্চাৎস্থিত মহেন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভাই, নবীনানন্দকে বলিও, আমি চলিলাম, লোকান্তরে সাক্ষাৎ হইবে।"

এই বলিয়া সেই বীরপুরুষ লৌহবৃষ্টিমধ্যে বেগে অশ্বচালন করিলেন। যুদ্ধের সম্ভাবনা নাই। এ সাহসে কোন ফল নাই। তথাপি "হরে মুরারে! হরে মুরারে!" গায়িতে গায়িতে জীবানন্দ শত্রুহব্যূমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পলায়নপর সন্তানদিগকে মহেন্দ্র ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, একবার তোমরা ফিরিয়া জাবানন্দ গোঁসাইকে দেখ! দেখিলে মরিবে না।"

এই কথা শুনিয়া কতক সন্তান ফিরিল। তাহাদের দেখাদেখি আরও কতগুলি ফিরিল।

এ দিকে সমস্ত রণক্ষেত্র হইতে সন্তানগণ দেখিতে পাইল যে, কতক সন্তানেরা আবার ফিরিতেছে। সকলেই মনে করিল, সন্তানের জয় হইয়াছে, সন্তান শত্রুকে তাড়াইয়া যাইতেছে।

এদিকে ইংরেজসেনার মধ্যে একটা ভারী হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সিপাহীরা যুদ্ধে আর যত্ন না করিয়া দুই পাশ দিয়া পলাইতেছে, গোরারাও ফিরিয়া সঙ্গীন খাড়া করিয়া শিবিরাভিমুখে ধাবমান হইতেছে। অসংখ্য সন্তানেরা বীরদর্পে ইংরেজসেনা আক্রমণ করিতেছে! তখন জীবানন্দ সন্তানগণকে ডাকিয়া বলিলেন, "সন্তানগণ! ঐ দেখ, প্রভু সত্যানন্দ গোস্বামীর ধ্বজা দেখা যাইতেছে। আজ স্বয়ং মুরারি রণে অবতীর্ণ—"

তুমুল যুদ্ধ হইল। সেনাসজ্ঘর্ষে সেই বিশাল রাজসৈন্য নিষ্পেষিত হইল। ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের কাছে সংবাদ লইয়া যায়, এমন লোক রহিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পূর্ণিমার রাত্রি।—সেই ভীষণ রণক্ষেত্র এখন স্থির। শব্দ করিতেছে—কেবল শৃগাল, কুক্কুর, গৃধিনী। সর্ব্বোপরি আহত ব্যক্তির ক্ষণিক আর্ত্তনাদ।

নিশীথকালে এক রমণী সেই অগম্য রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছিল। একটি মশাল জ্বালিয়া সেই শবরাশির মধ্যে সে কি খুঁজিতেছিল?—সে শান্তি,—জীবানন্দের দেহ খুঁজিতেছিল।

শান্তি লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, এমন সময়ে এক অতি মধুর সকরুণ ধ্বনি তাহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। কে যেন বলিতেছে, উঠ মা! কাঁদিও না।" শান্তি চাহিয়া দেখিল—দেখিল, সম্মুখে জ্যোৎস্নালোকে দাঁড়াইয়া এক অপূর্ব্বদৃশ্য—প্রকাণ্ডকায় জটাজুটধারী মহাপুরুষ।

তিনি বলিলেন, "কাঁদিও না মা! জীবানন্দের দেহ আমি খুঁজিয়া দিতেছি, তুমি আমার সঙ্গে আইস।"

তখন রণক্ষেত্রের মধ্যস্থলে শবরাশি নাড়িয়া, সেই মহা বলবান্ পুরুষ এক মৃতদেহ বাহির করিলেন। শান্তি চিনিল, সেই জীবানন্দের দেহ। সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, রুধিরে পরিপ্লুত। শান্তি সামান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

আবার তিনি বলিলেন, "কাঁদিও না মা! জীবানন্দ কি মরিয়াছে? স্থির হইয়া ইহার দেহ পরীক্ষা কর।"

মহাপুরুষ বামহস্তে জীবানন্দের দেহ স্পর্শ করিলেন। বলিলেন, "তুমি ভয়ে হতাশ হইয়াছ। শরীরে কিছু তাপ এখনও

আছে বোধ হইতেছে। তুমি উহাকে বহিয়া পুষ্করিণীতে আনিতে পারিবে? আমি চিকিৎসক, উহার চিকিৎসা করিব। তুমি ইহাকে লইয়া গিয়া রক্ত সকল ধুইয়া দাও, আমি ঔষধ লইয়া যাইতেছি।"

শান্তি জীবানন্দকে পুষ্করিণীতীরে লইয়া গিয়া রক্ত ধৌত করিল। তখনই চিকিৎসক বন্য লতাপাতার প্রলেপ লইয়া আসিয়া সকল ক্ষতমুখে দিলেন। তার পর বারংবার জীবানন্দের সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইলেন। তখন জীবানন্দ এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া উঠিয়া বসিলেন। শান্তির মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুদ্ধে কার জয় হইল?"

শান্তি বলিল, তোমারই জয়। এই মহাত্মাকে প্রণাম কর। তখন উভয়ে দেখিল, কেহ কোথাও নাই। কাহাকে প্রণাম করিবে?

জীবানন্দের শরীর ঔষধের গুণে সুস্থ হইয়া আসিল। তিনি বলিলেন, "শান্তি! সেই চিকিৎসকের ঔষধের আশ্চর্য্য গুণ! আমার শরীরে আর কোন বেদনা বা গ্লানি নাই— এখন কোথায় যাইবে? ঐ সন্তান-সেনার জয়ের উৎসবের গোল শুনা যাইতেছে।"

শান্তি বলিল, "আর ওখানে না। মা'র কার্য্যোদ্ধার হইয়াছে। এ দেশ সন্তানের হইয়াছে, আমরা রাজ্যের ভাগ চাহি না, এখন আর কি করিতে যাইব?

জী। যা কাড়িয়া লইয়াছি, তা বাহুবলে রাখিতে হইবে।

শা। রাখিবার জন্য মহেন্দ্র আছেন, সত্যানন্দ স্বয়ং আছেন। তুমি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সন্তানধর্ম্মের জন্য দেহত্যাগ করিয়াছিলে। এ পুনঃপ্রাপ্ত দেহে সন্তানের আর অধিকার নাই।

জী। আমার কাজ মাতৃসেবা; আমি মাতৃসেবাই করিব।

শা। তাহাতে তোমার আর অধিকার নাই—কেন না, তোমার দেহ মাতৃসেবার জন্য পরিত্যাগ করিয়াছ। মাতৃসেবায় বঞ্চিত হওয়াই এ প্রায়শ্চিত্তের প্রধান অংশ। নহিলে শুধু তুচ্ছ প্রাণ পরিত্যাগ কি বড় এক ভারি কাজ?

জী। শান্তি! আমার সুখ সন্তান-ধর্ম্মে। সে সুখে আমাকে বঞ্চিত করিবে? মাতৃসেবা ত্যাগ করিয়া গৃহে গিয়া ত সুখভোগ করা হইবে না।

শা। তা কি আমি বলিতেছি? আমরা আর গৃহী নহি; এমনই দু'জনে সন্ন্যাসীই থাকিব—চির-ব্রহ্মচর্য্য পালন করিব। হিমালয়ের উপর কুটীর প্রস্তুত করিয়া দুইজনে দেবতার আরাধনা করিব—যাতে মা'র মঙ্গল হয়, সেই বর মাগিব।

তখন দুইজনে উঠিয়া হাত ধরাধরি করিয়া জ্যোৎস্নাময়ী নিশীথে অন্তর্হিত হইল।

হায়! আবার আসিবে কি মা! জীবানন্দের ন্যায় পুত্র, শান্তির ন্যায় কন্যা—আবার গর্ভে ধরিবে কি?

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সত্যানন্দ ঠাকুর রণক্ষেত্র হইতে কাহাকেও কিছু না বলিয়া আনন্দমঠে চলিয়া আসিলেন। সেখানে গভীর রাত্রে বিষ্ণুমণ্ডপে বসিয়া ধ্যানে প্রবৃত্ত। এমন সময়ে সেই চিকিৎসক সেখানে আসিয়া দেখা দিলেন।

চিকিৎসক কহিলেন, "সত্যানন্দ, আজ মাঘী পূর্ণিমা!"

সত্য। চলুন—আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু হে মহাত্মন্! আমার এক সন্দেহ ভঞ্জন করুন। আমি যে মুহূর্ত্তে যুদ্ধজয় করিয়া সনাতন-ধর্ম্ম নিষ্কণ্টক করিলাম—সেই সময়েই আমার প্রতি এ প্রত্যাখ্যানের আদেশ কেন হইল?

যিনি আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "তোমার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে। আর তোমার এখন কোন কার্য্য নাই।"

সত্য। কিন্তু হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হয় নাই—এখন কলিকাতায় ইংরেজ প্রবল।

তিনি। হিন্দুরাজ্য এখন স্থাপিত হইবে না। অতএব চল। এখন ইংরেজ রাজা হইবে।

সত্যানন্দের দুই চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। তিনি উপরিস্থিতা, মাতৃরূপা জন্মভূমি-প্রতিমার দিকে ফিরিয়া যোড়হাতে বাষ্পনিরুদ্ধ-স্বরে বলিতে লাগিলেন, "হায় মা! তোমার উদ্ধার করিতে পারিলাম না—আবার তুমি ম্লেচ্ছের হাতে পড়িবে। সন্তানের অপরাধ লইও না। হায় মা! কেন আজ রণক্ষেত্রে আমার মৃত্যু হইল না!"

চিকিৎসক বলিলেন, "সত্যানন্দ, কাতর হইও না। যত

দিন না হিন্দু আবার জ্ঞানবান্, গুণবান্ আর বলবান্ হয়, তত দিন ইংরেজ-রাজ্য অক্ষয় থাকিবে।”

সত্য। মহাত্মন্! আমি জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা রাখি না—জ্ঞানে আমার কাজ নাই—আমি যে ব্রতে ব্রতী হইয়াছি, ইহাই পালন করিব। আশীর্ব্বাদ করুন, আমার মাতৃভক্তি অচলা হউক।

সত্যানন্দের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি বলিলেন, “শত্রুশোণিতে সিক্ত করিয়া মাতাকে শস্যশালিনী করিব। এইখানে এই মাতৃপ্রতিমা সম্মুখে দেহত্যাগ করিব।”

মহাপুরুষ। অজ্ঞানে! চল, জ্ঞানলাভ করিবে চল। হিমালয়-শিখরে মাতৃ-মন্দির আছে, সেখান হইতে মাতৃমূর্ত্তি দেখাইব।

এই বলিয়া মহাপুরুষ সত্যানন্দের হাত ধরিলেন। কি অপূর্ব্ব শোভা! একে অন্যের হাত ধরিয়াছে। কে কাহাকে ধরিয়াছে? জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে ধরিয়াছে—ধর্ম্ম আসিয়া কর্ম্মকে ধরিয়াছে; বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে ধরিয়াছে;—কল্যাণী আসিয়া শান্তিকে ধরিয়াছে। এই সত্যানন্দ-শান্তি, এই মহাপুরুষ কল্যাণী। সত্যানন্দ প্রতিষ্ঠা, মহাপুরুষ বিসর্জ্জন।

বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল।

সমাপ্ত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্য-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান
অধ্যাপক এবং পরীক্ষক-পরিষদের অন্যতম প্রধান সভ্য

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় –সম্পাদিত

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের

সংক্ষিপ্ত আনন্দমঠ

——:০:——

প্রশ্নাবলী

প্রথম খণ্ড

১। "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" কথাটীর মানে কি? তৎকালীন বাংলাদেশের অবস্থা বর্ণনা কর। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কারণ কি?

২। দস্যুহস্ত হইতে কল্যাণীর উদ্ধার বর্ণনা কর।

৩। সন্ন্যাসীগণ কর্ত্তৃক মহেন্দ্রের উদ্ধারের বিবরণ সংক্ষেপে লেখ।

৪। মহেন্দ্র ও ভবানন্দের কথোপকথন বর্ণনা কর।

৫। "মা যা ছিলেন", "মা যা হইয়াছেন" এবং "মা যা হইবেন" এই তিনটি মূর্ত্তি বর্ণনা কর। এই মূর্ত্তি তিনটীর দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন?

৬। মহেন্দ্রের দীক্ষাগ্রহণে অসম্মতির কারণ কি ছিল? পরে তিনি কেনই বা সম্মত হইলেন।

৭। কল্যাণীর বিষপানের কারণ কি? ইহা কি তাঁহার পক্ষে সঙ্গত হইয়াছিল?

৮। শান্তি ও জীবানন্দের সাক্ষাৎকার বর্ণনা কর। সাক্ষাৎকার সময়ে শান্তির চরিত্রের কি বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে?

দ্বিতীয় খণ্ড

১। শান্তির পূর্ব্বজীবন বর্ণনা কর। শান্তি কিরূপে এবং কেন আনন্দমঠে আসিলেন?

২। মহেন্দ্রের দীক্ষাগ্রহণ বর্ণনা কর। তিনি কেন স্বগ্রামে প্রেরিত হইলেন?

৩। শান্তি ও ভবানন্দের কথোপকথন হইতে তাঁহাদের চরিত্রের কি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়?

তৃতীয় খণ্ড

১। সন্তানগণের যুদ্ধোদ্যোগ বর্ণনা কর।

২। শান্তি ও কল্যাণীর চরিত্রের তুলনা-মূলক সমালোচনা কর।

৩। ভবানন্দের চরিত্র বিশ্লেষণ কর। তাঁহার আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল কেন? ইহার ফল কি হইয়াছিল?

৪। ইংরাজ ও সন্তানগণের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ বর্ণনা কর।

চতুর্থ খণ্ড

১। কল্যাণী ও মহেন্দ্রের পুনর্ম্মিলন বর্ণনা কর।

২। সন্তানগণ ও ইংরাজদের দ্বিতীয় যুদ্ধ বর্ণনা কর। সন্তানগণ কিভাবে জয়লাভ করিলেন ?

৩। সত্যানন্দ ও মহাপুরুষের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহার মর্ম্ম বিশেষভাবে বুঝাইয়া দাও।

—সাধারণ প্রশ্ন—

১। সন্তান বিপ্লবের কারণ কি ? ইহার ফল কি হইয়াছিল ?

২। যুদ্ধে জয়লাভ সত্ত্বেও সন্তান-রাজ্য স্থাপিত হইল না কেন ?

৩। যে পটভূমিকায় আনন্দমঠ রচিত হইয়াছে, তাহা বর্ণনা কর।

৪। শান্তির চরিত্র বিশ্লেষণ কর।

৫। ভবানন্দ ও জীবানন্দের চরিত্রের তুলনা-মূলক সমালোচনা কর।

৬। সন্তানদের মধ্যে তোমার কাহাকে শ্রেষ্ঠ মনে হয় এবং কেন মনে হয় ?

৭। বঙ্গদেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠে' যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে কি ? যুক্তিসহকারে তোমার মতামত প্রকাশ কর।

৮। আনন্দমঠে সন্তানগণ বাংলার যুবসম্প্রদায়ের সম্মুখে কি আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন ?

৯। "সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ উভয়েই দেশমাতৃকার সেবক হইতে পারেন কিন্তু তাঁহাদের কর্ম্মপন্থা বিভিন্ন"—আনন্দমঠ পড়িয়া তোমার কি এই ধারণা হইয়াছে ? তোমার যুক্তিযুক্ত অভিমত ব্যক্ত কর।

১০। "বন্দেমাতরম্"—অর্দ্ধশতাব্দী যাবৎ ভারতের জাতীয় সঙ্গীত রূপে সম্মান পাইতেছে। আনন্দমঠ পড়িয়া এর কি কারণ পাইয়াছ ?

Copyright *of the nature of these questions is* **strictly reserved.**

Published by **M. L. Dey & Co.**
13/1 College Square, Calcutta– 12